চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 59 Sunday, 29 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৫৯ সংখ্যা ❋ ১৪ মাঘ, ১৪২৯, রবিবার, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আবাস যোজনায় অনুমোদন বাকি নিয়ে জেলাগুলিকে প্রশ্ন নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বরাদ্দ করলেও সেই টাকা এখনও রিলিজ করেনি কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক। কিন্তু আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির তালিকার অনুমোদন একমাস বাড়িয়েছে কেন্দ্র। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবাস যোজনার অধীনে বাড়ি তৈরীর তালিকার অনুমোদন করতে পারবে জেলাগুলি এই মর্মে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে রাজ্যকে। কিন্তু ৩১ জানুয়ারির পর্যন্ত সময় সীমা বাড়ালেও এখনও সব জেলা ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারল না। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ নবান্ন। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পারলে রাজ্যের বরাদ্দ অন্য রাজ্যকে দিয়ে দিতে হবে। এই সতর্ক করে জেলাগুলিকে ফের কড়া বার্তা দিল নবান্ন। শনিবারই নবান্নের তরফে জেলাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরি তালিকা অনুমোদন নিয়ে বলেই সূত্রের খবর। নবান্ন সূত্রে খবর আবাস যোজনার অধীনে চলতি আর্থিক বর্ষে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৮৮ টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত অনুমোদন হয়েছে ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩১৭ বাড়ির তালিকার। অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ সামান্য বেশি অনুমোদন হয়েছে গত ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর তাই এই ক'দিনের মধ্যে বাকি তালিকা

অনুমোদন না করলে রাজ্যের দেওয়া টার্গেট অন্য রাজ্য নিয়ে নেবে বলে জেলাগুলিকে সতর্ক করেছে নবান্ন। নবান্ন সূত্রে খবর এখনও পর্যন্ত ৫০ হাজার ১৭১টি বাড়ির অনুমোদন বাকি রয়েছে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধীনে ৭৩.৮১ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮৪.৪৪ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৯০ দশমিক ৯১ শতাংশ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৯৪.২৩ শতাংশ বীরভূম জেলায় ৯৫.০৯ শতাংশ নদীয়া জেলায় ৯৫.০৯ শতাংশ কোচবিহার জেলায় ৯৫.১২ অনুমোদন হয়েছে। সবথেকে বেশি অনুমোদন এসছে বাঁকুড়া জেলায়। এই জেলায় এখনো পর্যন্ত তালিকার ৯৯.৩০ শতাংশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনার বাড়ির তালিকায়। তবে সব থেকে বেশি বাড়ির অনুমোদন বাকি রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। ওই জেলায় ৭০০০ এরও বেশি বাড়ি তৈরির তালিকা অনুমোদনের বাকি রয়েছে। আর তাই এদিন নবান্নের তরফে জেলাগুলিকে ফের সতর্ক করা হয়েছে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির তালিকার অনুমোদন নিয়ে বলেই সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত আবাস যোজনার বাড়ি তৈরীর অনুমোদন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই দিয়েছে রাজ্যকে। যার জন্য কেন্দ্রের তরফে ৮২০০ কোটি টাকার দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই টাকা রিলিজ করেনি কেন্দ্র রাজ্যকে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক ফের চিঠি দিয়ে রাজ্যকে বলেছে আগের দেওয়ার টাকার হিসাব দিতে হবে। না হলে পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়া যাবে না। সেই চিঠির সঙ্গে কয়েকশো পাতার প্রশ্নমালাও পাঠানো হয়েছিল রাজ্যকে। কেন্দ্রের তরফে অর্থ না আসায় বাড়ি তৈরির কাজ এখনো শুরু করতে পারিনি রাজ্য। তবে বাড়ি তৈরির তালিকার ১০০ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ করে রাখতে চাইছে রাজ্য। আর তার জন্যই এদিন ফের জেলাগুলিকে সতর্ক করে বার্তা দেওয়া হল নবান্নের তরফে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ।

শুভেন্দুর অভিযোগ

বাচ্চাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে বগটুইয়ের ক্ষতিপূরণ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ ১০ মাস হয়ে গিয়েছে বগটুইয়ে গণহত্যা হয়েছিল। গত বছর ২৪ মার্চ অকুস্থলে দাঁড়িয়ে বগটুইয়ে মৃত ও ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে অভিযোগ তুলল বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, মিড ডে মিলের ফান্ডের টাকা বগটুইয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ প্রথম তুলেছিলেন বীরভূমের বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা। তারপর সেইসব চেকের ছবি টুইট করেন শুভেন্দুও। বিজেপির এই অভিযোগের জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ''বগটুই কাণ্ডের ১ বছর হতে চলল, এতদিন পরে ওদের মনে পড়ল? ওরা কি আর কোনও রাজনৈতিক ইস্যু পাচ্ছে না? সেই জন্য এই সমস্ত কথা ওরা বলে বেড়াচ্ছেন? মিড ডে মিলে কী হয়েছে তা জানার জন্য ওরা আরটিআই করতে পারে। নির্বাচনের মুখে শুধু শুধু বাজার গরম করার কোনও মানে হয় না।'' শুভেন্দু বা ধ্রুব সাহা যে সমস্ত চেকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন তার সত্যতা দুরন্ত বার্তা যাচাই করেনি। জেলা প্রশাসনেরও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ধ্রুব সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের পাঠানো মিড ডে মিলের টাকা থেকে। আমার কাছে যে চেকের ছবি এসেছে তাতে তা প্রমাণিত। এই ঘটনার তদন্ত দাবি করছি। আমি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব। এরা এক খাতের টাকা অন্য খাতে খরচ করছে। মিড ডে মিলের টাকা, বাচ্চা শিশুদের খাবারের টাকা। এই টাকা নিয়ে ওদের রাজনীতি করার অধিকার কে দিয়েছে?'' শুভেন্দুও প্রায় একই কথা বলে টুইটে লিখেছেন, 'এটি অর্থনৈতিক অপরাধ।' এমনিতেই মিড ডে মিল নিয়ে কেন্দ্রীয় টিম আসছে বাংলায়। শুভেন্দুর অভিযোগের ভিত্তিতেই যে সেই টিম পাঠাচ্ছে দিল্লি তা কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ফের একবার মিড ডে মিলের টাকা অন্য খাতে খরচের অভিযোগ উঠল। তবে রাজনৈতিক মহলের অনেকে আবার বিজেপির অভিযোগকে অন্য আঙ্গিকে দেখতে চাইছেন। বগটুইয়ের নিহতরা সকলেই ছিলেন সংখ্যালঘু। ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন তাঁদের পরিবারের লোকজন। প্রশ্ন, এই অংশের মানুষকে চেক দেওয়া হয়েছে বলেই কি বিজেপি খুঁচিয়ে ১০ মাস পর এসব বের করছে? কেউকেউ আবার এও বলছেন, সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের মৃত্যুতে বগটুই তদন্ত ধাক্কা খেয়েছে। মুখ পুড়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির। সে কারণেই কি এসব অভিযোগ তুলে ইস্যু ঘোরানো হচ্ছে?

অভিষেকের কটাক্ষ হিরণকে

'আমি ওর জায়গায় হলে মানহানির মামলা করতাম'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ হিরণ ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি একাধিক ইস্যুতে নিশানা করেন কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিকে। এদিন অভিষেক বলেন, ''আমি হিরণের জায়গায় হলে, আমার ছবি বিকৃত হলে, আমি আগে আইনি সাহায্য নিতাম। আমি হিরণকে অনুরোধ করব এটা করার জন্য। আমরা কোনও অনৈতিক কাজ করিনা। আমাদের এবং বিজেপির মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। এক মিনিটে দাবি নস্যাৎ করে দিতে পারি। আমি ওর জায়গায় হলে হাইকোর্টে মানহানির মামলা করতাম। আর দ্বিতীয় আমি পুলিশে কাছে গিয়েও অভিযোগ করতাম। এগুলো তো আর করছে না।'' ডায়মন্ড হারবারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এদিন আবার শুভেন্দু অধিকারীর একগুচ্ছ অভিযোগের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিষেক। বললেন, ''ওঁর (শুভেন্দুর) বিশ্বাসঘাতকতা ধরেছিলাম তো আমি। উনি বলেছিলেন, ২০১৪ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগে আছি। আমি তো বলিনি এই কথাটা, উনি বলেছিলেন। আমার কথা নয়, ওঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। ২০২০ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর

বলছেন, আমি ছ'বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগে আছি।'' অভিষেক আরও বলেন, ''মিড ডে মিলের টাকা না কোথাকার টাকা, সেটা প্রশাসন দেখবে। যেখান থেকেই টাকা যাক, সেটা সরকারের টাকা। উনি কী চাইছেন, সরকার কাউকে সাহায্য করবে না। রাজ্য সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আর্থিক সহযোগিতা করছে সেটা দেওয়া ভুল হয়েছে? সেটা শুভেন্দু অধিকারী জানান। আমি তো টাকা দিয়ে পাবলিসিটি করিনি। ওনারা টাকা অপচয় করেন পাবলিসিটির জন্য। সেটা কি অর্থনৈতিক অপরাধ নয়?'' বিজেপিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, ''ডিমনিটাইজেশনের থেকে বড় অর্থনৈতিক অপরাধ কি? ৮ হাজার কোটি টাকা দিয়ে বিমান কিনছেন। লকডাউনের সময়ে সেন্ট্রাল ভিস্তা বানাচ্ছেন। আগে কেন্দ্র নিজে আত্মনির্ভর হোক। বাংলা থেকে টাকা তোলা বন্ধ করুক।'' শুভেন্দুকে নিশানা করে তিনি বলেন, ''এসএসসি নিয়ে ওনার যা বক্তব্য, ১০ পয়সার লেনদেনে সম্পর্ক পেলে আমার পিছনে এজেন্সি লাগাতে হবে না। আমি মৃত্যুবরণ করব। ওনার দম থাকলে বলুন, বিনয় মিশ্রের সাথে কথা বলে থাকলে, তার প্রমাণ কেউ দিলে আমি মৃত্যুবরণ করব। আবার বলছি, উনি দু'বার কথা বলেছেন বিনয় মিশ্রের সঙ্গে। দুটো ক্লিপ বেরোবে।'' সৌমিত্র খাঁ-কে উদ্ধৃত করে অভিষেক বলেন, ''সৌমিত্র খাঁ বলেছিলেন, ২০১৯ সালের নির্বাচনেও শুভেন্দুদা আমাদের সাহায্য করেছিল। তার মানে কে বিশ্বাসঘাতক। চিহ্নিত করেছি আমি, গায়ে জ্বালা হবে। কিন্তু ওঁর কাছে যদি কোনও তথ্য থাকে, তা হলে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে গিয়ে জমা দিন। সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে দিতে বলব আমি।''

রবিবার কলকাতায় মিড ডে মিলের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

থাকছেন ইউনিসেফের সদস্যরাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ সোমবার নয় রবিবার বিকেলেই মিড ডে মিল নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল কলকাতা এসে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু ও রাজ্য আধিকারিকদের যৌথভাবে মিড ডে মিল নিয়ে জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল আগামীকাল থেকেই শুরু করছে পরিদর্শনের কাজ। নবান্ন সূত্রে খবর আগামীকাল বিকেলেই কলকাতায় পৌঁছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে এই প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক রাজ্যকে যে চিঠি দিয়েছে সেই চিঠিতে বলা হয়েছে সরকারের তরফে মিড ডে মিলে প্রজেক্ট ডিরেক্টর তপন কুমার অধিকারী থাকার পাশাপাশি এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রয়েছেন এই প্রতিনিধি দলে। পাশাপাশি পিএম পোষণ কর্মসূচির তিনজন কনসালট্যান্ট থাকছেন এই প্রতিনিধি দলে। এছাড়াও তিনজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখা হয়েছে এই প্রতিনিধি দলে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে যে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে এই জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দলের সমস্ত খরচ পিএম পোষণ কর্মসূচি থেকে নিতে হবে।

উত্তরাখণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের এক বিভাগীয় প্রধানকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করে পাঠানো হচ্ছে। প্রতিনিধি দলে মোট ১২ জন সদস্য থাকবেন বলেই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। এই ১২ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধিও থাকছেন। নবান্ন সূত্রে খবর পিএম পোষণ প্রকল্পের অধিকর্তা জি বিজয়া ভাস্কর আসছেন এই প্রতিনিধি দলে। পাশাপাশি রাজ্য মিড ডে মিল নিয়ে শেষবার ২০১৩-১৪ আর্থিক বর্ষে জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছিল। তারপর দীর্ঘ প্রায় ন'বছর বাদে ফের রাজ্যে আসছে এই প্রতিনিধি দল। ইতিমধ্যেই কোন কোন বিষয় নিয়ে এই প্রতিনিধি দল কাজ করবে তার জন্য বিস্তারিত গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষত মিড ডে মিলের কী ভাবে রান্না হয়, কী ভাবে খাদ্যদ্রব্য আসে-সহ বিস্তারিত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবে এই প্রতিনিধি দল। তবে কোন কোন জেলা তাঁরা পরিদর্শন করবেন, সেই বিষয়ে সূচি ঠিক করবে এই প্রতিনিধি দলই বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের আসার আগেই রাজ্যের তরফে মিড ডে মিল নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিদর্শন সেরে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বিভিন্ন জেলাকে বলা হয়েছিল মিড ডে মিল নিয়ে পরিদর্শন করতে। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে বলা হলেও পরবর্তীকালে সেই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল জেলাগুলিকে। জেলাশাসক থেকে বিডিও সবাইকেই মিড ডে মিল নিয়ে পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নবান্নের পক্ষ থেকে। মিড ডে মিল নিয়ে কোনও অসন্তোষজনক কিছু নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানানোর পাশাপাশি পোর্টালেও আপলোড করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জেলাগুলিকে। ইতিমধ্যেই মিড ডে মিলে খাবার নিয়ে কিছু অভিযোগ থাকায় কয়েকজনকে সাসপেন্ডও করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। তবে এ বার রাজ্যে দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন নিয়ে বেশ সতর্ক রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই জেলাগুলিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জন্টে রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন নিয়ে।

হিরণ কাঁচা জালিয়াত অজিত মাইতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে 'কাঁচা জালিয়াত' বলে মন্তব্য করলেন মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল কোঅর্ডিনেটর অজিত মাইতি। সূত্রের খবর, শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেন হিরণ। এরপর শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। অজিত মাইতির সঙ্গে তাঁর ভাইরাল হওয়া যে ছবি তোলপাড় ফেলে দেয় রাজ্য রাজনীতিতে, এদিন হিরণ সে ছবি সম্পর্কে বলেন, ''ছবিটা আমার নিজের

তোলা নয়। যা নিয়ে আমার কোনও আইডিয়া নেই তা নিয়ে কী করে বলব। গতকাল আমি শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু ছবি তোলা হয়েছিল। আমি জানি, কারণ সেটা আমার সামনেই তোলা হয়েছে। কিন্তু, এ ছবিটা আমি জানিই না। ওই ছবিতে পুরনো ছবি লাগিয়ে দিয়েছে, না কী করেছে তা তো আমি জানিই না। তা নিয়ে কী করে কিছু বলব।'' তবে হিরণের এই বক্তব্যের পাল্টা অজিত মাইতি বলেন, ''এক হাজারটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারেন তিনি। তাতে কী যায় আসে? আজ প্রেস কনফারেন্স করে কাল যে তৃণমূলে আসবেন না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। আর উনি যে অভিষেকের কাছে গিয়েছিলেন, সেটা তো সত্যি। ছবিটা যে সামনে এসেছে সেটা তো সত্যি। অভিষেক ওকে বলেছিলেন, বিজেপিতে মানিয়ে থাকতে পারছেন না সবই বুঝলাম। আমাদের দলে এখন নিচ্ছি না। প্রয়োজন হলে ডেকে নেব। পরিস্কার বলা হয়।'' অজিত মাইতির দাবি, অভিষেকের এই বক্তব্য শুনে হিরণ উত্তরের অপেক্ষায় থাকার কথা জানান। অজিত মাইতির বক্তব্য, ''আমি তো বিজেপির কোনও নেতাকে ঘৃণা করি না। বলতেই পারি গিয়েছিলাম, পোষায়নি, চলে এসেছি। এটুকু সৎ সাহস নেই সত্যি বলার? এরপর আবার একটা ভুয়ো ছবি বের করে দিল। আসল ছবিটায় আমি ছিলাম, পরেরটায় আমাদের ভ্যানিশ করে দিল। কিন্তু কাঁচা জালিয়াত। এরকম জালিয়াতি করে কতদিন চলবে?'' যদিও এদিন হিরণ তৃণমূলকে 'চোর ডাকাতের দল' বলে মন্তব্য করেন। বলেন, ''এতটা ক্রাইসিস যে ওরা একটা ছবি দেখিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির একতা, বিশ্বাস, দৃঢ়তা, প্রতিশ্রুতিকে নষ্ট করতে চাইছে।''

বরের গলা থেকে ছিনতাই নোটের মালা, খোয়া গেল দেড় লাখ

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারিঃ বিয়ে করতে যাচ্ছেন বর। ঘোড়ায় চড়ে বরের সাজে যাচ্ছেন। গলা তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে টাকার মালা। ৫০০ টাকার নোট দিয়ে তৈরি সেই মালার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছেন লজের উদ্দেশে। সেখানেই হবে বিয়ে। কিন্তু মাঝপথে গঠল বিপত্তি। কোথা থেকে একটি ছেলে এসে বরের গলায় থাকা টাকার মালা টেনে নিয়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রীর লোকেরাও ছুটলেন সেদিকে। কিন্তু রাস্তার পাশেই থাকা জঙ্গলে ঢুকে যান ওই চোর। বৃহস্পতিবার রাতের এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। পশ্চিম দিল্লির মায়াপুরীতে ঘটে এই ঘটনা। ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। এর পর

পুলিশ ধরেছে ওই চোরকে। তার কাছ থেকে মালায় থাকা টাকার একাংশ উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৩২৯টি নোট দিয়ে বানানো হয়েছিল ওই মালা। যার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। রিজওয়ান খান নামের ২৭ বছরের এক যুবকের বিয়ে ছিল বৃহস্পতিবার। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় ওই টাকার মালা পরেছিলেন রিজওয়ান। তাঁর জামাই বাবু সরফরাজ খান এই টাকার মালা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে করতে যাওয়ার পথে এক যুবক সেই টাকার মালা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। তাড়া করতেও তাঁকে ধরতে পারেননি সেখানে উপস্থিত বাকিরা। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘটেছিল এই ঘটনা। ঘটনা নিয়ে রিজওয়ানের ভাই ইমরাম জানিয়েছেন। বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। মধ্যে এক ট্রান্সজেন্ডার একটু ঝামেলা করে। তখনই নোটের মালা চুরি হয়। তিনি বলেছেন, ''আমার ভাই মালা আকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও পারেননি। তা করতে হাতেও লেগেছিল তাঁর। আমরা ধাওয়া করেছিলাম। কিন্তু স্থানীয়রা জানায়, এলাকা ভাল নয়। ছিনতাইকারীরা পাল্টা আক্রমণ করতে পারে।'' এই ঘটনার তদন্তে নেমেছিল পুলিশ। তখন ১৪ বছরের এক কিশোরকে গ্রেফতার করে। ওই কিশোরের থেকে খোয়া যাওয়া টাকার মধ্যে ৭৯টি নোট উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কলকাতায় লাল নিশানের চাঁদের হাট, কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ইয়েচুরি-কারাতরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ কলকাতায় শুরু হল সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। তিনদিন ধরে চলবে বৈঠক। শনিবার সকালে সিপিএম কলকাতা জেলা কমিটির দফতর প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনের অডিটোরিয়ামে বৈঠক শুরু হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া এই বৈঠক চলবে আগামী সোমবার পর্যন্ত। সিপিএম

পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্যই তিনদিনের এই বৈঠকের জন্য গতকালই কলকাতায় চলে এসেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, পলিট ব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত, মহম্মদ সেলিম, সূর্য মিশ্র, বৃন্দা কারাত, এমএ বেবি, নীলোৎপল বসু সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তথা পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য পিনারাই বিজয়ন আসন্ন বাজেট অধিবেশনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এবারের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি। কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য বিমান বসু, হান্নান মোল্লা ও এস রামচন্দ্রন পিল্লাইও উপস্থিত রয়েছেন বৈঠকে। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পরে আগামী ৩০ জানুয়ারি কলকাতায় ধর্মতলায় সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে একটি জনসভাও আয়োজিত হবে। সাম্প্রদায়িক বিজেপি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে পরাস্ত করে বামপন্থী বিকল্পকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হবে সমাবেশ থেকে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দেবলীনা হেমব্রম ভাষণ দেবেন ওই সমাবেশে। সভাপতিত্ব করবেন পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার।
সিপিআই(এম)'র প্রতিষ্ঠার সময় নয়জন পলিট ব্যুরোর সদস্য 'নবরত্ন' নামাঙ্কিত নয়টি ব্রিগেড মিছিল করে সমাবেশে আসবে। ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে আসবে কমরেড বিটি রণদিভে ব্রিগেড, কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে কমরেড ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ ব্রিগেড, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন থেকে কমরেড একে গোপালন ব্রিগেড, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কমরেড জ্যোতি বসু ব্রিগেড, রামলীলা পার্ক থেকে কমরেড পি রায়মূর্তি ব্রিগেড, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন থেকে কমরেড হরকিষণ সিং সুরজিৎ ব্রিগেড, গান্ধী মূর্তি (মেয়ো রোড) থেকে কমরেড পি সুন্দরাইয়া ব্রিগেড, নোনাপুকুর ট্রাম ডিপো থেকে কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়া ব্রিগেড এবং ডেন্টাল কলেজ থেকে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ব্রিগেড।

ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য রাজ্যে বাড়ানো হল মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ রাজ্যে ডক্তারি পড়ুয়াদের জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ৬০৬টি আসন বাড়ানো হয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, ডায়মন্ডহারবার, দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজের মত আটটি মেডিক্যাল কলেজে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই আসনগুলিতে ভর্তি শুরু হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইজন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৭২৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে এক হাজার ৯৪০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এর আসন রয়েছে।

বেসরকারি নার্সিং হোমে বিধ্বংসী আগুন, মৃত ডাক্তার দম্পতি সহ ৬

ধানবাদ, ২৮ জানুয়ারিঃ ঝাড়খণ্ডের একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় অন্ততপক্ষে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন ডাক্তারও। আগুন থেকে ধোঁয়ার কারণে শ্বাসরোধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা

গিয়েছে। এই দুই ডাক্তারের বাড়ির পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গোঘাটে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে অবস্থিত সেই বেসরকারি নার্সিং হোম। রাঁচি থেকে দূরত্ব প্রায় ১৭০ কিলোমিটার। গতকাল রাত ২টো নাগাদ ধানবাদের ব্যাঙ্ক মোড় এলাকায় হঠাৎই নার্সিং হোমের গুদাম ঘরে আগুন লাগে। তারপর ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে কালো ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডের মুহূর্তে নার্সিং হোমে ১৫ জন মতো ছিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডে খোদ নার্সিং হোমের মালিক ডাঃ বিকাশ হাজরা ও তাঁর স্ত্রী ডাঃ প্রেমা হাজরার মৃত্যু হয়েছে। মারা গিয়েছেন নার্সিং হোমের মালিকের ভাগ্নে সোহান খামারি ও তাঁদের পরিচারিকা তারা দেবীরও। ধানবাদের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটপ্রেম কুমার তিওয়ারি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, স্টোর রুমে আগুন লাগার পর শ্বাস বন্ধ হয়ে নার্সিং হোমের মালিক ও তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। একজন জখমও হয়েছেন। তবে আগুন লাগার কারণ সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত জারি রয়েছে। পরে জানা গিয়েছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গোঘাটের নকুন্ডা গ্রামে বাড়ি দুই ডাক্তারের। তাঁদের পরিচারিকা তারা দেবী সেই গ্রামের বলেই জানা যাচ্ছে। কয়েকমাস আগেই গ্রামের স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে এই চিকিৎসক বিকাশ হাজরা বাড়িতে এসেছিলেন। তবে জন্ম সূত্রে গোঘাটের নকুন্ডা গ্রামেই ছিল তাঁর জন্মভূমি। কিন্তু কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ধানবাদেই থাকতেন। আর সেখানেই অগ্নিকাণ্ডে দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন চিকিৎসক দম্পতি।

‘‘বিভিন্ন শহরের উন্নয়নের জন্য দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোনও ঘাটতি নেই’’

নয়াদিল্লি,২৮জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে প্রায় ৩৮,৮০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই একই অনুষ্ঠানে তিনি ‘ স্বনিধি’ যোজনায় ১ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীর হাতে অনুমোদিত ঋণের অর্থ হস্তান্তর করেছেন। এছাড়াও, মুম্বাই মেট্রো রেলের ২এ এবং ৭ নম্বর লাইন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন তিনি। পাশাপাশি, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসের সংস্কার প্রকল্পের এবং সাতটি নিকাশি প্ল্যান্টের শিলান্যাস করেছেন শ্রী মোদী। ঐ একই অনুষ্ঠানে তাঁর হাত দিয়ে ২০টি হিন্দু হৃদয় সম্রাট বালাসাহেব ঠাকরে ‘ দাওয়াখানা’র উদ্বোধন ও মুম্বাইয়ে ৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ককে কংক্রিটে বাঁধানোর প্রকল্পের সূচনা হয়েছে।এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি যে প্রকল্পগুলি উদ্বোধন ও শিলান্যাস হল সেগুলি মুম্বাইয়ের মতো মহানগরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি মুম্বাইবাসীকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির জন্য অভিনঃদন জানান। স্বাধীনতার পর এই প্রথম স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করার সাহস ভারত দেখাল। শ্রী মোদী বলেন, আগে ভারতের দারিদ্র্য নিয়েই শুধু আলোচনা হত এবং সারা বিশ্ব থেকে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে হত। এই প্রথমবার ভারতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রতি বিশ্বের যে আস্থা রয়েছে তা অনুভূত হচ্ছে। ভারতবাসী উন্নত এক রাষ্ট্রের জন্য অপেক্ষা করছে আর সারা বিশ্বও একই উৎসাহ নিয়ে ভারতের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। ইতিবাচক এই মানসিকতার একমাত্র কারণ ভারত তার দক্ষতাকে শুভ কাজে ব্যবহার করে। আজ ভারতের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘ এবং ’ ভাবনা ডবল ইঞ্জিন সরকারের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে দুর্নীতি যুগের কথা স্মরণ করেন। সেই সময়ে দেশ এবং দেশের কোটি কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আমরা সেই ভাবনাচিন্তা থেকে বেরিয়ে এসেছি। ভারত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করছে। দেশজু়ে আবাসন, শৌচাগার নির্মাণ, বিদ্যুৎ, জল ও রান্নার গ্যাসের সংযোগ, বিনামূল্যে চিকিসা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবার, দেশের বিভিন্ন অংশে মেডিকেল কলেজ, এইমস, আইআইটি এবং আইআইএম গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি, অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি অতিমারীর সময়েও ভারত ৮০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করেছে। ঐ সময়কালে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা অভূতপূর্ব। বর্তমান ভারতের মধ্যে যে অঙ্গীকার তা আসলে ‘ ভারত’ ধারণার প্রতিফলন।‘ ভারত’ গড়ার ক্ষেত্রে দেশের শহরগুলির ভূমিকার প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। অমৃতকালে মহারাষ্ট্রের অনেক শহরই ভারতের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। আর তাই মুম্বাই ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। ডবল ইঞ্জিন সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় মুম্বাইয়ের ভবিষ্যতের বিষয়টি সব সময়ই বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মুম্বাই শহরে মেট্রো রেল প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালে মুম্বাইয়ে ১০-১১ কিলোমিটার পথে মেট্রো রেল চলাচল করত। আজ ডবল ইঞ্জিন সরকারের উদ্যোগে এই শহরে মেট্রো রেলের কাজে গতি এসেছে। এখন মুম্বাইয়ে ৩০০ কিলোমিটার পথে মেট্রো চলাচলের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতীয় রেলের মানোন্নয়নের জন্য দেশজুড়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুম্বাই ট্রেনও এই উদ্যোগের সুফল পাবে। ডবল ইঞ্জিন সরকার উন্নত পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং ভ্রমণের সময় হ্রাস পাওয়ার বিষয় নিয়ে কাজ করছে। ফলস্বরূপ, রেল স্টেশনগুলিকে এখন বিমানবন্দরের মতো সাজানো হচ্ছে। ভারতের প্রাচীনতম রেল স্টেশন ছত্রপতি মহারাজ টার্মিনাসকে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই স্টেশন একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণ করতে পারবে। সাধারণ মানুষ যাতে ভালো পরিষেবা পান এবং তাঁদের সফর যাতে আরামপ্রদ হয়, সেটি নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। রেল স্টেশনগুলি শুধুমাত্র রেল পরিষেবা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এগুলি মাল্টি-মডেল কানেক্টিভিটির আদর্শ কেন্দ্র। বাস, মেট্রো, ট্যাক্সি বা অটো - যে কোনও পরিবহণ ব্যবস্থাকেই এক ছাদের তলায় নিয়ে আসা হবে। এর ফলে যাত্রীদের যাতায়াতে সুবিধা হবে। তিনি বলেন, এই ধরনের মাল্টি-মডেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতি শহরে গা়ে তোলা হবে।শ্রী মোদী জানান, আগামীদিনগুলিতে মুম্বাইয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। শহরের লোকাল ট্রেন, মেট্রো পরিষেবার সম্প্রসারণ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং বুলেট ট্রেনের থেকেও দ্রুতগতির ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে। দরিদ্র শ্রমিক এবং দোকান কর্মচারী থেকে শুরু করে ধনী ব্যবসায়ী - মুম্বাই শহরে যাঁরা বসবাস করবেন তাঁদের সকলের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মুম্বাই থেকে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যাতায়াত করা এখন সহজ হয়ে উঠেছে। কোস্টাল রোড, ইন্দু মিল স্মারক, নবী মুম্বাই বিমানবন্দর, ট্রান্স হারবার লিঙ্ক সহ বিভিন্ন প্রকল্প এই শহরেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধারাভি পুনর্বিকাশ এবং ওল্ড চাউল উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজ আবারও শুরু হয়েছে। এর জন্য তিনি শ্রী একনাথ শিন্ডে এবং তাঁর সরকারকে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি মুম্বাইয়ের বিভিন্ন রাস্তাঘাটের মানোন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। যা ডবল ইঞ্জিন সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের শহরগুলির সম্পূর্ণ সংস্কারের কাজ চলছে। দূষণ ও পরিচ্ছন্নতার মতো নগর জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধানের পদ্ধতি খোঁজা হচ্ছে। এ কারণে বৈদ্যুতিক যানবাহন, জৈব জ্বালানি-ভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থাপনা, হাইড্রোজেন জ্বালানির ব্যবহার, বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার প্রকল্প এবং জল শোধন প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শহরের উন্নয়নের জন্য দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোনও ঘাটতি নেই। তবে, মুম্বাইয়ের মতো শহরের দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হবে। আর তাই এই শহরের উন্নয়নে পুরসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মহানগরীর জন্য নির্ধারিত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের ওপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দেন। উন্নয়নমূলক কাজে রাজনীতি করার বিরোধিতা করে শ্রী মোদী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ রাস্তার হকার উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা সহজেই ঋণ পেয়েছেন। মহারাষ্ট্রের এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীর প্রায় ৫ লক্ষ হকার। অথচ রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটেছে। এ কারণে তিনি কেন্দ্র এবং মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে মুম্বাই পুরসভার মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, স্বনিধির ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য। এটি একটি ঋণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করলে চলবে না, এটি হল রাস্তার হকারদের আত্মসম্মানের চাবিকাঠি। এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা ৫০ হাজার কোটি ডিজিটাল লেনদেন করেছেন। যখন ‘ প্রয়াস’ বাস্তবায়িত হয় তখন কোনকিছুই অসম্ভব হয় না - ডিজিটাল ইন্ডিয়া তারই আদর্শ উদাহরণ।তাঁর ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী রাস্তার হকারদের উদ্দেশে বলেন, আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি।আপনারা যদি ১০ পা এগিয়ে আসেন, আমরা তাহলে ১১ পা এগোব। তিনি আশা করেন, দেশের ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের শ্রম ও অধ্যাবসায়ের কারণে ভারত নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছবে। আজ যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে তার জন্য তিনি মুম্বাই ও মহারাষ্ট্রবাসীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, শিন্ডেজি এবং দেবেন্দ্রজির জোট মহারাষ্ট্রের স্বপ্নকে পূরণ করবে।অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী ভগ সিং কোশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল, শ্রী নারায়ণ রানে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রী এবং সে রাজ্যের সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার শহীদ দিবস স্মরণে রাজ্যের নানা কর্মসূচি হবে

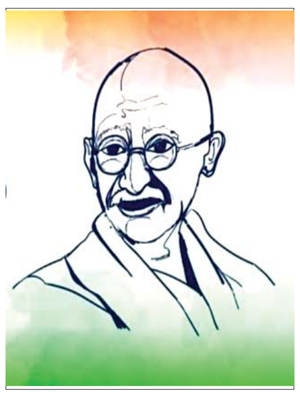

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃরাজ্য সরকার ৩০ জানুয়ারি, সোমবার মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী (শহীদ দিবস) পালন করবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। শনিবার রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ সি.ভি. আনন্দ বোস, এবং সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ওই দিন সকাল ৯টায় ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে গান্ধী স্মৃতিস্তম্ভের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। সকাল ১০.৩০ মিনিটে বেলেঘাটায় গান্ধী ভবনে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হবে।অন্য একটি অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়ো রোডে রাজ্যপাল ড. সি.ভি. আনন্দ বোস, কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বেলা ১১টায় মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।সোমবার বেলা ১১টায় নবান্নে সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী এবং কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, দুপুর ১২টায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে শহীদ দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাবেন। তারপর তিনি আলিপুরে যাদুঘরের সামনে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

মধ্যপ্রদেশে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার দুই বিমান, উদ্বেগ প্রকাশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

মোরেনা, ২৮ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের মোরেনাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দুই যুদ্ধবিমান, সুখোই ৩০ এবং মিরাজ ২০০০। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ভারতীয় বায়ুসেনার দু’’টি বিমান ভেঙে পড়ার বিষয়ে বায়ুসেনা প্রধান অবহিত করেন। আইএএফ পাইলটদের সুস্থতার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন রাজনাথ সিং এবং সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন তিনি। দু’’টি বিমান মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র বিমান ঘাঁটি থেকে উড়েছিল, যেখানে একটি মহড়া চলছিল।মাঝ আকাশে সংঘর্ষ হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে তদন্ত শুরু করেছে বায়ুসেনা। দুর্ঘটনার সময় সুখোই-৩০ বিমানে দু’’জন পাইলট ছিলেন এবং মিরাজ ২০০০-এ একজন পাইলট ছিলেন। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে ২ জন পাইলট নিরাপদে আছেন। এই বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে টুইট করে জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

তাপমাত্রা কমতেই ফিরল কনকনে শীত, বাতাসের গুণগতমান ‘‘খুব খারাপ পর্যায়ে’’

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃফের পারদ-পতন রাজধানী দিল্লিতে, শনিবার একধাক্কায় অনেকটাই নামল দিল্লির তাপমাত্রা। এদিন রাজধানী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। পারদ-পতন হতেই কনকনে শীতের আমেজ ফিরেছে রাজধানীতে।তবে, দিল্লির বাতাসের গুণগতমান এদিনও ছিল ‘‘খুব খারাপ’’ পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা নাগাদ দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩১৫, যা খুব খারাপ পর্যায়েই পড়ে। সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লিতে আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।

স্বাগত যোগীকে

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃহিন্দুত্ব নিয়ে জহর সরকারকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। স্বাগত জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। শনিবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, ৫৭ জন হিন্দু তীর্থযাত্রীকে পুড়িয়ে মারার জন্য গুজরাট দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এরকম মন্তব্য করে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য আপনাকে লজ্জা, জহর

দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ আরও তলানিতে থামল মৃত্যুও, সক্রিয় রোগী কমে ১,৮৪২

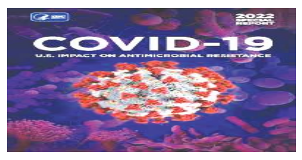

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আরও তলানিতে পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩ জন, নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৩৯। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৮৪২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৯,৯৪৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮২,৫৩০-এ পৌঁছেছে।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ লক্ষ ০৫ হাজার ৫০৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৩৮,০৭,৯৬৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৩৬,১০২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

অমিত শাহ-কে চিঠি খাড়গের, ভারত জোড়ো যাত্রায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃকংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি ও আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে মল্লিকার্জুন খাড়গে উল্লেখ করেছেন, আগামী দু’’দিনে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করছি, তাছাড়া ৩০ জানুয়ারি শ্রীনগরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বহু কংগ্রেস নেতা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, তাই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হচ্ছে।উল্লেখ্য, ভারত জোড়ো যাত্রা এই মুহূর্তে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এই পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। এর আগে বৃহস্পতিবারই ভারত জোড়ো যাত্রায় নিরাপত্তায় গলদের অভিযোগ এনেছিল কংগ্রেস। পাল্টা কংগ্রেসকে জবাব দিয়েছিল কাশ্মীর পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

অবন্তীপোরা থেকে ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা

পুলওয়ামা, ২৮ জানুয়ারি ঃ নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পুনরায় শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরা থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পদযাত্রায় পা মেলান বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা।আগের দিন, শুক্রবার ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের

‘‘কলাশ্রী’’ ৩৯তম বার্ষিক উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন

নিজস্বসংবাদদাতা,বালিনিশ্চিন্দা (হাওড়া)ঃবর্ষীয়ান তবলিয়া পণ্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কলাশ্রী নিবেদিত প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও উপহার দিলো ৩৯তম মনোজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান সম্প্রতি ১৫ই রবিবার জানুয়ারী বালি নিশ্চিন্দার দেশবন্ধু তরুণ সংঘের প্রেক্ষাগৃহে। বিখ্যাত ছড়াকার শৈলেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ছড়া পাঠ করে শোনায় সোমনাথ দাস, সুমন দাস । একক তবলা লহরা বাজিয়ে শোনালেন শিবনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্রীমতি অশোকা মিত্র গেয়ে শোনালেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সুরে কিছু বাংলা গান , যোগ্য তবলা সহযোগিতায় জয়দীপ চক্রবর্তী , সুরেলা কণ্ঠে শ্রোতাদের করতালি আদায় করে নেন অশোকা মিত্র ।তাপস রানা এবং শ্রীমতী পাপিয়া রানা রবীন্দ্রসঙ্গীত , নজরুলগীতি, গীত , ভজন ও গজল গেযে. শোনালেন । এরপরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন - প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রী অনিশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী ইন্দ্রনাথ পাল (যুগ্ম সম্পাদক উত্তরপাড়া সঙ্গীতচক্র), শ্রী সব্যসাচী সরকার (উত্তরপাড়া সঙ্গীতচক্রের সঙ্গীত, নৃত্য একাডেমির সম্পাদক)। এই তিন জন মাননীয় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন কলাশ্রীর প্রাণপুরুষ পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্রী অমিতাভ ঘোষ ভীমপলশ্রী রাগে খেয়াল পরিবেশন করে শ্রোতাদের সুখ্যাতি আদায় করে নেন । ইমন রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন পণ্ডিত শ্রী সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক তান, সরগম , বোলতান , বাটকারী, লয়কারী ছিল অসাধারণ , তবলায় শ্রী শিবনাথ মুখোপাধ্যায় । সাংবাদিক শ্রী অশোক সেন (গণশক্তি) মহাশয়কে উত্তরীয় পরিয়ে বরন করে নেন পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । শ্রীমতি ইন্দ্রানী কাঁড়ার কাফি রাগে সেতার বাজিয়ে শোনালেন, বিলম্বিত তিনতালে নিবদ্ধ আলাপ , জোড় , গ ও পরে দ্রুত তিনতালে ঝালা অসাধারণ মনোমুগ্ধকর পরিবেশন তবলায় সওয়াল জবাব যোগ্য সঙ্গতে সুমন কাঁড়ার । বর্ষীয়ান তবলিয়া পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিকল্পিত সমবেত তবলা তরঙ্গ - অংশ নেন পণ্ডিত সুমন কাঁড়ার , পণ্ডিত জটিলেশ্বর ভৌমিক , জয়দীপ চক্রবর্তী , তাপস রানা , সুমন দাস এবং পণ্ডিতজী স্বয়ং । প্রথমে রূপক ও পরে তিনতালে ফারুকুয়াবাজ ঘরানার সঠিক পদ্ধতিতে ঠেকা দিয়ে শুরু করে উঠান , পেশকার , কায়দা, গৎ, চক্রদার , টুকরা , রেলা , দমদার বেদমদার তেহাই পরিবেশিত হয়, সকলের তবলা বাদন ছিল অনবদ্য , হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অমিতাভ ঘোষ।শিশুশিল্পী সৌম্যশ্রী কাঁড়ার ভূপালী রাগে খেয়াল ও পরে একটি ভজন গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়, তবলা সঙ্গতে পিতা সুমন কাঁড়ার । দিলীপ ভৌমিক পুরবী রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন প্রথমে বিলম্বিত একতালে ৪৮ মাত্রায় বন্দিশ,পরে দ্রুত তিনতালে তান, সরগম, বোলতান, লয়কারী এবং গায়কী ছিল অসাধারণ । দ্বৈত তবলা সহযোগিতায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুমন কাঁড়ার ।শেষ আকর্ষণ দ্বৈত কত্থক নৃত্য - পরিবেশনায় বিখ্যাত কত্থক নৃত্যশিল্পী শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য ছাত্রী কস্তুরী ব্যানার্জী এবং মানসী কর । বোলপড়নে ছিলেন রাকেশ ভান্ডারী, তবলা সহযোগিতায় পণ্ডিত জটিলেশ্বর ভৌমিক, কণ্ঠে পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর ভৌমিক । ধামার তালে মানসী কর অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করেন ।তিনতালে কস্তুরী ব্যানার্জী অনবদ্য নৃত্য ঠাট , গৎ , টুকরা , চক্রদার , গিনতি, তৎকার পরিবেশন করেন,পরে যুগ্মনৃত্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাশাখেলা ইত্যাদি দিয়ে শেষ করেন , উপস্থিত দর্শক শ্রোতারা করতালি দিয়ে বলে ওঠেন প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান শুনলাম, অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার কলাশ্রীর কর্ণধার পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় । সমগ্র অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন ইন্দ্রানী কাঁড়ার ও তাপস রানা ।

মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ৯৭-তম পর্ব আজ, দেশবাসীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ(রবিবার,২৯ জানুয়ারি)মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন। রবিবার বেলা ১১-টায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে জনগণের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন।এটি হবে মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ৯৭-তম পর্ব। প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের প্রায় সবকটি প্রচার তরঙ্গে বেলা ১১-টা থেকে। এছাড়াও পিএমও, এআইআর, নিউজ, ডিডি নিউজ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ইউটিউব চ্যানেলেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা শোনার জন্য দেশবাসীও যথেষ্ট উদগ্রীব থাকেন। এবার প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় গোটা দেশ।এদিকে, মন কি বাত-এর শততম পর্ব উদযাপনে বিশেষ লোগো ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন। অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি।

ভারতের যুব সমাজ চাকরির মালিক না হয়ে চাকরির সৃষ্টিকর্তা হতে চায়ঃজি কিষান রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্য দেশগুলি হায়দরাবাদে স্টার্টআপ বিষয়ক বৈঠক শুরু করেছে। দু’দিনের এই সম্মেলনের প্রথম দিনে শনিবার কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি, জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত, স্টার্টআপের প্রধান চিন্তন বৈষ্ণব, শিল্পোসাহ ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দফতরের সচিব সহ ১৮০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি এদিন বলেছেন, বর্তমানে ভারতে বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক স্টার্টআপ রয়েছে। আমাদের যুব সমাজ চাকরির মালিক না হয়ে চাকরির সৃষ্টিকর্তা হতে চায়। ভারতীয় স্টার্টআপের সাফল্য আমাদের যুব সমাজের আবেগ প্রদর্শন করে। জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত বলেছেন, বর্তমান স্টার্টআপগুলি ভারত এবং বিশ্বের জন্য জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি উপাদনশীলতা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করছে।

বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত ৭, খতম আততায়ীও

জেরুজালেম, ২৮ জানুয়ারি ঃ পূর্ব জেরুজালেমে একটি উপাসনালয়ের বাইরে বন্দুকবাজের গুলিতে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৫ বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে। ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ওই বন্দুকধারীও নিহত হয়েছে। এই হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে আমেরিকা। আমেরিকার

ত্রিপুরায় ৪৮টি আসনে বিজেপির আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, বাদ ৫ জন বিধায়ক, নতুন মুখ ১৮ জন, মহিলা প্রার্থী ১১ জন

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারিঃত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আংশিক তালিকা প্রকাশ করেছে। শনিবার নয়াদিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সাংসদ সম্বিত পাত্রা ৪৮ জন প্রার্থীর ঘোষণা দিয়েছেন। তাতে, মহিলা প্রার্থী ১১ জন এবং নতুন মুখ ১৮ জন রয়েছেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পাঁচজন বিধায়ক বাদ পড়েছেন। এদিকে, ১২টি আসনে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা বাকি রয়েছে।সম্বিত পাত্রার দাবি, খুব শীঘ্রই ওই আসনে প্রার্থী ঘোষণা হবে। জোট শরিক আইপিএফটির জন্য দরজা খোলা রাখা আছে। তাঁরা প্রার্থী না দিলে বিজেপি সবকটি আসনেই দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে। সম্ভবত, আগামীকাল রবিবারের মধ্যেই ৬০টি আসনেই প্রার্থী তালিকা চূ়ান্ত ঘোষণা হয়ে যাবে। কারণ ৩০ জানুয়ারি মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।গত শুক্রবার বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ৪৮ প্রার্থীর নামে সিলমোহর দিয়েছে কমিটি। পরবর্তী তালিকা খুব শীঘ্রই ঘোষণা দেওয়া হবে বলে সম্বিত পাত্রা জানিয়েছেন।ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি ৯-বনমালিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃমানিক সাহা ৮-টাউন বড়দোয়ালি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ১৯-চা়লিাম কেন্দ্র থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদিকে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ৫ জন বিধায়ক বাদ পা়ছেন। বাধারঘাট কেন্দ্রে বিধায়িকা মিমি মজুমদার, নলছর কেন্দ্রে বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, মাতাবাড়ি কেন্দ্রে বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ, বিলোনিয়া কেন্দ্রে বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক এবং আমবাসা কেন্দ্রে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা-কে এবার বিজেপি প্রার্থী করেনি। তাঁর বদলে নতুন মুখ এনেছে পদ্ম শিবির। অবশ্য এবার নির্বাচনে আংশিক প্রার্থী তালিকাতেই নতুন রয়েছেন ১৮ জন। তাছাড়া, মহিলা প্রার্থী আছেন ১১ জন। সম্বিত পাত্রার দাবি, বিজেপি বরাবর মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।তিনি জানান, বাধারঘাট কেন্দ্রে মীনা রাণী সরকার, গোলাঘাটি কেন্দ্রে হিমানী দেববর্মা, কমলাসাগর কেন্দ্রে অন্তরা দেব সরকার, ধনপুর কেন্দ্রে প্রতিমা ভৌমিক, তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে কল্যাণী রায়, রাজনগর কেন্দ্রে স্বপ্না মজুমদার, অম্পিনগর কেন্দ্রে পাতাল কন্যা জমাতিয়া, আমবাসা কেন্দ্রে সুচিত্রা দেববর্মা, যুবরাজনগর কেন্দ্রে মলীনা দেবনাথ এবং পেচারথল কেন্দ্রে সান্তনা চাকমা এই ১১ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন।প্রসঙ্গত, টাউন ব়দোয়ালি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা, মোহনপুর রতন লাল নাথ, বামুটিয়া কৃষ্ণধন দাস, বড়জলা ডাঃদিলীপ কুমার দাস, খয়েরপুর রতন চক্রবর্তী, রামনগর সুরজিত দত্ত, বনমালিপুর রাজীব ভট্টাচার্য, মজলিশপুর সুশান্ত চৌধুরী, প্রতাপগ়। রেবতী মোহন দাস, বাধারঘাট মীনা রাণী সরকার, কমলাসাগর অন্তরা দেব সরকার, বিশালগড় সুশান্ত দেব, গোলাঘাটি হিমানী দেববর্মা, চ়লিাম জিষ্ণু দেববর্মা, বক্সনগর তফাজ্জল হুসেন, নলছ। কিশোর বর্মণ, সোনামু়া দেবব্রত ভট্টাচার্য, ধনপুর প্রতিমা ভৌমিক, খোয়াই সুব্রত মজুমদার, কল্যাণপুর-প্রমোদনগর পিনাকী দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া কল্যাণী রায়, বাগমা রামপদ জমাতিয়া, রাধাকিশোরপুর প্রণজিত সিংহ রায়, মাতাবাড়ি অভিষেক দেব রায়, কাকড়াবন-শালগড়া জিতেন্দ্র মজুমদার, রাজনগর স্বপ্না মজুমদার, বিলোনিয়া গৌতম সরকার, শান্তিরবাজার প্রমোদ রিয়াং, ঋষ্যমুখ দীপায়ন চৌধুরী, মনু মাইলাফ্রু মগ, সাবরুম শংকর রায়, অম্পিনগর পাতাল কন্যা জমাতিয়া, অমরপুর রঞ্জিত দাস, রাইমাভ্যালী বিকাশ চাকমা, কমলপুর মনোজ কান্তি দেব, সুরমা স্বপ্না দাস পাল, আমবাসা সুচিত্রা দেববর্মা, ছামনু শম্ভু লাল চাকমা, পাবিয়াছড়া ভগবান চন্দ্র দাস, ফটিকরায় সুধাংশু দাস, চণ্ডিপুর টিংকু রায়, কৈলাসহর মবস্বর আলী, কদমতলা-কুর্তি দিলীপ তাঁতি, বাগপাশা যাদব লাল নাথ, ধর্মনগর বিশ্ববন্ধু সেন, যুবরাজ নগর মলিন দেবনাথ, পানিসাগর বিনয় ভূষণ দাস এবং পেচারথল সান্তনা চাকমা এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯জানুয়ারি ঃরবিবার, ১৪মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯জানুয়রিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৪ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০৮ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৮.০৮ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৮মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা - ২২মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে
বৃষ রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। বিবাহের যোগ হবে না।
মিথুন রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চৎমকার
কর্কট রাশিঃআজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযোগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। শুভদিন
সিংহ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন-
কন্যা রাশিঃঘরের কাজ শেষ করার পর এই রাশির গৃহিনীরা আজকে অবসর সময় টিভি বা মোবাইল এ কোনো সিনেমা দেখতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবে।
তুলা রাশিঃআজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। অর্থ ব্যয়
বৃশ্চিক রাশিঃসংসারে শান্তি। আর্থিক সচ্ছল হতে পারেআজ।
ধনু রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো।।
মকর রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে
কুম্ভ রাশিঃদুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই অবিনশ্বর শরীরের থেকেই বা কি লাভ যদি এটা অন্যদের উপকারে লাগানোই না যায়। সংসারে শান্তি
মীন রাশিঃআপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে।

পণ না মেলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ পণের দাবিতে গৃহবধূকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ। দাবিমতো পণ না মেলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ উঠল স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। হরিদেবপুরের ঘটনায় মৃতার ননদের স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে জোর তল্লাশি। সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যায় ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার। নিহত মাম্পি দাস, মালদার ইংরেজ বাজারের ঝলজলিয়ার বাসিন্দা। সামাজিক মাধ্যমে মাম্পির সঙ্গে হরিদেবপুরের বাসিন্দা এক যুবকের আলাপ হয়। বছর সাতেক আগে বিয়ে হয় দু'জনের। মাম্পির বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের দাবি করা হত। দাবিপূরণ না হওয়ায় মাম্পির উপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলত। ২৬ জানুয়ারি গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মাম্পির শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দাবি, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। যদিও বধূর বাপের বাড়ির লোকজন সে দাবি মানতে নারাজ। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, মাম্পিকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

হাওড়ার চামরাইলে মোমের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার চামরাইলে মোমের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শনিবার সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা। অগ্নিকাণ্ডের ফলে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে হাওড়ার চামরাইলে মোমের কারখানার সামনে বিধ্বংসী আগুন দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। মোম দাহ্য বস্তু হওয়ায় দ্রুত সেই আগুন বিধ্বংসী চেহারা নেয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে থাকা কয়েকটি দোকানে। সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পাশাপাশি দমকল বাহিনীকে খবর দেন তাঁরা। খবর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় একে একে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। কারখানায় শনিবার সকালেও একাধিক শ্রমিক ছিলেন। এদিন আগুন লাগার পর দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে আনা হয়। চামরাইলে মোমের কারখানার পাশেই পাওয়ার হাউস থাকায় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ সংযোগ। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল তার কারণ এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছেন দমকলের আধিকারিকরা।

এবার গোপাল দলপতির খোঁজে আইনি প্রক্রিয়ার পথে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ নিয়োগ 'দুর্নীতি'র এজেন্ট গোপাল দলপতি। তিনি আপাতত 'নিখোঁজ'। এবার তাঁর খোঁজে আইনি সহযোগিতা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা গোপাল দলপতি। তাপস মণ্ডলের মুখে প্রথমবার এই গোপালের নাম শোনা গিয়েছিল। সিবিআই, ইডির কাছে তাপসই প্রথম তাঁর কথা বলেন। এরপর হুগলির তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষ ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পরও গোপালের নাম করেছিলেন। এরপরই ইডি গোপাল দলপতির খোঁজ শুরু করে। জানতে পারে 'নিখোঁজ' তিনি। উঠে আসে দিল্লি পুলিশের হাতে গোপালের গ্রেফতার হওয়ার বিষয়টিও। তাঁকে পেতে এবার আইনের পথে হাঁটতে চলেছেন তদন্তকারীরা। ইডি ইতিমধ্যেই আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে গোপালের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে চায় তারা। ইডি সূত্রে খবর, গোপালকে এর আগে দিল্লি পুলিশ একটি আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতার করেছিল। বছরখানেক আগে জামিনও পান তিনি। সূত্রের দাবি, জামিনে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই খোঁজ নেই গোপাল দলপতির। তাঁকে নাগালে পেলে নিয়োগ বেনিয়মের মামলায় আরও তথ্য উঠে আসবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। গোপাল দলপতি কেন ইডির নজরে? তদন্তকারীরা মনে করছেন, কুন্তলের মতো একই ভূমিকা গোপালেরও। দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে অনুমান ইডির। অযোগ্যদের থেকে চাকরি দেওয়ার নামে গোপাল দলপতিও টাকা নিতেন বলে ইডির হাতে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে। কিন্তু সেই টাকা গোপাল কাকে দিতেন, তাঁর মাথায় কে ছিলেন, এই সমস্ত উত্তরই জানতে চায় তারা। কিন্তু এখন গোপালকে হাতে পাওয়াই সব থেকে বড় কাজ তদন্তকারীদের।

তিলজলাতে ঠিকাদারের রহস্যমৃত্যু! থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ তিলজলাতে ঠিকাদারের রহস্যমৃত্যু! আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মীতেন্দ্র পাসওয়ান (৩৭) নামে ওই ঠিকাদার। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ পঞ্চান্নগ্রাম অটো স্ট্যান্ডের কাছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ফেলে দিয়ে যায় কয়েকজন। শরীরে একাধিক জায়গায় ছিল আঘাতের চিহ্ন। পরে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের শ্যালিকা জানান, নিহত মীতেন্দ্র পাসওয়ান লেদার কমপ্লেক্সে শ্রমিক যোগান দিতেন। দু'জন রিক্সায় করে নিয়ে এসে ফেলে দিয়ে যায় তাঁকে। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ফেলে দিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস অনুমান করে যে, কোথাও নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়েছে মীতেন্দ্র পাসওয়ানকে। সেই বেধড়ক মারধরের জেরেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পরবর্তীতে থানায় এসেই আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্ত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিলজলার ঘটনার কিনারা হল। থানায় এসে আত্মসমর্পণ করল অভিযুক্ত। আটক করা হয়েছে অভিযুক্তকে। পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্তের একটি জুতোর কারখানা রয়েছে। সেখানে শ্রমিকের যোগান দিতেন এই ঠিকাদার। এখন শ্রমিকের যোগান ও টাকাপয়সা নিয়ে কিছুদিন ধরে গোলমাল চলছিল দুজনের মধ্যে। এরপর আজ সকালে অভিযুক্তের বাড়িতে যান নিহত। বাড়িতে গেলে আজ ফের ঝামেলা হয় দুজনের। তারপরই কাঠের তক্তা দিয়ে মীতেন্দ্রকে ব্যাপক মারধর করে অভিযুক্ত। ধৃতের দাবি, গোলমালের সময় মীতেন্দ্র পাসওয়ান তাঁর মাকে ধাক্কা দেয়। সেটা সহ্য করতে না পেরেই তিনি মারধর করেন।

দৃষ্টিহীনদের লাঠি দান, এক মানবিক উদ্যোগ নিল তারকেশ্বরের পরশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ জানুয়ারি ঃ অন্ধের যষ্টি একমাত্র সম্বল এই আত্মবাক্যকে মান্যতা দিয়ে দৃষ্টিহীনদের লাঠি দান করে তা বাস্তবে রূপায়িত করল তারকেশ্বরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'পরশ'। আর এই উদ্যোগে যথাযত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল লায়ন্স ক্লাব অব তারকেশ্বর। বাগদেবী সরস্বতীর বিজয়ার দিনে বেলা

১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তারকেশ্বরের পদ্মপুকুরে দৃষ্টি হীন মানুষজনদের লাঠি দান করে মানবিকতার পরিচয় দিলেন 'পরশ'-এর কর্ণধার ও সম্পাদক শম্পা ঘোষ । অনুষ্ঠানে ৪০ জন দৃষ্টিহীন মানুষের হাতে লাঠি তুলে দেওয়া হয় ও তাদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেন তারকেশ্বরের লায়ন্স ক্লাব । দৃষ্টিহীন মানুষেরা অন্ধের যষ্ঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশি। এছাড়াও তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি মায়া পুরকাইত সম্পাদক অরুন্ধতী চৌধুরী ডাইরেক্টর বীরেন পুরকাইত সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। 'পরশ'-এর সম্পাদক জানান, দৃষ্টিহীন মানুষদের নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান তারকেশ্বরে এই প্রথম । তিনি লায়ন্স ক্লাব অব তারকেশ্বর টাউন কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নেয়।

১ ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় বন্ধ জল সরবরাহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ হাওড়ায় বন্ধ থাকবে জল সরবরাহ। পদ্মপুকুর জলপ্রকল্প ও বি গার্ডেনে ইনটেক জেটিতে জরুরি মেরামতির জন্য আগামী বুধবার ১ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে পরের দিন বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টে পর্যন্ত গোটা হাওড়া শহরে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার সকাল ৬ টা থেকে শহরে জল সরবরাহ ফের স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। হাওড়া কর্পোরেশনের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

মহানগরী ঘুরে দেখলেন গঙ্গা বিলাস-এর যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিলাসবহুল প্রমোদতরী এম ভি গঙ্গাবিলাসে বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় ভ্রমণরত বিদেশী পর্যটকরা শনিবার সকালে কলকাতা ভ্রমণে বেরিয়ে কুমোরটুলি ঘুরে দেখলেন। বিশ্বের দীর্ঘতম এই নদীপথগামী প্রমোদতরী গত সন্ধ্যায় কলকাতার আই এম জেটিতে এসে পৌঁছায়। এম ভি গঙ্গা বিলাসে বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় ভ্রমণরত বিদেশী পর্যটকরা এদিন সকালে নগর ভ্রমণে বেরিয়ে মল্লিকঘাটের ফুল বাজারেও যান। হাওড়া ব্রিজও ঘুরে দেখেন তাঁরা। মহানগরীর নানা দৃষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখেন গঙ্গা বিলাস-এর যাত্রীরা।

তিলোত্তমায় কমতে পারে পারদ, থাকবে কুয়াশাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ও বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে মাঘ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই শীত উধাও। তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের থেকে ৪-৫ ডিগ্রি ওপরে ঘোরাফেরা করছে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমতে পারে তাপমাত্রা, ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রার পারদ। তবে, জাঁকিয়ে শীত পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সকালের দিকে কুয়াশাও থাকবে। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবারও তাপমাত্রা নতুন করে কমল না। বরং শহর ও শহরতলিতে গরম আরও বেড়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত তাপমাত্রার তারতম্য চলবে। তবে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে তাপমাত্রা আবার খানিকটা নামতে পারে। মিলতে পারে শীতের আমেজ। যদিও, জাঁকিয়ে ঠান্ডায় এ বছর এক রকম ইতি। রবিবার থেকে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে, তার পর আবার গরম বাড়বে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আবারও তাপমাত্রা একটু কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওড়ায় খুন গৃহবধূ, গ্রেফতার স্বামী ও জা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ হাওড়ায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন হয়েছে এক গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে নিহতের স্বামী ও জা-কে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম দীপালি মাঝি (২৪)। অভিযুক্ত স্বামীর নাম প্রত্যুষ মাঝি (২৮) এবং জা আমিমা মাঝি (৩৩)। অভিযোগ, প্রত্যুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল আমিমার। বিষয়টি জানতে পারেন স্ত্রী দীপালি। এই নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। শুক্রবার রাতে বিবাদ চরমে পৌঁছালে প্রত্যুষ তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। শনিবার এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নিহতের স্বজনরা এলাকায় ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্বামী প্রত্যুষ ও জা আমিমা মাঝিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এই দম্পতির পাঁচ বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাওড়ায় প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে রাজ্যপালের হাতেখড়ি বিতর্ক, অমর্ত্য সেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন সহ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলেন পুরমন্ত্রী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ আশির দশকের বাম বিরোধী আন্দোলনের সময়ে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া হাওড়ার দু'বারের কাউন্সিলর তথা দলের নেতা এবং পেট্রোলিয়াম সেক্টরের প্রয়াত সভাপতি তুষার সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শনিবার সকালে হাওড়া পুরসভায় আসেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। প্রয়াত নেতা তুষার সেনের মরদেহে মাল্যর্পণ করেন তিনি। তুষার সেনের প্রতি স্মৃতিচারণ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন, আশির দশকে আমরা যখন বিরোধী ছিলাম তুষার সেন তখন দু'বারের কাউন্সিলর ছিলেন। এবং তৎকালীন সময়ে হাওড়ায় বাম বিরোধী আন্দোলনে যে কয়েকজন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এই তুষারদা একজন ছিলেন। সেইসময় থেকেই ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। ওনার সঙ্গে বহুবার হাওড়ায় এসেছি। ওনার চলে যাওয়া দলের পক্ষে বড়ো ক্ষতি হল। এর পাশাপাশি এদিন ফিরহাদ হাকিম রাজ্যপালের হাতেখড়ি বিতর্ক, অমর্ত্য সেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন সহ এদিন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন পুরমন্ত্রী। অমর্ত্য সেনকে বিশ্বভারতীর চিঠি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা নিয়ে আমি আপনাদের বলছি একটা পাগল উপাচার্য। তাঁকে দয়া করে হাইলাইটস করবেন না। এটা শুধু অমর্ত্য সেনের অপমান হচ্ছেনা। সারা বাংলার অপমান হচ্ছে। অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। আপনারা যতবার করে মিডিয়ায় দেখাচ্ছেন ততবার করে বাংলা অপমানিত হচ্ছে। বাংলার গৌরব অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য নামটাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন। ওনার বাবার সঙ্গে গুরুদেবের একটা আলাদা সম্পর্ক ছিল। একটা ওই পর্যায়ের মানুষ যাঁকে সারা পৃথিবী ডাকছে তিনি শান্তিনিকেতনে থাকছেন নস্টালজিয়ার জন্যে, ছোটবেলার স্মৃতির জন্যে। যেহেতু তিনি বিজেপির মতবাদের সঙ্গে এক নন তাই ওই উপাচার্য অমিত শাহদের খুশি করার জন্য অমর্ত্য সেনের বিরোধীতা করছেন। রাজ্যপালের হাতেখড়ি বিতর্ক প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, কোনও বিতর্ক নেই। যারা বিতর্ক করে টিভিতে নিজেদের মুখ দেখাতে চায় তারা বিতর্ক করছে। এটার সঙ্গে কিইবা বিতর্ক আছে। একজন রাজ্যপাল তিনি নতুন এসে বাংলার ভাষা শিখতে চাইছেন। এতো অত্যন্ত আনন্দের। বাংলার পক্ষে তো অত্যন্ত আনন্দের। বাংলার কোনও মানুষ এটা নিয়ে বিতর্ক করছে না। জমি হারা বিজেপি তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছে। ভাবছে এই রাজ্যপাল বুঝি ওইদিকে চলে গেলেন। রাজ্যপাল না এদিকের না ওদিকের। রাজ্যপালের উচিত হচ্ছে সাংবিধানিক সীমার মধ্যে থেকে করা। আগের রাজ্যপাল সেটা করেননি। তাই ওরা ভাবছে যে রাজভবনটাকে কেন পার্টি অফিস করতে পারছি না। ধনকড়ের সময় ওটা বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে গিয়েছিল। বগটুই-কান্ডে আর্থিক সাহায্য নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর করা ট্যুইট নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা পাগলের কথা। এটা কখনো হয় ? মিড ডে মিলের টাকা আলাদাভাবে আসে। আলাদা অ্যাকাউন্টে থাকে। সেখান থেকে খরচা হয়। আর এটা রিলিফের টাকা। সেটা আলাদাভাবে যায়। সেটার সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক? রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, সরকারি কর্মচারীরা কেউ আন্দোলনে বসেনি, সিপিএমের যারা তারা বসেছেন। এটা নিয়ে সরকারের কিছু নেই। সরকার ঠিক চলছে। এবং সরকার তার সময়মতো সব কাজ করবে। হুক্কা বার প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা আমি আইনত দেখব। আদালত যেটা বলে তার উপর তো আমরা বলতে পারি না। কোর্ট হচ্ছে মাথার উপরে। হাওড়ার শ্যামপুর এবং নাজিরগঞ্জের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ওই দুই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। হাওড়া সিটি পুলিশ এবং গ্রামীণ পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। মদের ঠেক এবং জুয়ার ঠেক অবশ্যই তুলে দেওয়া উচিত এবং পুলিশকে সক্রিয় করা কোথায় কোথায় ঠেক চলছে। এখনই অভিযান চালিয়ে সব বন্ধ করা দরকার।

পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হল ডিজিটাল ক্লাসরুম জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি ঃ সরকার নানা ভাবে চেষ্টা করলেও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হু হু করে কমছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। যার বেশিরভাগ কারণ আর্থিক ভাবে সচ্ছল এবং একটু সচেতন বাবা মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বেসরকারি স্কুল গুলিতে ভর্তি করাতে বেশি উৎসাহী। তবে শহর বা শহরতলীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই সমস্যা থাকলে সম্প্রীতি গ্রামেগঞ্জে এইরূপ বেসরকারি স্কুলের ছড়াছড়ি। তাদের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অভিনবত্বে তারা টেক্কা দিচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিকে। এই অবস্থাতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুন আলোর দিশা দেখাতে এগিয়ে এসেছেন জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর রঘুনাথপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা। তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুলেছে ডিজিটাল ক্লাসরুম। ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এলইডি স্কিনের মাধ্যমে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন উত্তর রঘুনাথপুরের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকেরা। বেসরকারি স্কুলকে পাল্লা দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। সুন্দরবন অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এই স্কুলটি এভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ

এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, প্রযুক্তিগত এই ব্যবস্থা ভালো দিক। আমি আশা করি বিদ্যালয়ের এর এই উদ্যোগ অন্যান্য বিদ্যালয়গুলি ও এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। গ্রামগঞ্জের বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে আরও বহু পড়ুয়া সরকারি বিদ্যালয়মুখী হবে। এব্যাপারে উওর রঘুনাথপুর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাত্র- ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও বিদ্যালয়মুখী করতে আমরা এই ব্যবস্থা শুরু করি। আর এই ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের মধ্যে ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছে। আর পড়াশোনার প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়ায় খুশি অভিভাবকরা।

ডাকাতির ঘটনায় তদন্ত নেমে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ৪ উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৮ জানুয়ারি ঃ ডাকাতির ঘটনায় তদন্ত নেমে সুন্দরবন পুলিশের জালে গ্রেফতার ৪ দুস্কৃতী । দুস্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ জানুয়ারি মধ্যরাতে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত বাকুলতলা গ্রামে একটি বাড়িতে ৫ জন সশস্ত্র দুস্কৃতী বাড়িতে ঢুকে এবং বাড়িতে লুটপাট চালায়। সোনার গয়না ও নগদ বেশ কিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। এরপর পরিবারের লোকজনেরা ঢোলাহাট থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঢোলাহাট থানার পুলিশ । পুলিশ বাড়ির মহিলাদের বয়ান শুনে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত নেমে গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার হয় ৪ দুস্কৃতী। দুস্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র ও ডাকাতির সরঞ্জাম। এর পাশাপাশি উদ্ধার হয় সোনার গয়না ও নগদ টাকা। অভিযুক্তদের নাম ইদ্রিস মোল্লা, আয়নাল হক, সইফুদ্দিন গাজী, রউফ আলী মোল্লা। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের শনিবার কাকদ্বীপ মহকুমার আদালতে পেশ করা হয়েছে ঢোলাহাট থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের গতিপ্রকৃতি এগোতে চায় ঢোলাহাট থানা পুলিশ। ধৃতদের কে জিজ্ঞাসা করে এই ঘটনার সঙ্গে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানতে চায় পুলিশ। এই বিষয় মন্দিরবাজারের এসডিপিও বিশ্বজিত নস্কর জানান, ২ জানুয়ারি ঢোলাহাট থানা এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঢোলাহাট থানার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতার করা হয় দুস্কৃতীদের। দুস্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র এছাড়াও উদ্ধার হয় নগদ টাকা ও সোনার গয়না। নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে যারা গিয়েছে ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে পাঁচজন দুস্কৃতী। ধৃতদের এদিন আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানা যাবে।

ভাঙড়ে ভাঙা কার্যালয় পরিদর্শনে ফরেনসিক দল

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভাঙড়ের হাতিশালায় ফরেন্সিক টিম। তৃণমূল আইএসএফের খণ্ডযুদ্ধের ঘটনায় ধ্বংসস্তূপ খতিয়ে দেখছেন ফরেন্সিক টিমের বিশেষ সদস্যদল। ২১ জানুয়ারি তৃণমূল ও আইএসএফের ঝামেলায় তৃণমূলের তিনটি পার্টি অফিস ভাঙচুর ও একটু পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে আইএসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের। ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত। সেই ঘটনার পরিপেক্ষিতে এদিন হাতিশালায় ফরেন্সিক টিমের বিশেষ দল এসে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন। পাশাপাশি পুড়ে যাওয়া পার্টি অফিস ও ভেঙে যাওয়া পার্টি অফিস থেকে নমুনা সংগ্রহ করলেন। পাশাপাশি এদিন আশেপাশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করছেন কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানার বিশেষ তদন্তকারী অফিসাররা। অন্যদিকে, অতিক্রান্ত অনেকটা দিন, চাপা উত্তেজনা এখনও রয়েছে। পুলিশি ধরপাকড়ও অব্যাহত। গত ২১ জানুয়ারি ধর্মতলায় পুলিশের সঙ্গে আইএসএফ কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নওশাদ সিদ্দিকির দলের আরও এক কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার গভীর কলকাতা পুলিশের একটি দল কাশীপুর থানায় আসে। সে দিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে গ্রেফতার করা হয় মাঝেরহাট এলাকার বাসিন্দা আরাবুল মোল্লাকে। সব মিলিয়ে, ভাঙড় এখনও থমথমে। এদিকে, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আগামী সোমবার ভাঙড়ে প্রতিবাদ মিছিল করার পরিকল্পনা করেছিল সিপিএম। কিন্তু প্রশাসনের তরফে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হল না।

চিন থেকে ব্যবসা গোটাচ্ছেন শিল্পপতিরা

বেজিং, ২৮ জানুয়ারি ঃ জিনপিংয়ের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ। চিন থেকে ব্যবসা গোটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বেজিং ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন বহু বিত্তশালী মানুষজন। লক্ষ্য একটাই, অন্য দেশে স্বাধীন জীবনযাপন। একধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনই চাঞ্চল্যকর খবর। গত দু'বছর ধরে প্রযুক্তি শিল্প, আবাসন শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কড়াকড়ি বেড়েছে। যা চিনের ব্যবসায়ীর মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। সিঙ্গাপুর পোস্টের দাবি, তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর থেকেই জিনপিংয়ের অত্যাচার আরও বেড়েছে। যার জেরে বহু ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিত্তশালীরা চিন ছেড়েছেন। নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ ও হেনলে পার্টনারের যৌথ রিপোর্ট বলছে, ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তি চিন ছেড়েছে। প্রায় ১০ হাজার ৮০০ জন। স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্য চিন্তা বেড়েছে চিন প্রশাসনের। বেজিং সূত্রে খবর, করোনা কাল কাটিয়ে ওঠার পর থেকেই চিনের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা বেড়েছে। একদিকে সে দেশের রপ্তানি নিম্নমুখী। তো অন্যদিকে মুদ্রাস্ফিতী কমলেও চিন্তা বাড়িয়েছে ব্যাংকের ঋণনীতি। পড়েছে সম্পত্তি কেনাবেচাও। এমনকী, খুচরো বিক্রিও কমেছে অনেকটা। অভিযোগ, সে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের এহেন অবস্থার জন্য দায়ী জিনপিং সরকারের কঠোর নীতি। বলা ভাল, তার স্বৈরাচার। প্রসঙ্গত, চিনা কোটিপতি এবং আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা চিন ছেড়েছেন। শি জিনপিং প্রশাসনের নয়া ব্যাংক নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর থেকেই কোণঠাসা ছিলেন জ্যাক। ২০২০ সালের অক্টোবরে সাংহাইয়ে চিনা সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। আসলে মার্কিন মুলুকের 'দ্য এপ্রেনটিস' টিভি শো'র আদলেই জ্যাক মা চালু করেছিলেন 'আফ্রিকা'স বিজনেস হিরোজ' নামে একটি অনুষ্ঠান। শোয়ের বিচারকের আসনেও দেখা যেত তাঁকে। সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই বিপত্তি। শুধু জ্যাক মা নন, একই কারণে দেশ ছেড়েছেন বহু ব্যবসায়ী।

রাজ্যের প্রতিটি সংশোধনাগারের ইতিহাস তুলে ধরার উদ্যোগ নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ আলিপুর জেলের অনুকরণে রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি সংশোধনাগারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন জেলে বন্দি থাকা বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী, নানা নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ একত্রিত করে তা সংরক্ষণ করা হবে বলে রাজ্যের কারা দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারা দফতর সূত্রে জানা গেছে বিভিন্ন জেলে বিপ্লবীদের তালিকা খুঁজে বার করা হচ্ছে। তাঁদের জীবন-কাহিনীকে তুলে ধরা হবে জেল চত্বরের বিশেষ সংগ্রহশালায়। পাশাপাশি যে সব সেলে তাঁরা বন্দি ছিলেন সেখানে তাঁদের নামাঙ্কিত ফলক লাগানো হবে। নথিপত্র সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

চা সুন্দরী প্রকল্পে আবাসন নির্মাণে জেলাশাসকদের নির্দেশ মুখ্যসচিবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি ঃ চা সুন্দরী প্রকল্পের আওতায় উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের আবাসন নির্মাণের কাজে গতি আনতে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদী গতকাল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে চা সুন্দরী প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। সেখানে তিনি কোথায় কত সংখ্যক আবাসন নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে তা চাহিদা অনুযায়ী খতিয়ে দেখার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পে এখনো পর্যন্ত ১১৭১ টি বাড়ি তৈরি হয়েছে প্রতিবারের জন্য খরচ হয়েছে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। তবে দার্জিলিংয়ে চা বাগান এলাকায় প্রকল্পের আওতায় এখনো কোনও বাড়ি তৈরি না হয় মুখ্য সচিব ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২০ সালে চা শ্রমিকদের পাকা বাড়ি তৈরি করে দিতে চা সুন্দরী প্রকল্প চালু করেছিল। চা সুন্দরী প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের চা বাগানে ৩,০০০টি বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের অধীনে, চা শ্রমিকদের মধ্যে ভর্তুকি হারে রেশন বিতরণ করা হয়। প্রতিটি আবাসিক ইউনিটে দুটি ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা রয়েছে। এই একতলা ইউনিটগুলির আচ্ছাদিত এলাকা ৩৯৪ বর্গফুট এবং খরচ প্রায় ৫.৪৩ লক্ষ টাকা ।

এখনই অভিযান চালিয়ে সব মদ জুয়ার ঠেক বন্ধ করা দরকারঃ ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ এখনই অভিযান চালিয়ে সব মদ জুয়ার ঠেক বন্ধ করা দরকার। নাজিরগঞ্জের ঘটনা নিয়ে হাওড়ায় বললেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবারই দুপুরে ধৃতদের তোলা হয় হাওড়া আদালতে। হাওড়ার নাজিরগঞ্জে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুই মূল অভিযুক্ত শিবা ছেত্রী এবং শত্রুঘ্ন রজককে শনিবার হাওড়া আদালতে নিয়ে তোলা হয়। আদালত ধৃতদের বিরুদ্ধে ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু করেছে নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেঃেদ্রর পুলিশ। প্রসঙ্গত হাওড়ার নাজিরগঞ্জে খুন হন রবি রাই (৪৫) নামের এক মাঝবয়সী এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, এলাকায় মদ ও জুয়ার প্রতিবাদ করার জন্যই তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় পাড়া প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এই ঘটনায় দুজনকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। তারপর তাদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ শুক্রবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শনিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শনিবার সকালে হাওড়ায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, হাওড়ার শ্যামপুর এবং নাজিরগঞ্জের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। হাওড়া সিটি পুলিশ এবং গ্রামীণ পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। মদের ঠেক এবং জুয়ার ঠেক অবশ্যই তুলে দেওয়া উচিত এবং পুলিশকে সক্রিয় করা কোথায় কোথায় ঠেক চলছে। এখনই অভিযান চালিয়ে সব বন্ধ করা দরকার।

কাকদ্বীপে দলীয় কর্মসূচিতে এলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার দুপুরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের অনুরোধে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার বাবুজি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈরাগীর চকে এলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। সেখানে দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠকের পর দুপুরে ওই বৈরাগীর চক পাত্র পাড়ায় দলীয় কর্মী বিশ্বনাথ হালদারের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকায় জনসংযোগে জোর দিয়েছে বিজেপি। আর সেই কারণেই বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। এদিন বিজেপি নেতাকে কাছে পেয়ে নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন দলের কর্মীরা। দিনের

পর দিন কিভাবে তৃণমূলরা তাদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে সেই খতিয়ান তুলে ধরলেন বিজেপি সমর্থকরা। বিজেপি সমর্থকদেরকে নিয়ে ওই এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে রাহুল সিনহা। সেখানে কিভাবে তারা তৃণমূলের দ্বারা বঞ্চিত নির্যাতিত হয়েছেন তা সরজমিনে ক্ষতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে কথা বলেন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান বঞ্চিতদের নির্ভুল তালিকা তৈরি করে দলীয়ভাবে তাদেরকে দিতে। এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে যাতে সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত না হয় সেই চেষ্টা করবেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫৯ সংখ্যা, রবিবার, ১৪ মাঘ, ১৪২৯

হাতে খড়ি

রাজ্যপাল বাংলা ভাষা শেখার জন্য রাজভবনে হাতে খড়ি দিয়েছেন সেই নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল আনন্দ বোস বাংলা শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ দেখি য়েছেন। তাই তিনি রাজভবনে হাতে খড়ির অনুষ্ঠান করেন। সেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দল নেতাকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাজ্যপাল সরকারের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। সরকারের কোনও সমালোচনা তিনি করছেন না বলেই বিরোধী দলের লোকেদের গোঁসা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যপালের নির্দেশে এবং তাঁর নামে সরকার চলে। তাহলে তিনি কীভাবে নিজের পরিচালিত সরকারে সমালোচনা করবেন তা কোনও ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের হাতে খড়িকে নিয়ে এখন প্রথম পাতার খবর হতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হলে বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যপালকে এবার দিল্লিতে গিয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি দিল্লিতে একটি বাংলা স্কুলে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং 'পরীক্ষা মে চর্চা'য় অংশ গ্রহণ করেন। আসলে যে ধরনের সব কিছুতে রাজনৈতিক দলের নেতারা রাজনৈতিক গন্ধ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সবাই চমকে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বিরোধী দলের নেতা থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতারা যদি গ্রামে গিয়ে কারোর বাড়িতে পাত পেড়ে খায় সেটাও এখন খবর হয়ে যায়। গ্রামীন মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারা এখন সংযোগ রাখতে শুরু করেছে। সমানে আসছে পঞ্চায়েত ভোট। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা এখন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। শাসক দলের নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দূত হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনতে হবে এবং তার সমাধানের পথ তৈরি করতে হবে। দিদির দূত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে সাধারণ মানুষের সমস্যা কথা জানার চেষ্টা করছেন। শাসক দলের নেতাদের এখন বিক্ষোভর মুখে পড়তে হচ্ছে। তার কারণ তারা বহু স্থানে একবার মুখ দেখায় নি। দিদির কথানুসারে এখন তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনতে শুরু করেছে। বিরোধী দলের নেতারা বলতে শুরু করেছে পঞ্চায়েত ভোট আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তাদের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করতে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এবারেও অধিক আসন লাভ করবে। এবং বিরোধী দলের নেতারা পরাস্ত হবে। বিজেপি দল বাস্তবে এখন শক্তিশালী সংগঠন গড়তে পারেনি। গ্রামে বিজেপি দলের সংঠন শক্তিশালী নয়। গ্রামে কোনও সংগঠন তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস দল গ্রামে সংগঠন তৈরি করেছে। এবং তাদের গ্রামীন সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন কীভাবে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি জনসংযোগ বৃদ্ধি করেই বাম দলকে পরাস্ত করেছিলেন। কেউ কোনও দিন ভাবতে পেরেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাম দল সরকার থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। সেই সময়ে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম নিয়ে যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী মহল বাম দলের পক্ষ ছেড়ে তৃণমূলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে সরকার যে দ্রুত পতন ঘটবে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত সংবাদপত্রগুলি তখন বাম বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। এর একটি মাত্র কারণ যে বাম দল দীর্ঘকাল ধরে সরকারের থেকে কোনও সংশোধন করতে পারেনি। বাম দলের নাম করে একদল দুস্কৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তাদের হাতেই স্থানীয় এলাকা শাসন করার অধিকার চলে যায়। কৃষক এবং শ্রমিকদের সমর্থন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম দল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারপরে সেই বাম দল শিল্পনীতি গ্রহণ করে জমি দখল করে কৃষক এবং শ্রমিকদের উচ্ছেদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৃষকদের তারা বোঝাতে পারেনি কেন জমি প্রয়োজন। শিল্প হলে কী ধরনের উন্নতি লাভ করবে পশ্চিমবঙ্গ তা বোঝাতে বাম দলের নেতারা অক্ষম হয়েছিল। তারা পুলিশ দিয়ে শাসন করতে গিয়েছিল। সিঙ্গুরে এবং নন্দীগ্রামে কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল.। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি সময়ে বলেছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ যাবে না। সেই কথাকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্প গড়ার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যদি বিকল্প জমি দিয়ে কৃষকদের শান্ত করতে পারতেন তাহলে কিন্তু বাম সরকারের পতন হতো না। কিন্তু তিনি গোঁ ধরে জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে বাম সরকারের পতন ডেকে নিয়ে আসেন। বাম সরকার যাদের সমর্থন নিয়ে রাইটার্সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তারা বাম দলের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে সামনে একটি রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরে আস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করতে শুরু করলো। গ্রামের অসহায় মানুষের সমর্থন পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বাম দলকে পরাস্ত করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করলো। সেই বাম দল এবারে আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু মানুষ বাম দলকে সরকার তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিল। সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছে এবং বাম দলের সমর্থকেরা একটি সময়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। আজকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কৌশলের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দল পেরে উঠছে না। প্রধানমন্ত্রী মোদি বাংলায বিজেপি দল কোনও অবস্থায় রয়েছে তার খবর তিনি রাখেন। সেই কারেণ তিনি কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করতে চান না। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বহু প্রকল্পকে সমর্থন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের কোনও শক্তিশালী নেতা নেই যিনি দলটাকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। বিজেপি দলের এতদিন ধরে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে পারেনি। শক্তিশালী শাখা অফিস খুলতে পারেনি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, তারাপীঠের মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন।

প্রাণবন্ধু চিকিৎসক আবিস্কারক প্রয়াত দিলীপ মহলানবিশ সম্মানিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

কথা উঠতে শুরু করেছিল যে ভারতের একজন বিশ্ব প্রাণবন্ধু চিকিৎসক এবং আবিস্কারক দিলীপ মহলনাবিশকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। এই কথা যখন উঠতে শুরু করেছিল এবং তা নিয়ে নোবেল কমিটিতে যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কলকাতাপ্রেমী দিলীপ মহলানবিশ। তার ফলে তাঁর আর নোবেল পাওয়া যায়নি। মনে রাখতে হবে নোবেল পুরস্কার কিন্তু মরনোত্তর হয় না। কিন্তু ভারত সরকার এবারে সেই মানবতার পুজারি আবিস্কার চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশকে 'পদ্মবিভূষণ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যা দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান। তিনি ওআরএসের সাহায্যে বাংলাদেশের বিপুল কলেরায় আক্রান্ত শরনার্থীদের জীবনকে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশ সীমান্তপার হয়ে বনগাঁ অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কলেরা মহামারি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ আবিস্কার করে ফেলেন ওআরএস। নুন চিনির জলের বিকল্প পানীয় যা খেলে পেটের ব্যথা থেকে শুরু করে কলেরা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। বাঙালি চিকিৎসক বিজ্ঞানী যখন এই ওআরএস আবিস্কার করেছিলেন তখন কিন্তু সেই ওযুধকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু স্বীকৃতি না দিলে তিনি কিন্তু ওআরএস প্রয়োগ করতে পিছু পা হননি। তিনি সেই সময়ে সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে পেটের রোগীদের ধরে ধরে ওআরএস খাওয়াতে শুরু করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ টেলিভিশন সংস্থা এই ওআরএস নিয়ে দিলীপ কুমারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল। সেই সাক্ষাৎকার সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তারপরে বিশ্ব চিকিৎসক মহল ওআরএসকে স্বীকৃতি দিতে থাকলেতখন বাধ্য হয়ে হু তাকে স্বীকৃতি দেয়। আজকে উত্তর গোলার্ধর্ব থেকে শুরু করে দক্ষিণ গোলার্ধের্ব প্রতিটি মানুষ ওআরএস ব্যবহার করছে। প্রচারের আলোয় দিলীপ মহলানবিশ থাকেননি। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে খুঁজে বের করেছে এবং যোগ্য সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছে। মোদি সরকার তাঁকে সম্মান দিয়েছে। বারবার প্রচারবিমুখ দিলীপ মহলানবিশকে পদ্মবিভূষণ বেছে নেওয়াতে আজ বাংলা খুবই গর্বিত। এবারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে টোটো ভাষা ভাষার সংরক্ষক ধনীরাম টোটো সারিন্দা বাদক মঙ্গলাকান্তি রায়ও প্রচারের আলোতে ছিলেন না। তাঁরাও এবারে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। দুইজনই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির মানুষ। ধনীরাম টাটো ভাষাবিদ না হলে তিনি টেটো ভাষাকে সুরক্ষিত করতে লিপি তৈরি করেছেন। আর মঙ্গলাকান্তি রায় সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে তা থেকে পাখির ডাক বাজিয়ে চলেছেন। তিনি পাখির ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বহু অজানা পাখির ডাক তাঁর সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রে থেকে আজও শুনতে পাওয়া যায়। আন্দামানে জারোয়া জনজাতির সঙ্গে কাজ করার জন্য চিকিৎসক রতনচন্দ্র করকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে জারোয়াদের হামের হাত থেকে তিনি জারোয়াদের রক্ষা করেছিলেন। হামের রোগ বিস্তার করলে জারোয়াদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। পশ্চিমবঙ্গের নকশী কাঁথার শিল্পী প্রীতিকণা গোস্বামীকে পদ্মশ্রী দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। নকশী কাঁথা লোক শিল্পের একটি অংশ। বাংলায় নকসী কাঁথা শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। লোক শিল্পের অঙ্গ হিসাবে এই নকসী কাঁথা গড়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির ধনীরাম টোটো বংলায় একটি উপন্যাস লিখে ছেন তার নাম 'দয়ামায়া নদীর তীরে'। এই উপন্যাসে প্রথম টোটো জনজাতির কথা তুলে ধরা হয়। তাঁর মাধ্যমিকের পর আর পড়াশুনা হয়নি। টোটো ভাষার ইয়াওয়া বর্ণমালা তিনি তৈরি করেছেন।

পেটের রোগ হলে তার থেকে রেহাই পেতে গেলে একটি মত্র উপায় হচ্ছে ঘড়ি ধরে ক্রমাগত ওআরএস খাওয়ানো। নুন চিনির জল। এই জল খাওয়ালে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব তা হাতেনাতে প্রমাণ দিয়েছিলেন দিলীপ মহলানবিশ। সিসেলি উইলিয়াম এর কর্মকাণ্ড ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল ছিল কুইন ইলিজাবেধ হসপিটালের ইতিহাসের পাতায়। তারপরে যে নাম এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন দিলীপ মহলানবিশ। সিসেলি কাজ করেছেন ঘানাতে। আর দিলীপ মহলানবিশ কাজ করেছেন বাংলায়। উন্নয়শীল দেশে উভয়ই কাজ করেছেন উন্নতির জন্য। স্বাস্থ্যকে জীবনকে সুরক্ষিত করার উপায় পদ্ধতি বের করেছেন। নুন চিনি মিশ্রিত জল খাইয়ে ১৯৭১ সালে বনগাঁ উদ্বাস্তু শিবিরে মৃত্যুহার কমিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্যালাইন যেখানে কম পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে দিলীপ মহলানবিশ ওআরএসকে ব্যবহার করেছেন। কাতারে কাতারে লোক কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছিল। স্যালাইন এত কোথায় পাওয়া

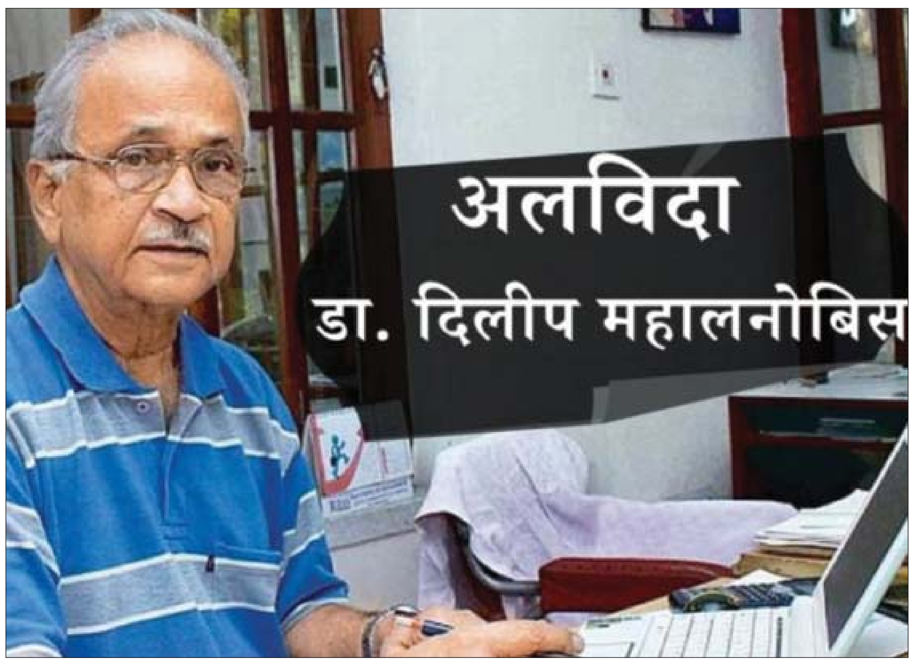

যাবে? স্যালাইনের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। দিলীপ মহলানবিশ বিকল্প পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেললেন। স্যালাইন ছাড়া তিনি মানষুকে জীবনকে রক্ষা করতে লাগলেন ওআরএস দিয়ে। যখন তিনি ওআরএস দিয়ে জীবনকে রক্ষা করার ব্রতী তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিনিধি পাঠালো বনগাঁ সীমান্তে। এই প্রতিনিধি দল এসে লক্ষ্য করলেন যে দিলীপ মহলানবিশ অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি কলেরার হাত থেকে শরনার্থীদের রক্ষা করতে পেরেছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেসন তাদের বুলেটিনে লিখল, জনস্বাস্থ্যে একটি ধ্রপদী অনুশীলন শুরু হয়েছে যেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেছে দ্বিধা দ্বন্দ্বকে দূর করে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক জার্নাল 'দ্য লানসেট' ওআরএসকে স্বীকৃতি দিল। সেখানে বলা হল বিংশ শতাব্দীর সেরা আবিস্কার হচ্ছে ওআরএস। উন্নত দেশগুলিকে এর গ্রহণ যোগাত্য তখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর ব্যবহার ব্যাপক হারে হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি করে পোটের রোগ দেখা দিত। সেই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায় ছিল ওআরএস পান করা। ঘনঘন ওআরএস পান করতে পেটের রোগ একেবারে নির্মূল যায় সেটা পরীক্ষিত। পরে উন্নত দেশগুলিও আই ওআরএসকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করলো। কলকাতার হপকিন্স ইউনির্ভাসিটি ইন্টারন্যাশনাল সেনচার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করেছেন ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। এখানে কাজ করা কালীন তিনি এই ওষুধ আবিস্কার করার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে ছিলেন। পেটের রোগী ভর্তি হলেই তিনি নুন চিনি মিশ্রিত জল পান করাতেন রোগীকে। তার ফলাফল তিনি একটি খাতায় লিপিব্ধ করে রাখতেন। প্রথম দিনের রোগী অবস্থা কী রকম ছিল এবং তারপরে কী রকম অবস্থা হল তা লিখিত আকারে রেখে দিতেন। সেইগুলির ওপরে ঘনঘন চোখ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যদি নুন চিনি মিশ্রিত জল আবিস্কার করা যায় তাহলে কিন্তু কলেরা রোগের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন রিহাইড্রেশন থেরাপি ইন ডায়ারিয়া। যা স্থান পেয়েছিল থার্ড নোবেল কনফারেন্সে। ১৯৮৩ সালে দিলীপ মহলানবিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউ এইচ ও) ডায়ারিয়াল ডিজেজেস কন্ট্রোল প্রোগ্রামের সদস্য কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন পাঁচ বছর। জল-নুন-চিনি মিশ্রণের কার্যকারিতা বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার দিকে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং সেই কাজে তিনি সফলতা লাভ করেন। সেই সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাক্তার ধীমান বড়ুয়া এবং মাইকেল মারসন এর কাজে অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। মাইক মারসনের বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ডায়ারিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে একজন গবেষণায় লব্ধ শিশু চিকিৎসক খুবই প্রয়োজন। কুইন এলিজবেথ হাসপাতালের রেজিস্ট্রার হিসাবে এবং বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করে জীবন রক্ষা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। যারা এক সময়ে এই ব্যাপারটাকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং দিলীপ মহলানবিশের আবিস্কারকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তারা পরবর্তী কালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলে বিশ্বের সবচেয়ে জীবন রক্ষাকারী পথ্য হল ওআরএস। ১৯৯৬ তে মহলানবিশ বাংলাদেশে ছয় সাত বছর কাজ করেছিলেন সেন্ট্রা ফর হেলথ অ্যাণ্ড পপুলেশন রিসার্চ এর ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর হিসাবে। তারপরে তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

১৯৩৪ সালে ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন দিলীপ মহলনাবিশ। এবারে চলে এসে প্রথমে বরাহনগরে তারপরে শ্রীরামপুরে থাকতেন। তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। হেয়ার স্কুলে পুনর্মিলন পত্রিকাতে (২০১৫-২০১৬) পত্রিকাকে দেখতে পাওয়া যায় যে দিলীপ মহলানবিশ এই স্কুল থেকে ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। পুনর্মিলন কমিটির সভাপতি তিনি হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির থেকে আইএসসি পাশ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। ১৯৬১ সালে রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যাণ্ড সার্জেন্স থেকে এমআরসিপি পাশ করেন। ১৯৬২ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন। পার্ক স্ট্রিটে ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ যোগ দিলেন। শুরু করলেন তাঁর গবেষণা। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে শিশুদের পেটের রোগ থেকে রক্ষা করতেই হবে। শিশুরা বেশি করে আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে পেটের রোগে। এর হাত থেকে যদি শিশদের রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহলে বিশ্বের মানব সভ্যতার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। মানব জীবনকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দিলীরপ মহলানবিশ। আজীবন সেই কর্তব্য থেকে একেবারে সরে আসেননি। ঢাকার কর্মজীবনের শেষে ১৯৯৬ সালে কলকাতায় স্থাপন করলেন সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ। সোসাইটির অফিস ছিল কাঁকুড়গাছিতে। পরে সেটা চলে যায় সল্টলেকে। প্রায় সময়ে তিনি আলোচনা করতেন যে নবজাতক শিশুদের গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসার পথে মারা যাওয়ার ঘটনাকে কীভাবে রক্ষা করা সম্ভব। এই নিয়ে তিনি সবার মতামতে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ইউনিসেফের সাহায্য নিয়ে পুরুলিয়াতে প্রথম নবজাতক কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলেন। সেখানে 'পুরুলিয়া মডেল' খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। ২০০৬ সালে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ইউনিসেফ বিশ্ব জুড়ে ৫০টি ঘটনাকে চিহ্নিত করেছিল গর্ব করার মতো কাজ হিসাবে তার মধ্যে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে গড়ে ওঠা সদ্য নবজাতক শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রটি স্থান লাভ করে। ১৯৫২ সালে গ্লুকোজ ইলেক্ট্রোলাইটের মিশ্রণ খাইয়ে কলোরা রোগের চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ২০২২ সালে লেডি ব্রেবোন কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপিকা স্ত্রী জয়ন্তী মহলানবিশ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। স্ত্রীর মৃত্যু তাঁর মনকে বেশি করে আঘাত দিয়েছিল। মাত্র চার বছর আগে তাঁর স্ত্রী এবং তিনি যৌথভাবে এক কোটি টাকা দান করেছিলেন পার্ক সার্কাস ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথকে।

আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল ২৭ জানুয়ারি জন্ম দিন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পালের ১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি ১৩৫ তম জন্মদিন ছিল। জাপানের ইতিহাসে বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। জাপানের বন্ধুখ্যাত এই বিচারপতির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিচারপতির বাস্তুভিটা কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাকিলাদহে বিচারপতি রাধা বিনোদ পাল মডেল স্কুলে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মধুরাপুর ইউনিযনের 'মৌজা সালিমপুরের' অধীন তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন রাধা বিনোদ পাল। এলাকাটি বর্তমানে জজপাড়া নামে পরিচিত। তার বাবা বিপিন বিহারি পাল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। কুষ্টিয়া হাইস্কুলে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯০৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেনসিয়াল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে গণিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করেন ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ, অক্ষশক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে নুরেমবার্গ এবং টোকিওতে দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। হিটলারের মন্ত্রিপরিষদ এবং যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিচার করা হয় নুরেমবার্গে। এছাড়া জাপানের সমরবিদ জেনারেল হিদেকি তোজোর বিচার করা হয় টোকিও ট্রাইব্যুনালে। টোকিও ট্রাইব্যুনালের অন্যতম প্রধান বিচারপতি ছিলেন ড. রাধা বিনোদ পাল।বিচারের একপর্যায়ে রাধা বিনোদ পাল বাদে অন্য সব বিচারপতি জেনারেল তোজোকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য বিচারপতির ধারণা ছিল, বিচারপতি পালও মিত্রশক্তির পক্ষে অনুগত থাকবেন। কিন্তু বিচারপতি রাধা বিনোদ পালের ৮০০ পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক রায় মিত্রশক্তি এমনকি বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আইনের শাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বিচারপতি পাল পূর্ববর্তী রায়কে বিতর্কিত প্রমাণ করে যুক্তি দেন।এ কারণে রাধা বিনোদ পালকে জাপানিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। মাত্র কয়েক বছর আগে জাপানি প্রধানমন্ত্রী 'মিস্টার আবে' (যিনি বর্তমান জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের বাবা) কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি রাধা বিনোদ পালের ছেলেকে সমগ্র জাপানের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। জাপানের রাজধানী টোকিওতে তার নামে রাস্তা এবং কিয়োটো শহরে তার নামে রয়েছে জাদুঘর ও স্ট্যাচু। বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল মডেল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা যেন তাকে ভুলে না যাই এজন্য তার নামে বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল মডেল স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এই বিদ্যালয়েই আমরা ছোট পরিসরে তার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজন করে থাকি। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাসী আজ যে সকল মহান ব্যক্তিদের কারণে আমাদের দেশকে স্মরণ করে রেখেছে, রাধা বিনোদ পাল তার মধ্যে একজন। বিশ্বের ইতিহাসে এমন মহান ব্যক্তি খুব কমই রয়েছে। মহান স্মৃতি রক্ষার্থে কাজ করতে হবে এবং বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে তার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার দাবিও জানান। আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পালের পৈতিক নিবাস কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার কাঁকিলাদহে। রাধাবিনোদ যখন তিন বছর বয়সে পৃথিবীর উপর আশ্রয় নির্ভর করতে শুরু করেছেন, তখনই বাবা বিপিনবিহারী সন্ন্যাসব্রত নিয়ে সংসারত্যাগী হন। মা মগ্নোময়ী দেবী তার দুই মেয়ে আর একমাত্র ছেলে রাধাকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেন। বাবার ভালোবাসা তাকে স্পর্শ না করলেও তিনি বড় হতে থাকেন মায়ের দীর্ঘশ্বাসভরা আত্মবিস্মৃত বুকের ব্যথা চাপা ভাবগাম্ভীর্যে, অনাহূত আদর আর ঠাকুর দাদা ফ্যালান চন্দ্র পালের আশীর্বাদ ও স্নেহের উষ্ণ ছাঁয়াতে। সংসারের অভাব আর দারিদ্র্য মোকাবিলা করতে গিয়ে মমতাময়ী মা অন্যের কাজে শ্রম খেটে যখন দিনাতিপাত করছেন, তখন সেই জোয়ারে পাল তুলতে গরু চরানোর কাজে সময় ব্যয় করতেন রাধা। বাড়ির পাশে পাঠশালা থাকায় প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘন অরণ্যে গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে রাধা স্কুল ঘরের খোলা জানালা দিয়ে মনোনিবিষ্ট করে ক্লাসের পাঠ্যক্রম শ্রবণ করতেন।একদিন শহর থেকে স্কুল পরিদর্শক এলেন পাঠশালার লেখাপড়ার অবস্থা দেখতে। ক্লাসে এসে ছাত্রদের কাছে পাঠ্যক্রমের বিষয় সম্পর্কে জানতে একে একে প্রশ্ন করতে থাকেন

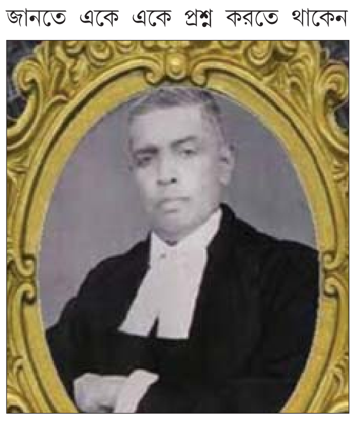

ছাত্রদের। কিন্তু ছাত্ররা উত্তর দিতে অপারগ হয়ে নিশ্চুপ ছিল। সে সময় রাধাবিনোদ পাল সে অবস্থা বেশি সময় সহ্য করতে না পেরে স্কুল পরিদর্শককে বলেন, 'স্যার আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর জানি।' বালকের সাহস দেখে চমকে উঠেন পরিদর্শক। বললেন, তোমার নাম কী? তুমি কী করো? রাধা বলেন, স্যার আমরা খুবই গরিব, তাই পড়ার সময় ও সাধ্য নেই। পরিদর্শক সাহেব বালকের অনর্গল প্রশ্নের উত্তর শুনে আরও আশ্চর্য হলেন। পরিদর্শকের অনুমতি ও ঈমান আলী পণ্ডিতের বদান্যতায় তার পাঠশালার পাঠ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এরপর তার লেখাপড়া একতালে চলেনি নানা কারণে তা বিঘ্নিত ব্যাহত হয়েছে। এবারে পাঠশালার পাঠ চুকিয়ে নতুন স্কুলে ভর্তির জন্যে যেতে হয় নতুন আশ্রয়ে দূরগ্রামে মাসির বাড়িতে সেকালের চুয়াডাঙ্গা মহকুমার আলমডাঙ্গা থানার মোড়ভাঙ্গা গ্রামে। এই কঠিন দুর্যোগে মা মগ্নময়ী রাধাবিনোদকে শুধু আগলেই রাখেননি, তার চোখে বুনে দিয়েছিলেন লেখাপড়া শিখে বড়ো হওয়ার মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন। কোথা থেকে যেন এই নিরক্ষর গ্রাম্যরমণী সেকালের স্বনামধন্য বাঙালি পুরুষ বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছিলেন। ছেলে গুরুদাসের মতো হাইকোর্টের বিচারক হবেন, এই ছিল তার অন্তরের একান্ত বাসনা। তাই নিরক্ষর নিঃসম্বল জননীই ছিলেন তার একমাত্র ভরসা, প্রেরণা ও দিশারি।ড. রাধাবিনোদ পাল প্রসঙ্গে ড. আবুল আহসান চৌধুরী যথার্থ বলেছেন, 'উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো বটে, কিন্তু রাধাবিনোদ কীভাবে কোন পরিবেশ থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা বোঝা ও বোঝানোর জন্যে এই বিবরণ অত্যন্ত জরুরি ও প্রাসঙ্গিক এবং প্রেরণামূলক দৃষ্টান্তও।' অতএব এরপর কাহিনী বর্ণনায় এমন যে, মোড়ভাঙ্গা গ্রামের আশ্রয়দাতা বড়লোক মেসোমশাই কেদারনাথ পাল তার ছেলে (রাধাবিনোদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট) কৃষ্ণবন্ধুকে ভর্তি করান কুমরি এম ই স্কুলে, তখন রাধাবিনোদের বয়স ১১ বছর। এই স্কুল থেকেই তিনি চার টাকা বৃত্তি পেয়ে এমই পরীক্ষায় পাশ করেন প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে প্রথম হয়ে। এরপর ভর্তি হন সেকালের খুব নামকরা শহুরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়া হাইস্কুলে। তার অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার গুণে তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের নদীয়া জেলার ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্, বিশিষ্ট লেখক ও 'জাতক'-এর অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষের বিশেষ মনোযোগ ও আনুকূল্য লাভ করেন। কুষ্টিয়ায় পড়ার সময়ে রাধাবিনোদ কমলাপুর জিয়ারোখির বিশিষ্ট জমিদার রামচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়িতে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, যিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুজ ঈশানচন্দ্র (ঘোষ) বিদ্যানিধির জামাতা। কিন্তু এখানে বছর দুই পড়ার পর শরীর টিকতে চাইল না। এদিকে কোনো সূত্রে তার অসামান্য মেধার পরিচয় পেয়ে রাজশাহীর দুবলহাটির জমিদার তার লেখাপড়ার সব দায়দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলে, তিনি তখন ভর্তি হন দুবলহাটি রাজা হরনাথ হাইস্কুলে। রাধাবিনোদের এরপরের কলকাতা অংশ শুধুই সম্মুখপানের উচ্চ সফলতার ইতিহাস বর্ণনা যা সব স্তরেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।১৯০৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রাধা গণিতে সম্মানসহ প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তার জীবনের আর একটি মোড় ঘুরে ফেরার পর্ব আসে ১৯১১ সালে এই বছর তিনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় এক দশক এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট নামযশও হয়েছিল। তবে মায়ের বাসনা পূরণের কারণে আদালতের দিকেই ঝুঁকতে হয় তাকে। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেন এবং ১৯১৭ সালের ২ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সুখের কথা মা মগ্নময়ী এই সুসংবাদ শুনে যান, কেননা ওই ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই তার মৃত্যু হয়। ১৯২০ সালে এম এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। ১৯২১ সালে অধ্যাপনার চাকুরি ছেড়ে ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে হাইকোর্টে আইনপেশায় যোগ দেন। এরপর শুরু হয় তার কর্মজীবনের ধারাবাহিক সাফল্য ও অর্জনের ইতিহাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৬-এই দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ল' উপাধি লাভ করেন। তার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল 'Hindu Philosophy of Law in the Vedic and Post Vedic Times prior to the Institutes of Manu'- উচ্চমানের গবেষণাকর্ম হিসেবে অভিসন্দর্ভটি দেশেবিদেশে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়। রাধাবিনোদ তিনবার ১৯২৫, ১৯৩০ ও ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Tagor Professor of Law' পদে অধিষ্ঠিত হন যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি অতীব বিরল ঘটনা।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'Hundred Years of The University of Calcutta' (১৯৫৭) এর সূত্রে জানা যায়, ১৯৪৪ সালের ১৩ মার্চ ড. রাধাবিনোদ পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১২ মার্চ ১৯৪৬ পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রগাঢ় আইনজ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, আন্তরিক নিষ্ঠা ও পেশাগত সততার কারণে অল্পদিনেই তিনি প্রথম সারির আইনজীবী হিসেবে স্থান করে নেন।

অবসাদে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার কালীপুরে। রহস্যমৃত্যুর পিছনের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম কৌশিক পাল। বয়স আনুমানিক ২২ বছর। বাড়িতে মায়ের সঙ্গেই থাকতেন কৌশিক। কলেজের পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরেই চাকরির চেষ্টা করছিলেন যুবক কিন্তু কোনওভাবেই রোজগারের মাধ্যম খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চাকরি না পাওয়ার ব্যর্থতায় সবসময়েই মনমরা থাকতেন কৌশিক। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মায়ের সঙ্গেই খাবার খেয়ে নিজের ঘরে শুতে যায় ওই যুবক। রাতে প্রয়োজন পড়লে তাঁকে ডাকতে যান মা। কিন্তু অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অনুমান, চাকরি না পাওয়ায় অবসাদ থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যুবক।

চারুকলা প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার বর্ধমান-কালনা রোডের এগ্রিকালচার ফার্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাজ্য চারুকলা পর্ষদের আয়োজনে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় শুরু হল আবাসিক চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবির চলবে ২৮ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল জানিয়েছেন, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শেখানো হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও নদীয়া এই ৬টি জেলা থেকে ৪০ জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করেছে। ৫ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন জেলার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ক্ষীরোদ বিহারী ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন চারুকলা পর্ষদের সদস্য তথা প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী হরিৎ বসু থেকে শুরু করে বর্ধমান দক্ষিণ মহকুমা শাসক সহ একগুচ্ছ চিত্রশিল্পীগন।

বেসরকারিকরণ নয়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে ও নানা দাবি নিয়ে ক্লাস্টার মিট আয়োজন করল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব ভারত শাখা। শনিবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা থেকে মূলত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন তার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। জানা গিয়েছে, বেসরকারিকরণের বিরোধিতা, পুরোনো পেনশন স্কীম ফেরত আনা, গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা বাড়ানো ইত্যাদি দাবি নিয়ে আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি বনধ ডাকার কথা ছিল। তবে, তার আগে আরবিআই-এর সঙ্গে আলোচনায় তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস পেতেই সেই বনধ থেকে তারা বিরত থাকছেন। কিন্তু বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে তাদের ধারাবাহিক আন্দোলন চলবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ করা হলে ব্যাঙ্ক কর্মীদের পাশাপাশি গ্রাহকদেরও নানা রকমের অসুবিধা সম্মুখীন হতে হবে। এই বিষয় নিয়ে গ্রাম সভা আয়োজন করা হবে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতার মর্মান্তিক মৃত্যু

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে উত্তাল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চাঞ্চল্য ছড়ায়। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুললেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, মৃত যুবক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা। বিষয়টি মর্মান্তিক এবং তদন্তের দাবি তুলেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম রুবাই রজক (২৩)। বাড়ি রায়গঞ্জের উকিলপাড়া এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন বলে দাবি পরিবারের। এরপর শনিবার ভোর সাড়ে চাড়টে নাগাদ তাঁর শারীরিক সমস্যায় দেখা দেয়। বাড়িতে কাউকে না বলে নিজেই বাইক চালিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগ, ভর্তির পর হাসপাতালের কেউ তাঁর কোনও রকম চিকিৎসা তো করেইনি। এমনকী শয্যায় নিয়ে যেতেও সাহায্য করেনি হাসপাতাল কর্মীরা। এখানেই শেষ নয়, পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ধরে কাতারালেও অক্সিজেন দেওয়া হয়নি। তাঁর অবস্থা দেখে অন্যান্য রোগীরা পাশের বেড ছেড়ে এসে সহযোগিতা করেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। এদিন তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা থেকে ছুটে আসে বাসিন্দারা। তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসেন রায়গঞ্জ পৌরসভার কো-অর্ডিনেটর অনিরুদ্ধ সাহা। রায়গঞ্জ মেডিকেলের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, পরিবারের অভিযোগ শুনলাম। একটা কমিটি গঠন করা হবে। সেখানে জেলাশাসক থাকবেন। যদি সত্যিই গাফিলতি হয় কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এ দিকে, তৃণমূল নেতার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পৌঁছয় দলের লোকজনও। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক নেতা বলেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ হয়েছে কি না জানা নেই। তবে একজন মানুষ হিসাবে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। অপরদিকে মৃতের মা বেবি রজক বলেন, আগামী ৬ তারিখ ছেলের একটি কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে শুক্রবার গভীর রাতে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদে মাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে নিজে বাইক চালিয়েই আসে। চূড়ান্ত চিকিৎসার গাফিলতির কারনে ছেলে মারা গেল। কোনও রকম চিকিৎসা হয়নি। অক্সিজেন দেওয়া হয়নি। ক্রমাগত শ্বাসকষ্ট বাড়লেও অক্সিজেনে সুষ্ঠ কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। প্রতিটি অক্সিজেন সিলিন্ডার বিকল। কেউই এগিয়ে আসেনি। ফলে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি ছটফট করতে থাকে, নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে অনর্গল। ডাক্তারকে বললাম যে কত প্রেসার আছে দেখে দিতে। ডাক্তার কিছুই বলছিল না। ওকে বেডে শোয়ানোর জন্য ওয়ার্ডবয়দের পর্যন্ত বলেছি। কেউ কোনও কথাই শুনল না। হাসপাতালের জন্যই আমার ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষন এই অবস্থায় থাকার কারণে মৃত্যু হয় রুবাই রজকের। এরপরই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। মৃত রুবাই রজক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শহর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে রণজিৎ মণ্ডলকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ট হিসাবে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রণজিৎ মণ্ডল শুক্রবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। নিজ অনুগামীদের নিয়েই তিনি যোগ দিয়েছেন জোড়াফুল শিবিরে। এখন শোনা যাচ্ছে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রণজিৎ মণ্ডলকে প্রার্থী করতে পারে রাজ্যের শাসক দল। হয় তাঁকে জেলা পরিষদের প্রার্থী করা হবে, না হলে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী করা হবে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম দাস। তিনি এখন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে দলীয় কর্মসূচিতে সেভাবে পার্থপ্রতিমবাবুকে আর দেখা যাচ্ছে না। চিকিৎসক পার্থপ্রতিমবাবু এখন নিজের পেশা নিয়েই বেশি ব্যস্ত। তাই দল এবার পোড় খাওয়া রণজিৎ মণ্ডলকে তুরুপের তাস হিসেবে পঞ্চায়েত ভোটে কাজে লাগাতে চাইছে। কেননা ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদ দখল করে তৃণমূল। সেই সময় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন রণজিৎ মণ্ডল। তারপর ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি খেজুরি বিধানসভায় প্রার্থী হন এবং জয়ী হন। টানা দু'টি টার্মে ওই বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হন। সেই কারণেই খেজুরিতে তাঁর বেশ প্রভাব রয়েছে। প্রভাব রয়েছে জেলার রাজনীতিতেও। বিশেষ করে শুভেন্দু অনুগামীদের মধ্যে তাঁর বেশ প্রভাব রয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সব হিসাব করেই রণজিৎ মণ্ডলকে এখন ব্যবহার করতে চাইছে বাংলার শাসক দল। এক, তাঁকে দিয়ে শুভেন্দুর শিবিরে আরও বেশি করে ভাঙন ধরানো হবে এবং দুই, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিজেপির প্রভাবে ধাক্কা দেওয়া। সেই সূত্রেই তাঁকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী করা হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট কোনও পদ প্রদানের জন্য তা করা হবে না। হয় জেলা পরিষদে, না হয় পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই টানা দুই বছর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শতযোজন দূরে থাকা রণজিৎ বাবু এবার খেজুরিতে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়েছেন শনিবার সকাল থেকেই।

দিলীপের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডিএ চাইলে বলে টাকা নেই, পেনশন চাইলে বলে টাকা নেই, চাকরি চাইলে বলে টাকা নেই। এত টাকা যাচ্ছে কোথায়? অথচ আজও কেন্দ্র ২৪২ কোটি টাকা রাজ্যকে দিল। শনিবার রায়গঞ্জে বিজেপির কার্যকারিণী সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের স্কুল বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে। বাচ্চাদের বসার জায়গা নেই। জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। স্কুল বিল্ডিং তৈরি করার জন্য টাকা দিয়েছে। ১০০ দিনের টাকাও দিচ্ছে। কিছুদিন আগেও দিয়েছে। সব রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে। এখানে শুধু নেই নেই। কারণ কোথাকার টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, তার হিসেব নেই। সিএজি তা বারবার দেখিয়ে দিচ্ছে, টাকা আসছে, চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার কোনও হিসেব নেই। বগটুই কাণ্ডে মিড ডে মিলের চেক দেওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, এর আগেও ঘটেছে। দুর্গাপূজার বিসর্জনের সময় মালবাজারে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল স্বাস্থ্য বিভাগের চেক দেওয়া হয়। কোথাকার টাকা কোথায় যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন সবাই। সিএজি রিপোর্টে ২ লক্ষ কোটি টাকার গরমিলের হিসেব ধরা পড়েছে। এভাবে কোনও সরকার চলতে পারে?

ম্যানেজারের বাংলোয় ঢুকল চিতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের বাগরাকোট চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের বাংলোয় ভরদুপুরে হইচই। বাংলোর ভিতরে ঝোপের ভিতর ঢুকে বসেছিল একটি চিতাবাঘ। নজরে আসতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন। জানা গেছে, অন্যদিনের মতোই এই দিনও চা বাগানে কাজকর্ম চলছিল। ম্যানেজার বাগানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেন, বাংলোর সামনে ঝোপের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। বারান্দা থেকে নেমে এসেই বুঝতে পারেন সেটি অন্য কিছু নয়, একটি চিতাবাঘ। সঙ্গে সঙ্গে বাংলোয় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। খবর দেওয়া হয় মাল বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীদের। ততক্ষণে বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর ভিতরে চিতাবাঘ ঢুকে পড়েছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন লাগোয়া বাগানে কর্মরত শ্রমিকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনকর্মীরা। ঘুমপাড়ানি গুলি করে চিতাবাঘটিকে কাবু করা হয়। এরপর সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গরুমারা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরিবেশ কর্মী নফসর আলি বলেন, সম্ভবত চিতাবাঘটির পায়ে আঘাত আছে। তাই ভাল করে হাঁটতে পারছে না। এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় ও ম্যানেজার বাংলোতে চিতাবাঘ ঢুকেছে।

শিক্ষকদের ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জানুয়ারি ঃ এবছর প্রজাতন্ত্র দিবস ও সরস্বতী পুজো এ বছর একই দিনে ছিল। সাধারণত স্কুলগুলিতে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি কুচকাওয়াজ হয়ে থাকে। তেমনি স্কুলে স্কুলে হয় সরস্বতী পুজোও। কিন্তু এবছর বাঁকুড়ার একটি স্কুলে হয়নি পুজো। সেই অভিযোগে শনিবার শিক্ষকদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দাসের জাগলদীপ গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত বৃহস্পতিবার স্কুলে শুধু প্রজাতন্ত্র দিবস পালন হয়েছে। হয়নি সরস্বতী পুজো। এই অভিযোগে শনিবার দুই শিক্ষক স্কুলে এলে তাঁদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসী ও অভিভাবকদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে ভীষণ অমনোযোগী। মিড ডে মিলের অবস্থা তথৈবচ। আশেপাশের সমস্ত স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় তাঁরা শিক্ষকদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান বলে জানান। পরে ওই স্কুলের শিক্ষক জগৎগৌরী পাল পুজো না করার বিষয়টি মেনে নেন। তবে আগামী বছর পুজো হবে বলেও তিনি জানান।

দিদির দূতের কাছে এলাকার সমস্যার কথা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরলেন বাসিন্দারা। শনিবার দিনহাটার ১ নম্বর ব্লকের দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে দিদির দূত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। সঙ্গে ছিলেন দিনহাটা ১ ব্লক (বি) তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনন্ত বর্মন, স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব সাহা, দিনহাটা শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশু ধর প্রমুখ। এদিন পার্থপ্রতিম রায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে দিনহাটা শহর সংলগ্ন দিনহাটা ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সাধারণ মানুষ দিদির দূত পার্থপ্রতিম রায়ের কাছে এলাকার পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তাঘাটের সমস্যা-সহ নানান সমস্যা তুলে ধরেন। তাদের কথা শুনে পার্থপ্রতিম বাবু তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য আশ্বস্ত করেন। পার্থবাবু ওই এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা শোনেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা দিদির দূতের কাছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে ওষুধের সরবরাহে ঘাটতির বিষয় তুলে ধরে বলেন, এতে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। এলাকা ঘুরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পার্থপ্রতিম রায় বলেন, দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন দিনহাটা-১ নম্বর ব্লকের ভিলেজ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজকর্মে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। তবুও তারা এলাকার পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সমস্যা মেটানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.
49 to 59/15 th FC/MNB/2022-2023
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 11(Eleven)Nos. similar nature of works. Source of Fund: MNB. Period of completion: 30 Days. Date of sale of Tender Form **27/01/2023 to 06/02/2023 from 11:00 am to 1:30 pm.** Last date of dropping of sealed Tender Form **06/02/2023 up to 1.30 pm.** Date of Opening of Tender **06/02/2023 at 4:00 pm.** For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ঘিরে সাজো সাজো রব বীরভূম জেলায়

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর নিয়ে বোলপুরে শনিবার বৈঠকে বসলো জেলা কোর কমিটি। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে দুটি কর্মসূচি আপাতত স্থির হয়েছে। সাংসদ, বিধায়ক মিলে কয়েকজন জেলা নেতৃত্ব ও শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাঙাবিতানে সাক্ষাৎ করবেন জানুয়ারির ৩০ তারিখে চারটে থেকে সাড়ে চারটা নাগাদ। এখনও পর্যন্ত দশ মিনিটের সাক্ষাৎ ধার্য হয়েছে। ৩১ তারিখে মালদা যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ সরকারি অনুষ্ঠান হবে ডাক বাংলো মাঠে। সেখানে জেলা প্রশাসনিক কর্তা, মন্ত্রী ও আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। শোনা গেছে, প্রায় একশোটি প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। আশিটি প্রকল্পের সূচনা হবে। দেউচা পাঁচামি নিয়ে কাজের অগ্রগতি দেখতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ তারিখ মালদা সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রীর ফের বোলপুরে ফিরে আসবেন। তারপর বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গেছে। সবটাই নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্তময় সফরের সময় সূচির উপর। ১ ফেব্রুয়ারি ডাকবাংলো মাঠে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের পর ২ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে সভার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে ডাকবাংলো মাঠে কলকাতা থেকে এসে মঞ্চ বাঁধার লোক কাজ শুরু করেছে। বোলপুর পুরসভা পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি দেখছে। পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগমের কথা মাথায় রেখে মাঠ তৈরির কাজ চলছে। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ জানা গেছে, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন আদপে বিশ্বভারতীর কোনো জায়গা দখল করেন নি। রাজ্য সরকারের বিভাগীয় দফতরের রিপোর্টে তেমন তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি, এটাও জানা গেছে যে, বিশ্বভারতীর দাবি মোতাবেক বিতর্কিত ওই জায়গায় যেতে হলে অমর্ত্য সেনের জায়গার উপর দিয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই অমর্ত্য সেনকে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর এই চিঠিচাপাটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

কেন্দ্রের পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ ১০০ দিনের কাজ খতিয়ে দেখতে শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কায় এলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এদিন তাঁরা ফরাক্কার বেওয়া এক নম্বর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। খতিয়ে দেখলেন ব্লকের ৫ টি প্রকল্পের কাজ। এদিন তাঁরা ফরাক্কায় ১০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে আসেন পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। দলের সঙ্গে ছিলেন ফরাক্কার বিডিও জুনায়েদ আহমেদ এবং বেওয়া এক নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান কাজেম আলী মির্জা। প্রতিনিধি দলকে সামনে পেয়ে গ্রামবাসীদের একাংশ ক্ষোভ উগরে দেন। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁরা জানতে চান ১০০ দিনের জব কার্ড আছে কিনা। বেওয়া এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান কাজেম আলী মির্জা বলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলটি মূলত পাঁচটা প্রকল্পের কাজ দেখলেন আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায়। তার মধ্যে শিকারপুরের দুটি রিংবাঁধ, একটা পুকুর আর বেওয়া অঞ্চলে এনআরইজিএ-তে করা দুটি কংক্রিটের রাস্তা। তিনি দাবি করেন, সবটা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় দল। প্রধান বলেন ২০২০-২১ সালের ১০০ দিনের কাজের টাকা এখনও অনেক শ্রমিক পায়নি। শ্রমিকরা নিজেরাই কেন্দ্রীয় দলকে সেই অভিযোগ জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় দলের সদস্য প্রমোধ কুমার সিংহের মতে, ফরাক্কায় পাঁচজন সদস্য আমরা এসেছি। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ব্লকে কুড়ি দিন ধরে আমরা কাজই খতিয়ে দেখছি। শুক্রবারও কেন্দ্রীয় দল ফরাক্কার অর্জুনপুর, নয়নসুখ এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ১০০ দিনের কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। ১০০ দিন প্রকল্পে ভাঙ্গন রোধে দুটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল তা দেখতে গিয়ে গ্রামবাসীদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েন তারা।

গুলিবিদ্ধ শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ গুলিবিদ্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এক পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার রমনা শেখপাড়া এলাকায়। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সমিরুদ্দিন শেখ নামে ওই পরিযায়ী শ্রমিক একটি কালভার্টের ওপর বসে গল্প করছিলেন। সেইসময় বাইকে চেপে দুজন যুবক এসে হঠাৎই গুলি চালায়। কিছু বোঝার আগেই গুলি ওই ব্যক্তির পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ডোমকল হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় সমিরুদ্দিনকে। জানা গিয়েছে, অন্য এক যুবকের উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়েছিল। প্রেমের সম্পর্কের জেরে তাঁকে গুলি করতে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু সেই গুলিতে আহত হন সমিরুদ্দিন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং: সিএল্ড/পার্ক/ই-অকশন/২০২২, তারিখ: ২৭.০১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করেছেন। কাজের নাম: শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্কিং লট পরিচালনা। অকশন ক্যাটালগ নং: পার্ক-জেএএন-২৩-১১। লট নং. ও স্টেশন নির্দেশ: [illegible] অকশন শুরুর তারিখ: ০৬.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
SDAH-278/2022-23
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

বড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
বিজ্ঞপ্তি
বড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৬টি টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ফর্ম ০২.০২.২০২৩ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন- বড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়, গ্রাম ও পোস্ট- বড়গ্রাম, থানা-জয়পুর।
স্বা /-প্রধান
বড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

Bidhannagar Municipal Corporation
i) NIT No. 1726/PWD(BMC) (2nd Call), Dt - 28.01.2023
ii) NIQ No. 787/PHE(C)/BMC(2nd Call), Dt - 28.01.2023
e-Tender has been invited for (i) Construction of Concrete cover slab at different locations in ward no. 21 under BMC (ii) Repairing Truck mounted access platform of Environ department under BMC.
For details, please follow { (i)Tender Id 2023_MAD_460022_1, (ii) 2023_MAD_459954_1}, in www.wbtenders.gov.in Office Notice Board. Last date of Bid submission - 06.02.2023 up to 3:00 p.m.
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

উত্তর মধ্য রেলওয়ে
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-০৬/ ২০২৩ তারিখ ঃ ২৫.০১.২০২৩
ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে **সিনি. ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ** আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	১৯২২৫৫৮৬বি	যোগান ডিজিটাল পরিমাপক গেজ-এর সেট যার নির্দিষ্টকরণ সংযুক্ত করা রয়েছে পিডিএফ আকারে।	০৫ সেট	২৫,৫০০/-	২৭.০২.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in** । **(২)** ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। **(৩)** দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। **(৪)** সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। **(৫)** বরাদ্দ ''কস্ট অফ ড্রয়িং'' হল জেড-৬৫০ এবং ''বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)'' জমা করতে হবে বিবিধ স্টোর্স-০০৮৪৪৫১৭ অনুকূলে। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিস আপলোড করা হয়েছে-**https://www.ncr.indianrailways.gov.in**। যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেলডেস্ক পাওয়া যাবে।
138/22(K)
North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি, এনএফ সার্কেল, ৩০.০১.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার কবি সুভাষ-এয়ারপোর্ট (অরেঞ্জ লাইন) করিডোরের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত নবনির্মিত ব্রড গেজ ডবল লাইন শাখা পরিদর্শন করবেন।
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. - Hooghly, West Bengal.
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited from the bonafide Authorized Dealer for the (1) Supply of 20 Nos. water tank of 300 gallon capacity as per specification. Last date of submission of E-tender is **21.02.2023. Tender ID No.: 2023_MAD_459915_1. NIT No.: WBMAD/C/HCM/SWM/NIT2/1e/22.** For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the
Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura
Notice Inviting e-Tender No-14/AGP/22-2023, Dated- 24/01/2023
Notice Inviting e-Tender No-15/AGP/22-2023, Dated- 24/01/2023
Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 14(Fourteen) nos. work. Period of Completion 30 Days. Bid Submission Date: **From 25/01/2023 at 11:00 hrs. up to 31/01/2023 up to 17:00 hrs.** Technical Bid Opening Date: **03/02/2023 at 13:00 hrs.**
Notice Inviting Tender No.- 16/AGP/15CFC(BG)/2022-23, Date.-24/01/2023
Notice Inviting Tender No.- 17/AGP/15CFC(BG)/2022-23 Date.-24/01/2023
Sealed Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 8(Eight) Nos. work(s). Source of Fund: 15 th FC. Work Completion Period: 30 days. Tender Paper Issue date & Time On any working day from **27/01/2023 to 02/02/2023 from 11AM to 3 PM** at GP office. Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before **02/02/2023 up-to 2 PM.** Date of Opening of Tender **02/02/2023 at 3 P.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

NIeT-15,16,17/MGP/2022-23,
NIT-18,19/MGP/2022-23
Pradhan Medinipur Gram Panchayat Invites E-Tenders and Off-Tender of 38 Construction & Installation works in Medinipur GP area within **31/01/2023.** Details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.-Medinipurgram, Dist.-Bankura.
Sd/-Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 10 Memo 55/khal/2023
NIeT 11 Memo 56/khal/2023
NIeT 12 Memo 57/khal/2023
Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.etenders.gov.in** website and Last date of submission **04/02/2023 at 6.00 pm.**
Sd/- Pradhan
Khalgram Gram Panchayat

MARDA COMMERCIAL & HOLDINGS LIMITED
Regd. Off: 11, Crooked Lane, First Floor, Room No. 7 P.S.- Hare Street Kolkata WB 700069
Corp. off: 81, Functional Industrial Estate Patparganj, Delhi 110092
CIN: L65929WB1990PLC048280 Website : www.mchl.co.in Email : info@mchl.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2022

(Rs. in Lakhs)

SI No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year ended
		December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Revenue from operation						
(i)	Interest & Dividend Income	40.48	41.15	41.28	118.49	125.56	160.63
(ii)	Gain on fair valuation of financial instruments	9.39	9.10	6.28	23.16	23.16	29.28
(I)	Total revenue from operations	49.87	50.25	47.56	141.65	148.72	189.91
(II)	Other income	2.93	2.91	2.85	8.74	7.83	26.29
(III)	**Total Income (I+II)**	**52.80**	**53.16**	**50.41**	**150.39**	**156.55**	**216.20**
	Expenses						
(i)	Finance costs	22.20	22.44	20.82	66.56	62.46	83.28
(ii)	Employee benefits expense	9.86	9.36	7.86	25.58	16.20	24.06
(iii)	Depreciation & amortisation	2.44	2.85	2.75	8.14	8.25	11.09
(iv)	Impairment of financial instruments	-	-	-	-	-	(9.49)
(v)	Other expenses	2.59	1.72	1.56	9.36	6.11	16.02
(vi)	(Profit)/Loss on Sale of Shares	(23.08)	(13.92)	-	(8.34)	-	25.91
(IV)	**Total Expenses**	**14.01**	**22.45**	**32.99**	**101.30**	**93.02**	**150.87**
(V)	**Profit before tax (III-IV)**	**38.79**	**30.71**	**17.42**	**49.09**	**63.53**	**65.33**
(VI)	Tax Expenses						
	(1) Current tax	9.76	2.59	4.38	12.35	15.99	6.79
	(2) Deferred tax	-	-	-	-	-	7.04
(VII)	**Profit for the period (V-VI)**	**29.03**	**28.12**	**13.04**	**36.74**	**47.54**	**51.50**
(VIII)	Other Comprehensive Income	-	-	(6.92)	-	(6.92)	227.81
(IX)	**Total comprehensive income (VII+VIII)**	**29.03**	**28.12**	**6.12**	**36.74**	**40.62**	**279.31**
(X)	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1,000.06	1,000.06	1,000.06	1,000.06	1,000.06	1,000.06
(XI)	other equity	-	-	-	-	-	3,657.64
(XII)	**Earnings per share (not annualised):**						
	(a) Basic (Rs.)	0.29	0.28	0.13	0.37	0.48	0.51
	(b) Diluted (Rs.)	0.29	0.28	0.13	0.37	0.48	0.51
	(c) Face value per equity share (Rs)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 27, 2023.These results have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and they have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.
2 These Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act 2013 ('the Act') read with relevant rules issued thereunder and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI). The figures have been presented in accordance with the format prescribed for financial statements for an Non-Banking Financial Companies (NBFC) whose financial statements are drawn up in compliance of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, in Division III of Notification No. GSR 1022 (E) dated October 11, 2018, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
3 The main business of the Company is financing activity. Further, all activities are carried out within India. As such, there are no separate reportable segments as per the Indian Accounting Standard 108 (Ind AS) on Operating Segment.
4 Previous figures have been reworked & regrouped wherever necessary.
5 The above results are available on the on the Company's website i.e. www.mchl.co.in.

Marda Commercial & Holdings Limited
Daulat Ram Agarwala
Managing Director
DIN: 00586956

Place: New Delhi
Date: 27.01.2023

বেড়ানো

ছুটির দিনে দুপুরে দ্বীপের মাঝে চড়ুইভাতি, কলকাতার কাছেই অপেক্ষা করছে মঙ্গলদ্বীপ

ছুটিতে কলকাতায় ঘুরতে ঘুরতে এক ঘেয়ে হয়ে গিয়েছেন সকলেই। তাই মন চাইছে অন্য কোথাও যেতে। চলে আসুন কলকাতার একেবারে কাছেই মঙ্গল দ্বীপে। খুব সুন্দর এই স্থান। একবার গেলে মন করবে আবারও যাই। হুগলি নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এই মঙ্গলদ্বীপ। ছুটির দিনে দুপুরে জমিয়ে চড়ুইভাতি করে নেওয়া যেতে পারে। আবার নিছক বেড়াতেও বেশ মন্দ লাগবে না। মঙ্গলদ্বীপ-কলকাতার কাছে কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চান। চলে আসুন মঙ্গলদ্বীপে। নদীর মাঝে বিশাল এই দ্বীপ এখন পর্যটকদের নতুন ডেস্টিনেশন বললে ভুল হবে না। সেখানে তৈরি করা হয়েছে একটা পার্কের মত। অনায়াসে সেখানে আসা যায়। কলকাতা থেকে মাত্র এক দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় এই মঙ্গলদ্বীপে। এই মঙ্গলদ্বীপের আনুষ্ঠানিক নাম মঙ্গলদ্বীপ ইকো ট্যুরিজিম পার্ক। এখানে যেকেউ পিকনিক করতে বা ঘুরতে আসতে পারেন। কীভাবে যাবেন-ট্রেনে যেতে হবে মঙ্গলদ্বীপে। শিয়ালদহ থেকে নদীয়া

গামী শান্তিপুর লোকাল বা কৃষ্ণনগর লোকাল বা রানাঘাট লোকালে চড়ে আসতে হবে এখানে। মঙ্গল দ্বীপের নিকটবর্তী ট্রেন স্টেশন পায়রাডাঙা। স্টেশন থেকে টোটোয় চড়ে আসতে হবে চূর্নী নদীর ঘাটে। শিবপুর ঘাট থেকে ছাড়ে নৌকা। ৫০ টাকার বেশি খরচ করতে হবে না। নৌকা করে এসে নামতে হবে মঙ্গলদ্বীপে। এখানে পিকনিকের সবরকম বন্দোবস্ত রয়েছে। মঙ্গলদ্বীপ ইকো ট্যুরিজিম পার্কের এখনও তৈরি হচ্ছে। সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পার্কটা। এখানে ইকোপার্কের আদলেই তৈরি করা হয়েছে এটি। ভোর পাঁচটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে ফেরি পরিষেবা।মঙ্গলদ্বীপে জঙ্গল রয়েছে- জনবসতী নেই এই নদীর চড়ায় কেবল গাছ গাছালি রয়েছে। বড় বড় বৃক্ষেরও দেখা মিলবে এখানে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য এখানে নেই। এখানে পিকনিক করতে হলে নিজেদের খাবার নিয়ে যেতে হবে অথবা রান্নার সব সরঞ্জাম নিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হবে এই পার্কটি যাঁরা তৈরি করছেন তাঁদের। জলের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। পার্কের মধ্যেই পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত রয়েছে। গোয়াইয়ের চর- মঙ্গলদ্বীপের কাছেই রয়েছে গোয়াইয়ের চড়। গঙ্গা আর চূর্ণ নদীর সমমস্থলে তৈরি হয়েছে এই গোসাইয়ের চর। সেখানে আবার নৌকার ঘাট রয়েছে চলে না। এপার ওপারে দড়ি টাঙানো রয়েছে। সেই দড়িই বেয়েই যায় নৌকা। হাল টানতে হয় না মাঝিকে। গোসাইয়ের চরে মূলত চাষবাস হয়ে থাকে। প্রচুর কলা গাছের বাগান রয়েছে। রয়েছে বড় আম বাগান। মঙ্গলদ্বীপে ঘুরতে এসে অনেকেই চলে আসেন এই গোসাইয়ের চর দেখতে। কাজেই হাতে সময় নিয়ে আসবেন।

সীতাকুণ্ড দেখতে যাবেন,কলকাতার কাছেই রয়েছে সেই দর্শনীয় স্থান

সীতা কুণ্ড রয়েছে এই রাজ্যে। অনেকেই জানেন না সেই জায়গার ঠিক কোথায়। পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়েই রয়েছে সেই পবিত্র কুণ্ড। পর্যটকরা জয়চণ্ডী পাহাড়ে গেলেও এই সীতাকুণ্ডের কথা অনেকেই জানেন না। কারণ এখানে যাওয়ার জন্য তেমন ভাবে কোনও রাস্তা এখনও তৈরি হয়নি। সপ্তাহান্তে অনায়াসেই বেড়িয়ে আসা যায় এই জয়চণ্ডী পাহাড় থেকে।

কোথায় আছে এই সীতাকুণ্ড-জয়চণ্ডী পাহাড়। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের মতই জনপ্রিয় পর্যটন স্থল জয়চণ্ডী পাহাড়। অনেকেই সেখানে ট্রেক করতে যান। জয়চণ্ডী পাহাড়েই রয়েছে সীতা কুণ্ড। জয়চণ্ডী মন্দিরের পিছনেই রয়েছে এই সীতা কুণ্ড। এখানকার বাসিন্দাদের মুখে জানা যায় এই সীতাকুণ্ডের পৌরানিক কাহিনী। এই সীতাকুণ্ডের জল নাকি কখনও কমে না। প্রখর গরমেও একই অবস্থায় থাকে। আর এই সীতা কুণ্ডের জল দিয়েই পুজো হয় জয়চণ্ডীর মন্দিরে। কী আছে পৌরাণিক কাহিনী-জয়চণ্ডী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই সীতাকুণ্ডের

একটি পৌরাণিক কাহিনী। কথিত আছে রাম চন্দ্র যখন লঙ্কায় রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে নিয়ে ফিরছিলেন। তখন পুস্পক রথের চাকা ঘসা খেয়েছিল এই জয়চণ্ডী পাহাড়ে। সেই চাকার চিহ্নও রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। পুস্পক রথের চাকা যখন ঘষা খায় পাহাড়ের গায়ে তখন সীতার চুল ছুয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। তার থেকেই এই কুণ্ডের সৃষ্টি। মানুষের চোখের আকৃতির এই কুণ্ডের জল নাকি কোনও দিন কমে না। এই কুণ্ডেই রয়েছে জলের উৎস্য। আর কী রয়েছে জয়চণ্ডী পাহাড়ে- জয়চণ্ডী পাহাড়ে একাধিক জিনিস রয়েছে দেখার। জয়চণ্ডী পাহাড়ে ওঠার পথটাই বেশ সুন্দর। পাহাড় ভেঙে উঠতে হবে উপরে। একেবারে উপরে রয়েছে জয়চণ্ডী মাতার মন্দির। রয়েছে একটি হনুমান মন্দিরও। স্থানীয়রা প্রায়ই এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। পর্যটকরাও পাহাড়ে বেড়াতে এসে পুজো দিয়ে যান। শীতকালে এখানে ট্রেকিংয়ে জন্য আসেন। শিক্ষার্থীদেরও নিয়ে আসা হয়। সকলে এসে জয়চণ্ডী মাতার মন্দির পর্যন্তই যান তার পিছনে যে একটা সীতাকুণ্ড রয়েছে তা অনেকেই জানেন না। কীভাবে যাবেন-পুরুলিয়া যাওয়ার সেরা পরিবহণ ট্রেন। হাওড়া স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন ছাড়ে পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর সাবডিভিশনে রয়েছে এই জয়চণ্ডী পাহাড়। তার উপরে রয়েছে জয়চণ্ডী মন্দির। আর মন্দিরের পিছনে রয়েছে সীতাকুণ্ড। কিন্তু সেখানে যাওয়ার রাস্তা খুব কঠিন। অনেকেই সেখানে যান না। গাইড নিয়ে গেলে ভাল। তার কাছে সেই সীতাকুণ্ডের উৎপত্তির কথা জানা যায়।

মেট্রো স্টাফ একজন অস্বচ্ছল মহিলা যাত্রীকে উদ্ধার করে

কলকাতা,২৮ জানুয়ারি ঃ ২৬.০১.২০২৩ তারিখে ১০.৪০ টায়, প্রায় ২৫ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে রবীন্দ্র সদন স্টেশনে যাতায়াত করে, ট্রেনের ভিতরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন এবং যতীন দাস পার্ক স্টেশনে নেমে পড়েন। তার বন্ধু, যে তার সাথে ছিল, স্টেশন স্টাফ এবং আরপিএফের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।তারা সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে S.S.K.-এ পাঠানো হয়। তার বন্ধু, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সঙ্গে আরও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে.তারা দুজনেই স্টেশন ছাড়ার আগে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

শ্রী দিবাকর শুক্লা, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সহকারী সাবইন্সপেক্টর ভারতীয় পুলিশ পদকে ভূষিত।

পাল্টি খেয়েছে আইপিএফটি, আক্ষেপের সুর প্রদ্যোতের

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারিঃ ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে পাল্টি খেয়েছে আইপিএফটি। তিপরা মথার সাথে দূরত্ব রাখতে শুরু করেছে। তাই আক্ষেপের সুরে সামাজিক মাধ্যমে তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের বার্তা, সকাল থেকে আইপিএফটি নেতারা টেলিফোন ধরছেন না। প্রসঙ্গত, গ্রেটার তিপরাল্যান্ড এবং তিপরাল্যান্ডের জুজু দেখিয়ে ত্রিপুরায় জনজাতি আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর তাই আইপিএফটিকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা একজোট হচ্ছেন, বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে বিজেপির সাথে দর কষাকষি শুরু করেছিলেন প্রদ্যোত। কিন্তু, আখেরে সাফল্য মিলেনি। বিজেপি জোট ধর্ম বজায় রেখে আইপিএফটির জন্য আসন ছেড়েই প্রার্থী তালিকার ঘোষণা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আইপিএফটিও বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে তিপরা মথার সাথে যাওয়া ঝুকিপূর্ণ হবে বলেই মনে করেছে। তাই সম্ভবত, আজ সকাল থেকে

প্রদ্যোতের সাথে যোগাযোগ রাখছে না। আজ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, সমস্ত আইপিএফটি নেতা আশ্চর্যজনকভাবে আমার ফোন ধরছেন না। সকাল এগারটা থেকে তাঁদের কথা শুনার অপেক্ষায় রয়েছি। মনে হচ্ছে, অপারেশন লোটাস শুরু হয়ে গেছে। তাঁর কথায় স্পষ্ট, আসন রফা নিয়ে তিপরা মথা আজ আইপিএফটির সাথে চূড়ান্ত আলোচনা করতে চাইছে। কিন্তু, আইপিএফটি অন্তিম মুহূর্তে পাল্টি খেয়েছে। এক্ষেত্রে, আগামী নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটি জোট বেধেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।

ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন , ১৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের, বামেদের সাথে জোট নিয়ে নয়া জট

আগরতলা, ২৮ জানুয়ারিঃ ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে ১৭টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে। তাতে, বামেদের সাথে জোট নিয়ে জট তৈরি হয়েছে। কারণ, বামেরা কংগ্রেসের জন্য ১৩ টি আসন ছেড়েছিল। এবিষয়ে বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর বলেন, আসন নিয়ে কংগ্রেসের সাথে আজ রাতে পুণরায় আলোচনা হবে। তাঁদের বিবেচনার জন্য আবেদন জানাবে বামফ্রন্ট। আগামীকাল দুপুরের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। আজ এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনিক এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। কংগ্রেসের ১৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি জানান, মোহনপুরে প্রশান্ত সেন চৌধুরী, বড়জলা শিষ্ট মোহন দাস, আগরতলা সুদীপ রায় বর্মণ, টাউন বড়দোয়ালি আশীষ কুমার সাহা, বনমালিপুর গোপাল রায়, মজলিশপুর কেশব সরকার, বাধারঘাট রাজ কুমার সরকার, সূর্যমনিনগর সুশান্ত চক্রবর্তী, চড়িলাম অশোক দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া অশোক কুমার বৈদ্য, রাধাকিশোরপুর টিটন পাল, মাতাবাড়ি প্রণজিত রায়, কমলপুর রুবি গোপ, করমছড়া দিবা চন্দ্র রাঙ্খল, পাবিয়াছড়া সত্যবান দাস, কৈলাসহর বীরজিৎ সিনহা এবং ধর্মনগরে চয়ন ভট্টাচার্য প্রার্থী হয়েছেন। কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা নিয়ে বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর বলেন, বিজেপিকে হারাতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি। তাই, কৈলাসহরে সিপিএমের বর্তমান বিধায়ক মবস্বর আলীকে প্রার্থী না করে কংগ্রেসের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। তার পরিণাম সিপিএমের লোকসানের হবে, জেনেও ওই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখানে কংগ্রেসের এই প্রার্থী তালিকা বিবেচনা প্রসূত হয়নি, ক্ষোভের সুরে মন্তব্য করেন তিনি।তাঁর বক্তব্য, আজ আসন নিয়ে কংগ্রেসের সাথে পুণরায় বৈঠকে বসবে বামফ্রন্ট। তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে আগামীকাল দুপুরের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

পাঞ্জাব প্রদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী হলেন পাক বোলার ওয়াহাব রিয়াজ

ইসলামাবাদ, ২৮ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেট থেকে এখনও অবসর নেননি। তার মধ্যেই রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ফেললেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার ওয়াহাব রিয়াজ। শুধু তাই নয়, হয়ে গেলেন ক্রীড়ামন্ত্রী। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তান দলে বেশ কিছু দিন ধরেই সুযোগ পান না তিনি। এখন খেলছেন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল)। পাকিস্তানে ফিরলেই মন্ত্রিত্বের পদে শপথ নেবেন তিনি। বিপিএল খেলে ফিরেই পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলবেন তিনি। পেশওয়ার জালমির হয়ে পিএসএল খেলতে ব্যস্ত থাকলেও ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে নিজের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার আশ্বাস দিয়েছেন রিয়াজ। ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে রিয়াজের নিয়োগের কথা জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মহসিন নকভি। আগামী তিনচার মাসের মধ্যে পঞ্জাবের বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তত দিন পর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রী থাকতে পারবেন রিয়াজ। পরের বার ভোটে জিততে হবে। এদিকে শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন পিসিবি চেয়ারম্যান রামিজ রাজা ও প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান মহম্মদ ওয়াসিমকে দুষেছেন রিয়াজ। বলেছেন, 'সিনিয়রদের প্রাপ্য সম্মান দিতেন না তাঁরা।' এমনকী দল নির্বাচনেও রামিজ রাজাই শেষ কথা বলতেন বলে দাবি রিয়াজের। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের হয়ে ২০২০ সালে শেষ খেলেছেন রিয়াজ। দেশের হয়ে ২৭ টেস্ট, ৯২ টি ওয়ানডে ও ৩৬ খানা টি২০ খেলেছেন রিয়াজ। পাকিস্তান সুপার লিগে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিকও তিনি। পিএসএলে পেশোয়ার জালমি দলের ক্রিকেটার রিয়াজ। ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে কাজ চালালেও তিনি পাকিস্তান সুপার লিগে খেলবেন বলে জানা গেছে।

কর্ণাটকে জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্যান্যাস করলেন অমিত শাহ

ধারওয়ার, ২৮ জানুয়ারি ঃ কর্ণাটকের ধারওয়ারে জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্যান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার ধারওয়ারে জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর অমিত শাহ বলেছেন, বিভিন্ন অপরাধ বিরাজ করছে, অপরাধীদের ধরতে পুলিশকে অবশ্যই এগিয়ে থাকতে হবে এবং তার জন্য বৈজ্ঞানিক তদন্ত আবশ্যক। ফরেনসিক এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে এদিন কর্ণাটক সফরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সফরের শুরুতে হুব্বালির বিভি ভুমরাদ্দি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। সেখানে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন ভারতকে শীর্ষে দেখার। অমিত শাহ বলেন, ভারতকে ২০২৫ সালের মধ্যে পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পরিণত হতে হবে। ২০১৪ সালে ১১ তম বৃহত্তম অর্থনীতি থেকে বর্তমানে ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি, ২০১৪ সালে মাত্র তিনটি ইউনিকর্ন সহ, ভারত ৭০ হাজার স্টার্টআপ শুরু করে একটি লাফ দিয়েছে এবং ইউনিকর্ন সংখ্যায .৭৫ ছাড়িয়েছে। দেশগঠনে সহযোগিতা করার জন্য যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার কর্ণাটকের হুব্বালিতে অমিত শাহ বলেছেন, নতুন চিন্তা করুন, সাহসী হোন, এগিয়ে. যান। যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নম্বরে উন্নীত করতে দেশগঠনে সহযোগিতা করুন। হুব্বালির বিভিবি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এদিন অমৃত মহোৎসবে অংশ নেন অমিত শাহ। তিনি এই অনুষ্ঠানে বলেছেন, আপনারা যদি দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে না পারেন, তবে আপনারা দেশের জন্য জীবন যাপন করুন এবং বিশ্বের এক নম্বর দেশে ভারতকে পরিণত করুন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আপনাদের এটি করার সমস্ত সুযোগ দিয়েছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ২০৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করব, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের এই মহান দেশ এক নম্বরে থাকা উচিত। এমন একটি দেশ গড়তে, আপনাদের অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী মোদীর আবেদনে সাড়া দিতে হবে এবং একটি মহান ভারত গড়তে অবদান রাখতে হবে।

রাশিয়া ও বেলারুশের অংশ নিলে প্যারিস অলিম্পিক্স বয়কটের হুমকি ইউক্রেনের

কিয়েভ, ২৮ জানুয়ারি ঃ ২০২৪ সালের অলিম্পিক্সে রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলিটরা অংশ নিলে ইউক্রেন অলিম্পিক্স বয়কট করবে। এমনই হুমকি দিয়েছে তারা। ২০২৪ সালে অলিম্পিক্স হবে প্যারিসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইউক্রেনের ক্রীড়ামন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের কথা না শোনা হলে অলিম্পিক্স বয়কট করার বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে।'ইউক্রেনের ক্রীড়ামন্ত্রী ভাদিম গুতাসেয়িত বলেছেন, 'এই যুদ্ধ না থামা অবধি রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলিটদের কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে দেওয়া উচিত নয়।' তাঁর কথায়, 'রাশিয়ার অন্যতম প্রধান বন্ধু বেলারুশ। ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ করতে রাশিয়া বেলারুশের মাটি ব্যবহার করেছে।' সম্প্রতি অলিম্পিক্স কমিটি রাশিয়া ও বেলারুশের অ্যাথলিটদের নিরপেক্ষ হিসেবে অলিম্পিক্সে যোগদানের কথা জানিয়েছে। তারপরই ইউক্রেনের এই হুমকি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইউক্রেনের ক্রীড়ামন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের কথা না শোনা হলে অলিম্পিক্স বয়কট করার বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে।' ২০২২ সালে যেমন বেজিংয়ে শীতকালীন প্যারা অলিম্পিক্সে রাশিয়া এবং বেলারুশের অ্যাথলিটদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নামকরণ করা হয়েছে অমৃত উদ্যান

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি ঃ বদলে গেল রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নাম। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রপতি ভবনের মুঘল গার্ডেনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে অমৃত উদ্যান। রাষ্ট্রপতির ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি নাভিকা গুপ্তা জানিয়েছেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে মুঘল গার্ডেনের নাম পরিবর্তন করে অমৃত উদ্যান রেখেছেন রাষ্ট্রপতি। তবে, রাষ্ট্রপতি ভবনের ওযেবসাইট মুঘল উদ্যান এবং অমৃত উদ্যান দু''টি নামই উল্লেখ করা হযেছে। ১৫ একর জুড়ে বিস্তৃত অমৃত উদ্যানকে রাষ্ট্রপতি ভবনের আত্মা হিসাবে চিত্রিত করা হয। জম্মু ও কাশ্মীরের মুঘল উদ্যান, তাজমহলের চারপাশের বাগান এবং ভারত ও পারস্যের ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকর্ম থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া এই অমৃত উদ্যান।

ভারত গরু না দিলেই আমরা কৃতজ্ঞ থাকবোঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি ঃ ভারত গরু না দিলেই বরং আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শনিবার রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী পোল্ট্রি প্রফেশনাল বাংলাদেশ (পিপিবি) আয়োজিত প্রথম বাংলাদেশ পোল্ট্রি কনভেনশন২০২৩ এর প্রথম দিনে তিনি এ মন্তব্য করেন। অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক বেগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও ্যউপস্থিত ছিলেন শেকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, ইউনিডো'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. জাকি উজ জামান, পিপিবি'র উপদেষ্টা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ডা. মোছাদ্দেক হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, শুধু পোল্ট্রি নয়, গবাদিপশুতেও এগিয়েছে বাংলাদেশ। মন্ত্রী বলেন, আমি যত বারই ভারত সফর করি, সেখানকার সরকার বলে তোমাদের গরু দেবো না। আমি বলি, আপনারা গরু দেওয়া বন্ধ করে দিলেই বরং আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। আমরা গবাদিপশুতে প্রায় স্বনির্ভরশীল। আপনারা বন্ধ করলেই পুরোপুরি হয়ে যাবো। তিনি আরও বলেন, আমার রাতে বা দুপুরে মাংস বা ডিম না পেলে চলে না। পোল্ট্রি শিল্প একদিনে বেড়ে ওঠেনি। আমরা প্রায় ১৭ কোটি মানুষ এবং আমাদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে মাংস ও ডিমের। এই চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোল্ট্রি শিল্প বেড়ে উঠেছে। পোল্ট্রি শিল্পের প্রধান সমস্যা তারা বাজারে দাম ধরে রাখতে পারেন না। পোল্ট্রি খাদ্যের মূল উপাদান ভুট্টা ও গম। ২০-২৫ বছর আগেও এগুলো চাষ হতো না। এখন প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও খামারি হয়ে গিয়েছি। আমি গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগিও চাষ করি।

আগামী মাস থেকে কিছু মেইল-এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন

মালিগাঁও, ২৮ জানুয়ারিঃ ট্রেন পরিচালনার উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কিছু স্টেশনে কিছু মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়াও কিছু ট্রেনের যাত্রার সময় হ্রাস করতে গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে ৭টি ট্রেনের যাত্রার সময় ৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট পর্যন্ত পরিসরে হ্রাস করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯৫৯নং (হাওড়া-ডিব্রুগড়) কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি লামডিং, ডিফু, ডিমাপুর, সরুপথার, বরপথার, ফরকাটিং জং., মরিয়নি জং., আমগুড়ি, সিমলুগুড়ি জং., ভজো, নামরূপ, নাহরকটিয়া, দুলিয়াজান, নিউ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। যাত্রার সময় ১৫ মিনিট বাঁচানোর জন্য এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে ০৪.০০ ঘণ্টায়। ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়) অবধ অসম এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি ফরকাটিং জং., মরিয়নি জং., সিমলুগুড়ি জং., ভজো, নিউ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। যাত্রার সময় ৩০ মিনিট বাঁচাতে এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল ডিব্রুগড় স্টেশনে ১৪.০৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৩১৪১নং (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউ ময়নাগুড়ি, ধুপগুড়ি, ফালাকাটা, ঘোকসাডাঙ্গা, নিউ কোচবিহার ও নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ০১ ঘণ্টায় সময় বাঁচাতে এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ০৫.৩৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ০৩.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯৩৪নং (অমৃতসর-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস) ট্রেনের সময়সূচি লামডিং, ডিফু, ডিমাপুর, ফরকাটিং জং., মরিয়নি জং., সিমলুগুড়ি জং. ও নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ৩৫ মিনিট বাঁচাতে এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনে ০৩.০০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯০২নং (তিনসুকিয়া-লামডিং এক্সপ্রেস) ট্রেনের সময় সূচি লামডিং স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ০৫ মিনিট সময় বাঁচানোর জন্য এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল লামডিং স্টেশনে ১৯.০০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ১৫৮১৩নং (ডেকারগাঁও-মুর্কংসেলেক এক্সপ্রেস) ট্রেনের সময়সূচি মুর্কংসেলেক স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ১০ মিনিট সময় বাঁচানোর জন্য এই ট্রেনটি ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে নিজের গন্তব্যস্থল মুর্কংসেলেক স্টেশনে ১৩.৩৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে। ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৬০৪নং (লিডু-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস) ট্রেনের সময়সূচি গুয়াহাটি স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। ১০ মিনিট সময় বাঁচানোর জন্য এই ট্রেনটি নিজের গন্তব্যস্থল গুয়াহাটি স্টেশনে ০৪.৫০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। এছাড়াও, ০১.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯৬০নং (ডিব্রুগড়-হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময়সূচি মরিয়নি জং. স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে এবং ০২.০২.২০২৩ তারিখ থেকে ১৫৯৬২নং (ডিব্রুগড়-হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেসের সময়সূচি রাঙ্গাপাড়া নর্থ, ওদালগুড়ি ও টংলা স্টেশনে সংশোধন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে সংশোধিত সময়সূচি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে উন্নত ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যাত্রা করার পূর্বে যাত্রীদের ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস)-এ রিয়াল টাইমের ভিত্তিতে ট্রেন চলাচলের স্থিতি ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name Change

I, SK ABDUL RASHID(Old Name) S/o SK NUR MAHAMMAD residing at Vill-Ghola, PO-Dehibhursut, PS-Udaynarayanpur, Dist-Howrah, Pin-712408, India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK RASID ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SK ABDUL RASHID and SK RASID ALI both are same and one identical person.

Name Change

I, KOBITA MANDAL(Old Name) D/o JOTIN HALDAR residing at House No. 258, Bhonka Tehsil Colonelganj, Gonda, Pin-271126 Uttar Pradesh, India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)KOBITA HALDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.KOBITA MANDAL and KOBITA HALDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, JIBAN MANDAL(Old Name) S/o DAYAL HALDAR residing at House No. 258, Bhonka Tehsil Colonelganj, Gonda, Pin-271126 Uttar Pradesh, India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)JIBAN HALDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.JIBAN MANDAL and JIBAN HALDAR both are same and one identical person.

Name Change

I, RAHUL BARUA(Old Name) S/o SRI SUMEDHA BARUA residing at P-52, Arcadia Extension, Behala, PO and PS-Parnasree, Kolkata-700034 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)RAHUL S BARUA, vide an affidavit sworn before the Ld. Metropolitan Magistrate at Kolkata on 30/12/2022.RAHUL BARUA and RAHUL S BARUA both are same and one identical person.

Name Change

I,MOHILA BEGUM(Old Name) W/o NURUDDIN GAZI residing at R-188/2 COTTOM MILL LANE, PS-MATIABRUZ, KOLKATA- 700044 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) MAHILA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.MOHILA BEGUM and MAHILA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, SANCHITA DATTA(Old Name) W/o MR. SAUBHIK DATTA residing at Flat-B/402, Mayfair Lake View Apartment, 84, Nayabad Avenue, Railmath, PO & PS-Panchasayar, Kolkata-700094 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SANCHITA SEN DATTA(DOB-20-02-1978), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SANCHITA DATTA and SANCHITA SEN DATTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SOUBHIK DATTA(Old Name) S/o LATE NABANI DHAR DATTA residing at Flat-B/402, Mayfair Lake View Apartment, 84, Nayabad Avenue, Railmath, PO & PS-Panchasayar, Kolkata-700094 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SAUBHIK DATTA(DOB-15-10-1973), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SOUBHIK DATTA and SAUBHIK DATTA both are same and one identical person.

Name Change

I, SK AZAZUL(Old Name) S/o LATE SK SABAR ALI residing at RAMNATHPUR, PASCHIM PARA, CHANDITALA, HOOGHLY RURAL-712704 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SK EJAJUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SK AZAZULand SK EJAJULboth are same and one identical person.

Name Change

I, SEKH HAFIJUL(Old Name) S/o LATE SEKH SABIR ALI residing at RAMNATHPUR, PASCHIM PARA, CHANDITALA, HOOGHLY RURAL-712704 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SEKH HAPIJUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SEKH HAFIJULand SEKH HAPIJUL both are same and one identical person.

Name Change

I,ANJANA LAYLA(Old Name) W/o SEKH ASIK residing at Vill-Chalk Krishna Nagar, 45 Mondal Para, PO-Maheshtala, PS-Maheshtala, Pin-700141 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) ANJANA LAILA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.ANJANA LAYLA and ANJANA LAILA both are same and one identical person.

Name Change

I, RAKHI ROY HALDER CHAKRABORTY(Old Name) D/o DIPAK KUMAR ROY HALDERresiding atHILAND GREENS, PHASE-2, TOWER-10, FLAT-10A2 Batanagar, Maheshtala, Kolkata-700140WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)RAKHI ROY HALDER(DOB-18.08.1978), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkataon 28/01/2023.RAKHI ROY HALDER CHAKRABORTY and RAKHI ROY HALDER both are same and one identical person.

Name Change

I, HAYDAR MODNAL (Old Name) S/o HATEM MONDAL residing at Vill- Baliura, PO-Taranipur, PS-Tehatta, Dist-Nadia, Pin-741103 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)HAYDAR MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.HAYDAR MODNAL and HAYDAR MONDALboth are same and one identical person.

Name Change

I, M K SANGOI (Old Name) S/o D N SANGOI(Old Name) residing at MANIKALA APARTMENT FLAT - 10UA 10TH FLOOR 156C MANICKTALA MAIN ROAD KOLKATA 700054 WB India, I have changed my& my father's name(Shall henceforth be known as)MANOJ KUMAR SANGAI S/o DEOKI NANDAN SANGAI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.M K SANGOI S/o D N SANGOIand MANOJ KUMAR SANGAI S/o DEOKI NANDAN SANGAI both are same and one identical person.

Name Change

I, AMARJIT ROY (Old Name) S/oB ROY(Old Name) residing at 1, NEW TARATALA ROAD J K B M COMPLEX TARATALA KOLKATA 700088 WB India, I have changed my& my father's name(Shall henceforth be known as)AMARJIT RAY S/o BINDU RAY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.AMARJIT ROY S/o B ROY and AMARJIT RAY S/o BINDU RAY both are same and one identical person.

Name Change

I, SK ALI RAJA MASUD (Old Name) S/o SK HASANUL MASUD residing at 9/H/12, Abinash Chowdhury Lane, Kolkata-700046 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)SK ALI REZA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.SK ALI RAJA MASUD and SK ALI REZA both are same and one identical person.

Name Change

I, PAPPU KUMAR SINGH(Old Name) S/o CHETNARAYAN SINGH residing at Vishpuriya, PS-Kharik, Dist-Bhagalpur, Bihar-853202 India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)PAPPU KUMAR SINGH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023.PAPPU KUMAR SINGH and PAPPU KUMAR SINGH both are same and one identical person.

দিল্লিকে সন্তুষ্ট করতে উপাচার্যর নোবেলজয়ীকে বেনজির আক্রমণে তীব্র ক্ষোভ বিশ্বভারতীতে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৮ জানুয়ারি ঃ নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনকে হেয় করার অপচেষ্টায় মদ্দিত অনুষ্ঠানের পর উপাচার্য দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে বলে বসেন, অমর্ত্য সেন নোবেল লরিয়েট নন। তিনি নোবেল পান নি। তেরো ডেসিমেল জায়গা চেয়ে একের পর এক চিঠি পাঠিয়ে মানুষের ক্ষোভ আদায় করে নেওয়ার পর, অমর্ত্য সেন নোবেল পান নি বলায়, সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো বলা যায়। গোটা বাংলার তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিদরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণের কড়া ভাষায় নিন্দা করলেও, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে দমবার পাত্র নয়, তা তাদের শুক্রবারের চিঠি ফের আরেকবার প্রমাণ করে। এই চিঠিতে একশো পঁচিশ ডেসিমাল অতিরিক্ত তেরো ডেসিমেল জায়গা পরিমাণ উল্লেখ করে নোবেলজয়ীকে জমি জবরদখলকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এই বরেণ্য মানুষের চরিত্র হননে উঠে পড়ে লাগলো উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী নথিপত্রমান সমেত আইনী পরিভাষায় অমর্ত্য সেনকে পুনরায় আগের সমস্ত চিঠির সল্লেখে স্মরণ করিয়ে বলে যে, বিশ্বভারতীর হৃত জমি পুনরুদ্ধার দেশের ভূমি সংক্রান্ত আইনের মধ্যেই পাবে। সেক্ষেত্রে অমর্ত্য সেন যে তেরো ডেসিমেল জায়গা জবর দখল করে রেখেছেন, তা ফেরত দিয়ে দিন। এটা না হলে তার পক্ষে এবং বিশ্বভারতী উভয়ের পক্ষে অস্বস্তিকর হবে। লিজের চুক্তি অনুযায়ী একশো পঁচিশ ডেসিমেল জায়গা চুক্তি ভিত্তিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি অধিকারী। তার মিউটেশান হয়েছে দুই হাজার ছয় সালের একত্রিশে অক্টোবর। অতিরিক্ত তেরো ডেসিম্যাল সেই আইনী স্বত্বের বাইরে। স্বাভাবিক ভাবেই তার মিউটেশান নেই। আইন অনুযায়ী সেই জমি তাঁর প্রিয় বিশ্বভারতীকে ফেরত দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বভারতী যে আলাদা ভাবে মূল চুক্তির বাইরে কোনো সুযোগ দিতে চাইছে না, তা এই চিঠিতে পরিস্কার। যদিও একইভাবে অমর্ত্য সেন বরাবরের মতো আইনজীবীর চিঠি পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। আর যেটাতে বিশ্বভারতী সন্তুষ্ট নয়। স্বাভাবিক ভাবেই অমর্ত্য - বিদ্যুৎ দ্বৈরথ শুরু শান্তিনিকেতনে। এই ব্যাপারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, যে জমিতে বাড়িটা আমি জানি। সেখানে গেছি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আছেন। মাতামহ, তাঁর মা- বাবা দুজনে থেকে গেছেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে আইনী পরিভাষায় যে দশটা পয়েন্টের নটা পয়েন্ট হলো অধিকার। ভোগদখল হলো সেই অধিকার। এটা ভোগ করছেন আশি- নব্বই বছর ধরে। এইটা এখন খুঁচিয়ে তোলার অর্থ আমি একেবারেই বুঝি না। এই বরণীয় মানুষটিকে অস্বস্তিতে ফেলবার জন্য, সকলের কাছে হেয় করবার জন্য এই চেষ্টায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ নিজেরাই হেয় হচ্ছেন। অতিরিক্ত জমি উনি দখল করছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। ওই অতিরিক্ত জমিটুকু নিয়ে বিশ্বভারতীর কি উপকার হবে? ওখানে

কি কাজ করবেন তাঁরা? এই অদ্ভূত ধরনের একটা মানসিকতা। একজন মহৎ মানুষকে সকলের সামনে অপদস্ত করবার একটা চেষ্টা। এর পেছনে একটা রাজনীতি আছে নিশ্চয়ই। কারণে বিশেষ রাজনীতির মানুষ অমর্ত্য সেনকে পছন্দ করেন না তাঁর নানা কথার জন্য। এটাকে আমি অত্যন্ত অনুচিত বলে মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে এক্ষেত্রে আইন আমার পক্ষে থাকুক আর নাই থাকুক এটাকে আমি ধিক্কার জানাই। অমর্ত্য সেনের মতামত মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের মতামত সেইকারণে বিশেষ রাজনীতির মানুষ অমর্ত্য সেনকে পছন্দ করেন না। তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময় অনেকে দুঃখিত হয়েছিলেন সেটা জানি। উপাচার্যর সম্মেলনে আমি শুনেছি। নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে তাঁকে বসিয়ে আবার সরিয়ে অপমানিত করার চেষ্টা করা হলো। এসব অত্যন্ত অনুচিত অন্যায়। সবুজ কলি সেন বলেন, অমর্ত্য সেনের মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনকে কাশী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনেন। বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যাপক, গবেষক ও কিছু দিনের জন্য উপাচার্য ছিলেন। শান্তিনিকেতনে অদ্যাবধি যত অনুষ্ঠান হয়, তার মন্ত্র তৈরী করা থেকে হিন্দু- মুসলিমের যুক্ত সাধনা রবীন্দ্রনাথকে অনেক সাহায্য করেছিল। এমনই বড়মাপের মানুষ তিনি। অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন জমি লিজ ও কিছুটা কিনে নেন। অমর্ত্য সেনের মাতামহ বিশ্বভারতীর জন্য নিজের জীবনটাই দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বুধবারের সাপ্তাহিক মন্দিরে নাম না করে অমর্ত্য সেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জমির জবল দখল করলেও রাবীন্দ্রিক হন কেউ। তারপর সেইদিনই মন্দিরের বাইরে নোবেল পান নি বলে হাস্যকর বক্তব্য রাখেন তিনি। যদিও, এমন হাস্যকর দাবি তুলে বেশ দুই হাজার চার সালে কলকাতা উচ্চ আদালতে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। আদালত সেই মামলা খারিজের পাশাপাশি সেই মামলাকারীকে জরিমানাও করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতেও একইভাবে এমন একটি মামলা এর আগেই খারিজ হয়েছে।

‘টক টু মেয়রে’ রাস্তা ও ড্রেনের সমস্যা তুলে ধরেন নাগরিকেরা, সমাধানের আশ্বাস মেয়রের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরো বোর্ডের বর্ষপূর্তি। ওই দিনটিতে কর্পোরেশনে একটি ছোট

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত এক বছরে পুরনিগমের তরফ থেকে কি কি কাজ করা হয়েছে এবং কি কি কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে তা শিলিগুড়ি বাসীর কাছে তুলে ধরা হবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব। শনিবার ‘টক টু মেয়রে’ রাস্তা ও ড্রেন এর সমস্যা তুলে ধরেন সাধারণ নাগরিকেরা। সব শেষে সাংবাদিকদের পুরো বিষয় জানাতে আরেকটি ফোন আসে সেই ফোন ও গ্রহণ করে তাঁর সমস্য সমাধানের রাস্তা জানান গৌতমবাবু। বিগত এক বছরের বিভিন্ন কাজের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান মানুষ অনেক সচেতন এবং অনেক সমস্যা জানান।

টিএমসির ধর্ণা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জানুয়ারি ঃ জেলার সাংসদ এবং বিধায়কদের বাড়ির সামনে ধর্ণা চলছে তৃণমূলের। আজ দ্বিতীয় দিনে

পড়ল সেই ধর্ণা কর্মসূচি। শনিবার সকালে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাওঁয়ের বাড়ির সামনে তৃণমূলের ওই কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। এদিন সকালে প্রচুর বিজেপি কর্মী বিধায়কের বাড়িতে উপস্থিত হয়। তৃণমূলের বিক্ষোভ অবস্থান শুরু হওয়ার পরেই বিজেপি কর্মীরা পাড়ার মধ্যে মাইক বাজানোর বিরোধিতা করে বন্ধ করার দাবি জানায় । সেই সময় কুমারগ্রাম থানার আইসি বাসুদেব সরকার সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা বিজেপি কর্মীদের বিধায়কের বাড়িতে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। যা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বাদানুবাদ হয়। এই ঘটনার কিছু সময়ের মধ্যেই কলকাতা থেকে এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তির মৃতদেহ এসে পৌঁছায়। তৃণমূল মাইকে ঘোষণা করে ওই মৃত ব্যক্তি তাদের দলীয় কর্মী ছিলেন । তাই আজকের মত কর্মসূচি স্থগিত রাখা হবে। বিজেপি কর্মীরাও মৃতদেহ আসার পর আর কোন কর্মসূচি নেয়নি।

আলু বোঝাই লরির ওপরে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ শনিবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি জাতীয় সড়ক বাইপাস মোড়ে পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় ধরম কাটায় আলু বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে থাকে। লরিটি কলকাতার বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্রে খবর। জলপাইগুড়ি ক্লান্তি এলাকা থেকে আলু বোঝাই করে আসামের দিকে যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি জাতীয় সড়ক এলাকায় দাঁড়ায়। হঠাৎই গাড়ির উপরে আলুর বস্তার উপরে এক যুবকের দেহ দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ময়নাগুড়ি পুলিশ পৌঁছায়। সাথে সাথে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আলু বোঝাই লরি সহ দুজনকে আটক করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে বলে, ওয়াং ডেন ভুটিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, (রুলাল) জানিয়েছেন। মৃতদেহটি এদিন ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ সরকারি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিএসএফের গুলিতে আহত পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি ঃ সীমান্তে গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত বাংলাদেশী পাচারকারী। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা এক নং ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চোঙ্গার খাতা খাগড়িবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী ওই এলাকায়। জানা গেছে চোঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ির সীমান্তবর্তী এলাকায় গরু পাচারের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয় প্রায় ১০ জনের একটি পাচারকারী দল। আর সেই সময় পাচারে বাধা দিলে বিএসএফের উপর আক্রমণ চালায় পাচারকারীরা। বিএসএফ সূত্রে খবর সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালালে পাচারকারীরা পালিয়ে গেলেও একজন পাচারকারীর পায়ে গুলি লেগে আহত হন। আহত সেই পাচারকারীকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহত ওই পাচারকারীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।

চুক্তি থেকে মোর্চার সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে জিটিএ তে কোনও প্রভাব পড়বে না ঃ অনীত থাপা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ ‘মোর্চার জিটিএ চুক্তি থেকে সই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তের ফলে জিটিএ তে কোনও প্রভাব পড়বে না। মোর্চা রাজনৈতিক অজ্ঞতার কারনেই জিটিএ থেকে সরে এসেছে।’ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জিটিএ চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি তথা জিটিএর বর্তমান চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা । শনিবার পিনটেল ভিলেজে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা বলেন অনীত থাপা । জিটিএ থেকে সই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। দলের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠিও দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। যা নিয়ে গতকালই সরব হয়ছিলেন জিটিএর বর্তমান চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা । এরপর শনিবার পিনটেল ভিলেজে সাংবাদিক বৈঠক করে অনীত থাপা বলেন, ‘মোর্চার জিটিএ চুক্তি থেকে সই প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তের ফলে জিটিএ তে কোনও প্রভাব পড়বে না। মোর্চা রাজনৈতিক অজ্ঞতার কারনেই জিটিএ থেকে সরে এসেছে। আসলে একটা সময় জিটিএ তে রাজত্ব করলেও এখন পায়ের তলার মাটি হারিয়ে বিমল গুরুংরা জিটিএ ছাড়ার কথা বলছেন। তাঁরা ভাবছেন হয়তো এভাবেই পাহাড়ের মানুষের সহানুভূতি পাওয়া যাবে, কিন্তু তা সম্ভব নয়।’ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বিমলদের তৈরি নয়া মঞ্চকেও কটাক্ষ করেন অনীত। তিনি বলেন, ‘গোর্খাল্যান্ড একটা স্বপ্ন। কিন্তু তা বাস্তবে কতটা সম্ভব তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেই জিগির তুলেই ফের পাহাড়কে অশান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব না।’

মিড ডে মিলের টাকায় অনুদান বগটুই কাণ্ডে স্বজনহারা পরিবারে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ জানুয়ারি ঃ ফের কেন্দ্রীয় প্রকল্প মিড ডে মিলের টাকা বগটুই কাণ্ডে নিহতদের পরিবারের অনুদান দেওয়ার অভিযোগ উঠল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। যদিও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের প্রাক মুহূর্তে বগটুই কাণ্ডে অনুদান নিয়ে বাজার গরম করতে কোমর বেঁধেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, ২১ মার্চ রাত্রে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বীরভূমের রামপুরহাট বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের ভাদু শেখকে। খুনের বদলা নিতে ওইদিন রাতেই বগটুই গ্রামের একাধিক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় ১০ জনের। ঘটনার পর ২৬ মার্চ বগটুই গ্রামে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রতিশ্রুতি মতো ওইদিন নিহতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। পরে জানা যায় ওই টাকা মিড ডে মিলের ফান্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। নিহতদের কাছে থাকা চেক থেকে প্রমাণ মিলেছে গত বছরের ২৪ মার্চ মিহিলাল শেখ এবং মবিনা বিবির হাতে যথাক্রমে পাঁচ এবং এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। ২৬ মার্চ বানিরুল শেখ ও মিহিলাল শেখের হাতে তিন লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। ১২ এপ্রিল সোনা শেখের হাতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি চেকে সই রয়েছে রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মণের। এই নিয়ে তাঁকে ফোন ধরা হলে বিডিও বলেন, যা বলার জেলাশাসক বলবেন। আমি কিছু বলব না। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে এই বিষয়ে জল ঘোলা করতে চাইছেন না জেলা শাসক বিধান রায়। তাই তিনিও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে এই নিয়ে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে। দলের বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, এই সরকার মিথ্যাশ্রী সরকার। এরা শিশুদের পুষ্টিকর খাবারের টাকা অন্যখাতে খরচ করে দিচ্ছে। আমরা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হব। তবে স্বজনহারা ফটিক শেখ, মিহিলাল শেখ বলেন, আমরা সেই সময় অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। ফলে কোন খাত থেকে টাকা দিয়েছে বলতে পারব না।

বাড়ি থেকে ৮০০ মিটার দূরে গলার নলি কাটা অবস্থায় বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার বৃদ্ধ দিন মজুরের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ জানুয়ারি ঃ গলার নলী কেটে হাড়হিম করা হত্যাকান্ড। বাড়ি থেকে ৮০০ মিটার দূরে বৃদ্ধ দিনমজুর কে খুন করে ফেলে রাখা হলো ভুট্টার জমিতে। উদ্ধার বিবস্ত্র দেহ। সকালে গ্রামবাসীর নজরে আসতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সারা এলাকায়। আইসির নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। খুনের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে দুইজনকে। এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থাকলো মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বস্তা গ্রাম। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ৬৭ বছর বয়সী পেশায় দিনমজুর ইসু মন্ডলের নলিকাটা বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে ৮০০ মিটার দূরত্বে একটি ভুট্টার জমিতে। ইসু মন্ডলের পাঁচ ছেলে ভিন রাজ্যে কর্মরত। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রী সরলিয়া মন্ডলকে নিয়ে থাকত সে। পরিবার সূত্রের খবর গতকাল রাতে প্রতিদিনের মতোই বেরিয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে গলার নলি কাটা অবস্থায় বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার হয়। সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। খবর পেয়েই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খুনের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এক জন বৃদ্ধ গরিব দিনমজুর। তার সাথে কারো কোন শত্রুতা নেই। তাহলে কি কারনে এমন নৃশংস ভাবে খুন করা হলো তাকে? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সকলের মনে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এখনো পর্যন্ত দুইজনকে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। ইসু মন্ডলের স্ত্রী সরলিয়া মন্ডল বলেন, গতকাল রাত দশটা নাগাদ-প্রতিদিনের মতই বাইরে ঘুরছিল। আমি বাড়িতে আসতে বলি। বলে চলে আসবে কিন্তু আর আসলো না। গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। কারা খুন করল কেন খুন করল কিছু জানি না। কিন্তু যারা করেছে তাদের যাতে শাস্তি হয়। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাসুমা বিবির স্বামী আবুল কালাম আজাদ বলেন, খুনের ঘটনা শুনতে পেয়ে আমি এসেছি। এরা সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ। সাধারণত এদের সেই ভাবে কোন শত্রু থাকার কথা না। কিন্তু তারপরও কারা বা কেন খুন করল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। পুলিশ তদন্ত করলেই সমগ্র ঘটনা সামনে আসবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদুত গজমের বলেন, সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনই কিছু বলা যাবে না। পরিবার বা এলাকা সূত্রে জানা যাচ্ছে ইসু মন্ডলের সঙ্গে কারোর সেই ভাবে কোন বিবাদ ছিল না। সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া পরিবার ফলে শত্রু থাকার কথা নয়। রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত নন। তাহলে কেন এরকম নৃশংস ভাবে মারা হলো তাকে? কি কারন রয়েছে পেছনে? সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘর না থাকায় ফাঁকা জায়গাতেই চলছে বাচ্চাদের পড়াশোনা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৮ জানুয়ারি ঃ কালনা ২ ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাগুড়ি গ্রামের ক্ষেত্রপাল পাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কোন ঘর না থাকায় ফাঁকা জায়গায় বসে পড়াশোনা করছে কচিকাচা বাচ্চারা, একটি ঘর আছে তবে সেটি পরিত্যক্ত তাই সেখানে কোন পড়াশোনা না করিয়ে ফাঁকা গাছ তলাতেই পড়াশোনা করান দিদিমণিরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মিতালী মুখার্জী এবং বাচ্চাদের অভিভাবকরা বারে বারে বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে এবং কালনা ২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে ঘরের ব্যাপারে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি বলে এমনটাই জানান। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মিতালী মুখার্জী, ঘরের দাবিতে বাচ্চাদের অভিভাবকরা ময়নাগুড়িতে এক ঘন্টা পথ অবরোধ করেন, কালনা ২ ব্লকের বিডিও অমিত কুমার চৌরাসিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন আমি বিষয়টা শুনেছি আজকে পথ অবরোধ হয়েছে আমার কাছে আসবে বলেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি আমি কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে, পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিতালী মুখার্জির দাবি ভিডিও কেউ লিখিতভাবে কপি দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি।

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে মংপংয়ের কাছে দুর্ঘটনা, মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে মংপংয়ের কাছে রুংডুং সেতুতে। মৃতদের মধ্যে দুজন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। তাঁরা হলেন, শাহিল শেখ (২৩) এবং শুক্লা কুন্ডু (৫৭)। এছাড়া রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা তিলক মন্ডল (৩৪) এবং মুর্শিদাবাদের রাজু শেখ (২৬)। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গাড়িটি বানারহাট থেকে ফিরছিল। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় সবাইকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ২ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসা। বাকি ২ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। বাকিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বিলুপ্তপ্রায় মৃত সামুদ্রিক ঘোড়াসহ গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে নেপালে পাচারের । যদিও বনকর্মীদের তৎপরতায় সম্প্রতি শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় কার্শিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর, টুকুরিয়াঝার রেঞ্জ ও ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর পক্ষ থেকে। সেই অভিযানে প্রায় পাঁচ কেজি মৃত সিন্ধু ঘটক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এরপর ফের একবার অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল প্রায় ৮ কেজি বিলুপ্তপ্রায় মৃত সি হর্স। সঙ্গে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক এক। প্রাথমিকভাবে বনকর্মীরা মনে করছেন পলাতক অভিযুক্ত এই পাচার চক্রের স্থানীয় কিংপিং। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্বের ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মনোজ রায়ের বাড়ি থেকে প্রায় ৮ কেজি মৃত সিন্ধু ঘটক বা সি হর্স বাজেয়াপ্ত করা হয়। যদিও মনোজের খোঁজ মেলেনি। তবে এই ঘটনাতেই পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে দার্জিলিং-এর রঙ্গীত চা বাগান এলাকার বাসিন্দা জীবন থাপা, জোরবাংলোর বাসিন্দা সুজিত তামাং এবং নকশালবাড়ির বাসিন্দা কঙ্কন রাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিধায়ক দীপক বর্মনের বাড়ির কিছুটা দূরে ধর্ণায় বসলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জানুয়ারি ঃ ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের বাড়ির কিছুটা দূরে মঞ্চ তৈরি করে ধর্ণায় বসলেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ

কেলেঙ্কারির নানা ঘটনা ঘটেছে। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে কোনও তদন্তের নির্দেশ দেয়নি। উদাসীন বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদরা। তাই জেলাজুড়ে বিজেপির বিধায়ক সাংসদদের বাড়ির সামনে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ণা প্রদর্শন কর্মসূচি চলছে। শনিবার দ্বিতীয় দিনের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ রায়, ফালাকাটা টাউন ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি অশোক সাহা ছিলেন ফালাকাটা ব্লক গ্রামীণ আইএনটিটিইউসি এর সভাপতি পরিতোষ সরকার প্রমুখ।

৭০ লক্ষ টাকার অবৈধ বার্মা টিক কাঠ বাজেয়াপ্ত, চালক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারি ঃ আবার কন্টেনারে করে লক্ষাধিক টাকার কাঠ পাচারের চেষ্টা। আবারো কোটি টাকার কাঠ পাচার রুখে দিল বেলাকোবা বনদপ্তর। গতকালের পর শনিবার ভোর রাতে

আবারো ৭০ লক্ষ টাকার অবৈধ বার্মা টিক কাঠ বাজেয়াপ্ত করলো বেলাকোবা বনদপ্তর। বনদপ্তরের চোখে ধুলো দিয়ে কন্টেনারে করে আবারো কাঠ পাচারের চেষ্টা পাচারকারীদের। অবশেষে শনিবার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের সারিয়াম এলাকা থেকে বার্মাটিক কাঠ বোঝাই একটি কন্টেনার গাড়ি আটক করে বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের বেলাকোবা বনদপ্তরের কর্মীরা। শনিবার ভোররাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বেলাককবা রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের সারিয়াম এলাকায় রাতভর চলে বিশেষ অভিযান। আর তাতেই মিলে যায় সাফল্য অবশেষে একটি ১৪ চাকার কন্টেনার আটক করে বনকর্মীরা। সেই গাড়ির ভিতরেই লুকানো ছিল প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার বার্মা টিক কাঠ। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে আসাম থেকে দিল্লি উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এই গাড়িটি। এই ঘটনায় গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আনছা। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

৩৪ তম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু আলিপুরদুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জানুয়ারি ঃ ৩৪ তম ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যশোডাঙ্গা ব্লক অফিসে। শনিবার বিকেলে

প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন ডিপিএসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চিরঞ্জিত সরকার এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুপ দাস যৌথভাবে। শনিবার বিকেল চারটা তিরিশ মিনিট থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা। আলিপুরদুয়ার দু'নম্বর ব্লকের ভাওয়াইয়া সঙ্গীত শিল্পী এবং নাট্যকারদের হাতে মেমেন্টো তুলে দেন শিক্ষানুরাগী পরিতোষ বর্মন চিরঞ্জিত সরকার অনুপ দাস গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুতকুমার রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ব্লকের মোট ১২ জন ব্যক্তিকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয় ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার মঞ্চ থেকেই। গুণেশ্বর অধিকারী প্রদ্যুৎ রায়, বীনা দাস রায়, দময়ন্তী বর্মন, সুলেখা রায়, পান্না বড়ুয়া, সবিতা রায়, রজনীকান্ত রায় সহ ব্লকের আরো বেশ কয়েকজনকে এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিনা নোটিশে টোল প্লাজা খোলায় ধুন্ধুমার রায়গঞ্জে, আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি ঃ বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মী ও টোলপ্লাজার কর্মীদের সংঘর্ষ ও মারামারিতে উত্তেজনা ছড়ালো রায়গঞ্জের পানিশালা টোলপ্লাজা এলাকায়। এই ঘটনায় দুপক্ষের মোট চার জন আহত হন। উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিকের অভিযোগ, গতকাল রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎই তাদের না জানিয়ে খুলে দেওয়া হয় টোল প্লাজা। এরপর থেকে যেকোনো গাড়ি ওই টোল প্লাজা অতিক্রম করতে গেলে তাদের কাছ থেকে টোল চাওয়া হয়। তারই প্রতিবাদ আজ করতে গেলে টোলপ্লাজার কর্মীরা তাদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তাদের সংগঠনের তিন জন আহত হন বলে জানান তিনি। ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান। অন্যদিকে পাল্টা বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছে টোল প্লাজার কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, হঠাৎই বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের লোকজন দলবল নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করেন এই ঘটনায় তাদের একজন কর্মী আহত হন বলে জানতে পারা যাচ্ছে। টোলপ্লাজার ম্যানেজার এই ব্যাপারে বলেন, দু'পক্ষের এই সংঘর্ষের ঘটনা সামাল দিতে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। আহতদের রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে এই ঘটনায় আজ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাস ও মিনিবাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

বিপুল পরিমান কচ্ছপ উদ্ধার বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি ঃ প্রায় ৭৫২ টি দেশীয় কচ্ছপ উদ্ধর করে বর্ধমান আরপিএফ ও বর্ধমানের দেওয়ান দীঘি থানা । এই কচ্ছপ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বর্ধমানের তালিত এলাকায় শনিবার। এদিন একটি ম্যাটাডরে ব্যাগ বোঝাই কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছিলেন কিছু পুরুষ ও মহিলা। কচ্ছপগুলো সব ব্যাগে ভরে রাখা হয়েছিল। তালিত রেল স্টেশনের পাশ্ববর্তী সংলগ্ন এলাকায় দিক ভুল করে গাড়ির চালক দিশেহারা হয়ে যান। কিছু মহিলা ও পুরুষ তখন ব্যাগ বোঝাই কচ্ছপ নিয়ে হাঁটা শুরু করে। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় কয়েকজন ব্যাগ ফেলে চম্পট দেয়। ব্যাগ খুলে দেখা যায় তাতে কচ্ছপ বোঝাই হয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ ও দেওয়ান দীঘি থানার পুলিশ। সব ব্যাগ খুলে উদ্ধার হয় প্রায় ৭৫২ টি দেশী কচ্ছপ বা কাছিম। পাচারের উদ্দেশ্যে ওইগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কচ্ছপ গুলি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন। বনদপ্তর বর্ধমান রেঞ্জ অফিসার কাজল বিশ্বাস জানান দেওয়ান দীঘি থানা ৫৬৮টা কচ্ছপ ও বর্ধমান আরপিএফ ১৮৪ টি কচ্ছপ উদ্ধার করে আরপি এফ ট্রেন থেকে পায়নি তালিত রেল গেট থেকেই এই ১৮৪ টি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে।

দাপুটে জয় মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ আইএসএলে জয়ের সরণিতে ফিরল মোহনবাগান। শনিবার ওড়িশা এফসিকে ২-০ গোলে উড়িয়ে দিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দুটি গোলই করলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। যার ফলে মোহনবাগানের প্রথম ছ'য়ে শেষ করাটা কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল। শেষ পাঁচ ম্যাচে জয় এসেছিল মাত্র একটি। মুম্বই সিটি এফসি তো বটেই, চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধেও গোল করতে পারেননি ফেরান্দোর ছেলেরা। জানুয়ারির শুরুতে যে দলটা আইএসএলের প্রথম দুইয়ে শেষ করার টার্গেট নিয়ে নেমেছিল, তারাই এখন প্রথম ছয়ে শেষ করার টার্গেট নিয়ে খেলতে নামছে। মোহনবাগানের মূল রোগ গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে না পারা। ওড়িশার বিরুদ্ধে সেই রোগের অব্যর্থ ওষুধ হয়ে উঠলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। একবার নয়, তিনি লক্ষ্যভেদ করলেন দু'বার। প্রথমটা

ম্যাচের ৩ মিনিটে। আর দ্বিতীয়বার ৮৩ মিনিটে। যে কোনও ভাবে ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে। ফেরান্দোর ছেলেরা এদিন যে বাড়তি তাগিদ নিয়ে নেমেছিলেন সেটা এদিন তাঁদের পারফরম্যান্সেই প্রমাণিত। ম্যাচের একেবারে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল তাঁরা। যার ফল মিলল ৩ মিনিটে। পেত্রাতোসের গোলে। এরপরও খেলা হয়েছে কার্যত একপেশে। ওড়িশা ভাল পাস খেললেও গোল করার স্পষ্ট সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। উলটো দিকে সুযোগ তৈরি হয়েছে একাধিক। যার ফল আবারও মিলেছে ম্যাচের ৮৩ মিনিটে। এবারও গোল করেছেন সেই পেত্রাতোস। এই জোড়া গোলেই জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সবুজ-মেরুনের। তবে জয়ের ম্যাচেও ইনজুরি টাইমে আশিকের লালকার্ড দেখাটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে ফেরান্দোর জন্য। যদিও রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এদিনের ম্যাচের আগে মোহনবাগান ছিল ৫ নম্বরে। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এল তাঁরা। ১৫ ম্যাচে মোহনবাগানের পয়েন্ট ২৭। সমসংখ্যক ম্যাচে দ্বিতীয় স্থানে থাকা হায়দরাবাদের পয়েন্ট ৩৫।

বিশ্বকাপে অসদাচরণের জন্য উরুগুয়ের চার ফুটবলার নিষিদ্ধ

জুরিখ, ২৮ জানুয়ারিঃ উরুগুয়ের জন্য ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার। ঘানার বিপক্ষে সেই বাঁচা-মরার ম্যাচে রেফারির অনেক সিদ্ধান্তেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন উরুগুয়ের ফুটবলাররা। যার শাস্তি হিসেবে উরুগুয়ের চার ফুটবলারকে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। উরুগুয়ের গোলরক্ষক ফার্নান্দো মুসলেরা ও ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া হিমেনেজকে চার ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ডিফেন্ডার দিয়েগো গদিন ও স্ট্রাইকার এদিনসন কাভানি এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। ফিফা শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে এই শাস্তির কথা জানিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ওই চার খেলোয়াড়কে ফুটবলসম্পর্কিত সেবামূলক কাজে অংশ নিতে হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার সুইস ফ্রাঁ জরিমানাও দিতে হবে তাঁদের। সমর্থক ও খেলোয়াড়দের অশোভন আচরণের জন্য উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশনকেও ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ বাড়তি জরিমানা করেছে ফিফা। গত ২ ডিসেম্বর ঘানার বিপক্ষে উরুগুয়ে ২-

০ গোলে জয় পেয়েছিল। ৩২ মিনিটের মধ্যে দুই গোল দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ে। তখনো ওদিকে একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে পর্তুগাল-দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচ সমতায় থাকায় পরের রাউন্ডে এক পা দিয়ে রেখেছিল সুয়ারেজরা। কিন্তু ৯১ মিনিটের মাথায় গোল করে দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যেতেই হতাশা নেমে আসে উরুগুয়ে ডাগআউটে। তখনো ম্যাচে বাকি ছিল ৬ মিনিট, পরে আরও ১০ মিনিট ছিল যোগ করা সময়। দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে এই ১৬ মিনিটে আরও একটি গোল করতে হতো উরুগুয়েকে। সেটি আর হয়নি। 'এইচ' গ্রুপে উরুগুয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়ার পয়েন্ট আর গোলপার্থক্য সমান ছিল। উরুগুয়ের চেয়ে একটি গোল বেশি করার কারণে নকআউট পর্বে পৌঁছে যায় দক্ষিণ কোরিয়া। এক গোলে পিছিয়ে থাকা সুয়ারেজ-কাভানিরা রেফারির সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন। ম্যাচ শেষে জার্মান রেফারি ড্যানিয়েল সাইবার্টকে উরুগুয়ের ফুটবলাররা ঘিরে ধরেছিল। তাঁদের দাবি ছিল, প্রথমার্ধে দারউইন নুনিয়েজ এবং ম্যাচের শেষ মুহূর্তে কাভানিকে প্রতিপক্ষের ট্যাকলের জন্য পেনাল্টি পাওনা ছিল উরুগুয়ের। এমনকি ম্যাচ শেষে টানেল দিয়ে যাওয়ার সময় ভিএআর মনিটরে ঘুষিও মেরেছিলেন কাভানি।

প্রথম ফাইনালেই সেরা সাবালেঙ্কা

মেলবোর্ন, ২৮ জানুয়ারিঃ এক সেট পিছিয়ে থাকা, সেখান থেকে চ্যাম্পিয়ন। অপেক্ষা বাড়ল তৃতীয় সেটেও। চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। অ্যাডভান্টেজও নেন। ট্রফির সঙ্গে আর একটা পয়েন্টের দূরত্ব। ডিউস করেন রিবাকিনা। কিছুটা আতঙ্ক ভর করেছিল সাবালেঙ্কার। এতটা কাছে এসে অপেক্ষা বাড়বে না তো! দ্রুতই ফের অ্যাডভান্টেজ নিলেন সাবালেঙ্কা। সার্ভিস করলেন খেতাবের পয়েন্টের জন্য। তৃতীয় বার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টের সামনে থেকে এলিনা রিবাকিনা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম ফাইনাল হলেও একটা গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন তিনি। মেয়েদের টেনিসের ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, ধারাবাহিকতার অভাব। সেরেনা উইলিয়ামসের মতো কেউই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। অনেকেই একটা করে গ্র্যান্ড স্লাম জিতে হারিয়ে গিয়েছেন। কেউবা দুটো গ্র্যান্ড স্লাম। ফলে রিবাকিনার দিকে বাড়তি নজর ছিল, কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেন কী না। রিবাকিনা এবং

ডিউস। ফের অ্যাডভান্টেজ নিলেন। চতুর্থ বার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টের জন্য সার্ভিস করার আগে গ্যালারি তাঁকে তাতালো। অবশেষে চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট। রিবাকিনার রিটার্ন বেস লাইনের বাইরে পড়তেই, আনন্দে কোর্টে শুয়ে পড়লেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। কেরিয়ারে প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। প্রথম গ্র্যান্ড স্লামও জিতলেন। নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। ম্যাচের আগে পরিস্থিতি এমন ছিল, যেই জিতুক না কেন, মেয়েদের সিঙ্গলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন পেত অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। আরিয়ানা সাবালেঙ্কা প্রথম বার কোনও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। অন্য দিক, সাবালেঙ্কা এর আগে তিন বার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সব বারই জিতেছিলেন সাবালেঙ্কা। এর মধ্যে এক বার গ্র্যান্ড স্লাম সাক্ষাতও ছিল। এব সব কটি ম্যাচই তিন সেটে গড়িয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালেও অন্যথা হল না। প্রথম সেটটি ৬-৪'এ জেতেন রিবাকিনা। পরের সেটেই প্রত্যাবর্তন সাবালেঙ্কার। ৬-৩'এ দ্বিতীয় সেট নিজের নামে করেন। সেমি ফাইনালে দু-জনেই স্ট্রেট সেটে জিতে এসেছিলেন। ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হল। তৃতীয় সেটে ৫-৪ এগিয়ে ছিলেন সাবালেঙ্কা। তিন বার চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট খোঁয়ালেও শেষ হাসি তাঁরই। মেলবোর্নে রানী বেলারুশের সাবালেঙ্কা।

মেয়েদের সামলাবেন মেয়েরাই

দুবাই, ২৮ জানুয়ারিঃ এক মাস পরেই মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দক্ষিণ আফ্রিকায় হবে এ বারের প্রতিযোগিতা। হরমনপ্রীত কৌরদের সেই বিশ্বকাপে মহিলা আম্পায়ারদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে। কোনও পুরুষ আম্পায়ার বা ম্যাচ রেফারি রাখা হবে না। এমনটাই জানিয়ে দিল আইসিসি। এর আগে মেয়েদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরুষ আম্পায়ারদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হত। কিছু মহিলা আম্পায়ার অবশ্য থাকতেন। এ বার শুধুই মহিলা আম্পায়ারদের দিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করাতে চাইছে আইসিসি। মোট ১৩ জনকে রাখা হয়েছে ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য। এর মধ্যে ১০ জন আম্পায়ার এবং ৩ জন ম্যাচ রেফারি। আইসিসির জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খান বলেন, ''আমরা কী ভাবছি তার পরিচয় এই সিদ্ধান্ত। আমরা চাই ছেলে এবং মেয়েরা সমান সুযোগ পাক। সেটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। সারা বিশ্বে আমরা মহিলা আম্পায়ারদের বেশি করে সুযোগ দিতে চাই।'' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম বার খেলাবেন এমন ৭ জন অফিসিয়াল রয়েছেন। আইসিসির মহিলা ক্রিকেটের ম্যানেজার স্নেহল প্রধান বলেন, ''আগামী প্রজন্ম দেখছে যে শুধু ক্রিকেটার হয়ে ওঠা নয়, আরও অনেক ধরনের কেরিয়ারের সুযোগ রয়েছে। এমন সুযোগ যা বিশ্বকাপের সঙ্গে নাম জুড়ে দিতে পারে।'' মহিলা আম্পায়ারদের মধ্যে সব থেকে অভিজ্ঞ ক্লেয়ার পোলোসাক। তিনি ২০১৬ সাল থেকে মহিলাদের সব বিশ্বকাপের অংশ ছিলেন। আম্পায়ারদের তালিকায় সব থেকে কনিষ্ঠ অ্যানা হ্যারিস। মাত্র ২৪ বছর বয়স তাঁর। এরকম বড় প্রতিযোগিতায় প্রথম বার দেখা যাবে তাঁকে। ভারত থেকে থাকবেন ম্যাচ রেফারি গন্দিকোটা সর্বা লক্ষ্মী। আম্পায়ার থাকবেন দু'জন, বৃন্দা রথী এবং জননী নারায়ণ। কেপ টাউনে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। এই গ্রুপের বাকি তিনটি দল অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দু'টি দল শেষ চারে উঠবে। দু'টি সেমিফাইনাল ম্যাচ ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল ২৬ ফেব্রুয়ারি। এই তিনটি ম্যাচই কেপ টাউনে। ভারত নামছে ১২ ফেব্রুয়ারি। সে দিন পার্লে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ম্যাচ। ভারতের গ্রুপে পাকিস্তান ছাড়াও রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড। ভারতের পরের ম্যাচ কেপ টাউনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। তিন দিন পরে ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারত খেলবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ জেবেরহায়। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ জেবেরহাতেই ২০ ফেব্রুয়ারি, বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড।

মেসিভক্তের গোল! ছেলেদের মান বাঁচালেন ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ ছেলেদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল মেয়েরা। দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে ট্রফির স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল। মেয়েদের হাত ধরেই সেই ট্রফি খরা কাটাল লাল-হলুদ। মাঝে বেশ কয়েকটা টুর্নামেন্ট থেকে কাপ জিতলেও, বলার মতো টুর্নামেন্ট ছিল না। আইএফএ আয়োজিত কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের ফুটবল লিগে সেরা লাল-হলুদ ব্রিগেড। জয়সূচক গোল সুলঞ্জনা রাউলের। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে একেবারে শেষ মুহূর্তে বাজিমাত মৌসুমিদের। প্রথম বার কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। জমজমাট ফাইনালে প্রথম থেকেই অবশ্য দাপট দেখাতে থাকে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। মৌসুমি মুর্মু, সুলঞ্জনা রাউল, রিম্পা হালদারদের একের পর এক আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যায় শ্রীভূমির রক্ষণ। মাঝমাঠ থেকে দলকে অপারেট করতে থাকেন পূজা, কবিতারা। শ্রীভূমির গোলকিপার গুরবারি মান্ডি, স্টপার মুগলি সোরেনরা দুরন্ত লড়াই চালান। অনেক চেষ্টা করেও গোলের মুখ দেখতে ব্যর্থ হয় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে স্ট্র্যাটেজিতে বদল আনে ইস্টবেঙ্গল। তবে এরই মাঝে মাথায় চোট পান ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার বুলি সরকার। ব্যান্ডেজ বেঁধেই অবশ্য লড়াই চালিয়ে যান লাল-হলুদের অধিনায়ক। ম্যাচের পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খেলা শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৩ মিনিট আগে জয়সূচক গোল সুলঞ্জনা রাউলের। দুরন্ত হেডে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম বার কন্যাশ্রী কাপ এনে দেন ১৭ বছরের সুলঞ্জনা। ম্যাচ শেষে মেসিভক্ত সুলঞ্জনা বলেন, ''দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে অবশ্যই ভালো লাগছে। তবে দলের সমর্থন না পেলে গোল করতে পারতাম না। যদি আমি নিজের খেলায় খুশি নই। অনেক সুযোগ মিস করেছি। খেলায় মিস পাসও করেছি। ভবিষ্যতে আরও ভালো খেলতে চাই।'' কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে মেয়েদের আই লিগ খেলার পথ প্রশস্ত হল ইস্টবেঙ্গলের। স্থানীয় লিগে দুরন্ত পারফরমেন্সের জাতীয় স্তরেও নিজেদের মেলে ধরতে চায় লাল-হলুদের মেয়েরা।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে সূর্য কুমারকে বিশেষ দায়িত্ব দিচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারিঃ ঋষভ পন্থ একটু একটু করে সুস্থ হচ্ছেন। কিন্তু তার সম্পূর্ণ সুস্থ হতেও এখন অনেক সময় দরকার। ক্রিকেট মাঠে ফেরা এখন ভাবনার বাইরে। সব সময় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছিল তার। তবে ঋষভ এবার ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে না পারলেও চিন্তা নেই ভারতের। ভারত রাহুলকে উইকেট রক্ষক হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবছে। ঋষভ যে ভূমিকা ব্যাট হাতে পালন করত, সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে সূর্যকে। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সূর্য কুমারকে রান বাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে। ভারতীয় নির্বাচক শ্রীধরন শরথ সমালোচকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন পন্ত নেই বলে চিন্তার কারণ নেই। তাঁর মতে পন্থের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পরিবর্ত

হিসেবে ভারত ব্যবহার করতে পারে সূর্যকুমার যাদবকে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও সূর্যের ৫০০০ এরও বেশি রান রয়েছে। ভারতের হয়ে এখনও টেস্টে অভিষেক হয়নি সূর্যের। ভারতীয় সিনিয়র টেস্ট দলে তিনি প্রথমবার সুযোগ পেয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩২টি ইনিংস খেলেছেন সূর্য। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৫৫৪৯ রান। করেছেন ১৪টি শতরান এবং ২৮টি অর্ধশতরান। প্রসঙ্গত রঞ্জিতে অবশ্য প্রায় তিন বছর বাদে তিনি কামব্যাক করেছেন। ঋষভ পন্ত না থাকায়, ইশানকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা না হলেও, আলোচনা চলছে সরফরাজের পরিবর্তে সূর্যের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে। সূর্য কুমার নিজে আশাবাদী সাদা বলের ক্রিকেটের পাশাপাশি লাল বলের ক্রিকেটেও দেশের জার্সিতে তিনি সফল হবেন। তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে টেস্ট ক্রিকেটে সেটা পালন করতে নিজের সবকিছু উজাড় করে দেবেন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি।

'বাচ্চা ছেলে ক্রিকেট চালাতে এসেছিল', রামিজে কটাক্ষ আক্রমের

ইসলামাবাদ, ২৮ জানুয়ারিঃ এ বছরের এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে অতীতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) একহাত নিয়েছিলেন রামিজ রাজা। তাঁকে সরিয়ে নাজাম শেঠি পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলেছে। এখন এশিয়া কাপ নিয়ে অনেক সহনশীল অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তান। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন বোর্ড প্রধান রামিজের উদ্দেশে তোপ দাগলেন ওয়াসিম আক্রম। ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, বোর্ড প্রধান হওয়ার যোগ্যই ছিলেন না রামিজ। এ বছর পাকিস্তানে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। কিন্তু ভারত সে দেশে খেলতে যেতে চায় না। তাই কোনও নিরপেক্ষ কেন্দ্রে এশিয়া কাপ হতে পারে। পিসিবির চেয়ারম্যান থাকাকালীন রামিজ বলেছিলেন, এশিয়া কাপ খেলতে ভারত যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হলে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না পাকিস্তান। নাজাম অবশ্য বলেছেন, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে বৈঠক হবে। সেই সূত্র ধরেই আক্রমের মন্তব্য, ''নাজাম খুব ভদ্রস্থ উত্তর দিয়েছে। দু'দেশের সরকারের উপরেই সব নির্ভর করছে। ভাল করে কথা বলতে হবে। এটা গলি ক্রিকেট নয় যে, তুমি এখানে না এলে আমিও তোমার দেশে যাব না। জানি না পাকিস্তানের ক্রিকেট চালাতে এ রকম বাচ্চা ছেলেরা কোথা থেকে চলে আসে।'' এখানেই না থেমে আক্রম আরও বলেছেন, ''ছ'দিনের জন্য বোর্ড প্রধান হয়েছিল। এখন আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছে। পিসিবির চেয়ারম্যান ক্রিকেটারদেরই হতে হবে এই ধারণা খুব খারাপ। এটা প্রশাসনিক কাজ। ভাল কথা বলতে পারে এমন লোককেই দায়িত্বে আনা দরকার। নাজাম শেটি এ কাজের জন্য উপযুক্ত। তাতে কারওর যদি রাগ হয় আমার কিছু করার নেই।''

আকের গোলে আর্সেনালকে হারিয়ে উচ্ছ্বসিত সিটি কোচ

এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডের সবচেয়ে বড় ম্যাচ নিঃসন্দেহে ছিল এটিই। মাঠের ফুটবলের মান অবশ্য স্পর্শ করতে পারল না প্রত্যাশাকে। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিল একটি গোল। নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটি একমাত্র গোলে হারাল আর্সেনালকে। ম্যাচ জিততে পেরে সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা খুশি তো বটেই। তবে তার আনন্দ আরও বেশি, গোলটি নাথান আকে করেছেন বলেও।

লন্ডন, ২৮ জানুয়ারিঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি মরসুমে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দুই দল শুক্রবার মুখোমুখি হয় এফএ কাপের লড়াইয়ে। প্রথমার্ধে কোনো দলই খুব ভালো কিছু করতে পারেনি। খেলাও তাই খুব আকর্ষণীয় হয়নি। সিটির আর্লিং হালান্ড দুই দফায় অবশ্য গোলের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন। দুই দফায় গোলের কাছাকাছি যেতে পারে আর্সেনালও। কিন্তু কোনো গোল হয়নি। ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে আকে গোল করে এগিয়ে নেন সিটিকে। সেটিই হয়ে থাকে জয়সূচক গোল হিসেবে। গোল হজমের পর আর্সেনালের আক্রমণের ধার বাড়ে একটু। কিন্তু সিটির আঁটসাঁট রক্ষণে তারা চিড় ধরাতে পারেনি। ম্যাচ শেষে গুয়ার্দিওলা স্তুতিতে ভাসান আকের পারফরম্যান্সকে। ২৭ বছর বয়সী এই ডাচ ফুটবলার মূলত ডিফেন্ডার। এই ম্যাচে নিজের আসল কাজ ঠিকঠাক করার পর পাশাপাশি আক্রমণে উঠে দলকে উদ্ধার করা গোলটি করেন তিনি।

গুয়ার্দিওলা বললেন, ''ড্রেসিং রুমের সবাই আকের জন্য খুশি। খুবই হাড্ডাহাড্ডি খেলা হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা তুলনামূলক ভালো হয়েছে। প্রতিপক্ষ অনেক কঠিন ছিল, এটা বুঝতে হবে। লকার রুমে একজনও এমন নেই যে আকের জন্য খুশি হয়নি। সবাই তার গোলে খুশি। আমরা তার গোল নিয়ে যেমন খুশি, তেমনি এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফুটবলার সাকাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, এতেও আমরা খুবই খুশি। কোচ হিসেবে নাথানের (আকে) মতো ফুটবলারকেই সবাই দলে চায়। জীবনের সবটুকু ভালো তার প্রাপ্য।'' গত সপ্তাহান্তে লিগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারানো দল থকে এ দিন ৬টি পরিবর্তন আনে আর্সেনাল। তার পরও তাদের শুরুটাই ছিল বেশি দাপুটে। পরে অবশ্য সেই দাপট আলগা হয়ে যায়। আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতার কণ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই হতাশার সুর। আরও ভালো কিছু তাদের প্রাপ্য ছিল বলেই মনে করেন কোচ। ''আমার মনে হয়, এই ম্যাচ থেকে আরও অনেক কিছু আমরা পেতে পারতাম। একটি মুহূর্তই সবকিছু বদলে দিল (গোল)। এই দলের সঙ্গে জয় পাওয়া খুব কঠিন। তবে আমরা প্রায় সমানে সমান লড়াই করেছি। বড় ম্যাচে, বড় মুহূর্তেই পার্থক্য গড়তে হয়। এই ধরনের ম্যাচ ওভাবেই জিততে হয়।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501